নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

রোববার
৬ অক্টোবর ২০২৪
২১ আশ্বিন ১৪৩১, ২ রবিউস সানি ১৪৪৬
প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৫

লেবাননে আগ্রাসন

মুখোমুখি লড়াইয়ে ইসরায়েলি বাহিনী ও হিজবুল্লাহ

এএফপি, *বৈরুত*

লেবাননে হামলা আরও বিস্তৃত করেছে ইসরায়েল। বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই চলছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর যোদ্ধাদের।

লেবাননে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চালানো ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ১২ লাখ মানুষ। প্রায় দুই লাখ মানুষ সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলায় গত প্রায় এক বছরে দেশটিতে দুই হাজারের বেশি প্রাণহানি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হচ্ছে, ২০০৬ সালে ইসরায়েল-হিজবুল্লাহর লড়াইয়ের সময়েও এত বিস্তৃত হামলা হয়নি লেবাননে। এবার এমন কিছু এলাকায় ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে, যেখানে ২০০৬ সালের বড় সংঘাতের সময়ও হামলা হয়নি।

মুখোমুখি লড়াই

হিজবুল্লাহ গতকাল শনিবার জানায়, লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে তাদের যোদ্ধাদের লড়াই চলছে। অনেক স্থানে ইসরায়েলি সেনাদের প্রতিহত করা হয়েছে। সীমান্তের অদূরে ইসরায়েলের একটি ট্যাংকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। পাশাপাশি গতকাল ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফার রামাত ডেভিড বিমানঘাঁটিতে রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

» এক সপ্তাহে সর্বাত্মক যুদ্ধের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্য পৃষ্ঠা ৭

গণ-অভ্যুত্থান যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে

আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও 'বিপ্লব' পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও এ ধারণাগুলোর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আলাদা। আন্দোলন-পরবর্তী প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও হয় ভিন্ন। লিখেছেন **গোলাম রসুল**

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেন। ছবি : পিআইডি

সংলাপে নির্বাচনই প্রাধান্য

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপ

বিএনপিকে দিয়েই আলোচনা শুরু। দলটি দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ চেয়েছে।

- আলোচনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন উপদেষ্টা হাসান আরিফ, আদিলুর রহমান খান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।
- সংস্কারকাজের পাশাপাশি নির্বাচনের কার্যক্রম এগিয়ে নেবেন বলে দলগুলোর নেতাদের জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে নির্বাচনকেই প্রাধান্য দিয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি ও রাজনৈতিক অন্য দলগুলো। এ সময় বিএনপি দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ চেয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচন কমিশন গঠন ও সংস্কার একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়া হবে, যাতে দ্রুত একটা নির্বাচন করা যায়।

নবগঠিত সংস্কার কমিশন ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে গতকাল শনিবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রথম দিনে বেলা আড়াইটায় বিএনপিকে দিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর একে একে জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্র মঞ্চ, হেফাজতে ইসলাম, বাম গণতান্ত্রিক জোট, ইসলামী আন্দোলন, এবি পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে সংলাপ হয়। সব মিলিয়ে পাঁচটি দল ও তিনটি জোটের সঙ্গে প্রথম দিনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীদের এই সংলাপের বাইরে রাখা হয়েছে। জাতীয় পার্টিকে এখন পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে আগামী শনিবার আরও কয়েকটি দলকে সংলাপে ডাকা হতে পারে বলে জানা গেছে।

গতকালের সংলাপে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন উপদেষ্টা হাসান আরিফ, আদিলুর রহমান খান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম দিনের সংলাপ শেষে গতকাল রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা সংস্কারকাজের পাশাপাশি নির্বাচনের কার্যক্রম এগিয়ে নেবেন বলে দলগুলোর নেতাদের জানিয়েছেন।

> আমি মাস, দিন, কাল নিয়ে কথা বলব না। উনি (প্রধান উপদেষ্টা) আমাদের বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁদের এক নম্বর প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার)।
>
> **মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর**
> মহাসচিব, বিএনপি

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, ছয়টি কমিশন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কথা বলবে। তিন মাসের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দেবে। এরপর ওই প্রতিবেদন নিয়ে আবার অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দল ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করবে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যের ওপর নির্ভর করবে নির্বাচনের সময়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রহস্যময় ব্যাংক হিসাবে ভোটের আগে নগদ লেনদেন

ইউনিয়ন ব্যাংক

সংসদ নির্বাচনের আগে এই হিসাব থেকে টাকা তুলেছেন ক্রিকেট থেকে চলচ্চিত্র তারকা, নবীন থেকে প্রবীণ প্রার্থীরাও।

- এস আলম নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন ব্যাংকের বনানী শাখায় হিসাবটি খোলা হয় ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর, বন্ধ হয় গত ২০ আগস্ট।
- নগদ টাকা উত্তোলন শুরু হয় ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর, চলে গত ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।
- মোস্তাক ট্রেডার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নামে এই হিসাব খোলা হয়, যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বেসরকারি ইউনিয়ন ব্যাংকের একটি হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। নির্বাচনের এক বছর আগে হিসাবটি খুলে জমা করা হয় নগদ টাকা। এরপর গত বছরের ডিসেম্বরে এসে শুরু হয় নগদ টাকা উত্তোলন। এভাবে এই হিসাব থেকে নির্বাচনের আগেই উত্তোলন করা হয় প্রায় ৭২ কোটি টাকা। ব্যাংকের বনানী শাখায় হিসাবটি খোলা হলেও নগদ টাকার বেশির ভাগ উত্তোলন করা হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের নিচে থাকা গুলশান শাখা থেকে। ইউনিয়ন ব্যাংকের নথিপত্র পর্যালোচনায় এ তথ্য মিলেছে।

মোস্তাক ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানের নামে এই হিসাব খোলা হয়েছিল। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ২০ আগস্ট হিসাবটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্যাংকটির অনলাইন তথ্যভান্ডার থেকে এই হিসাবে সব তথ্য গায়েব করে ফেলা হয়। যদিও হিসাব বন্ধ হলেও তথ্য মুছে ফেলার সুযোগ নেই। হিসাবের তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে, এমন হিসাবের সংখ্যা ইউনিয়ন ব্যাংকে আরও রয়েছে বলে *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন একজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা।

রহস্যময় এই হিসাবের নামে ইউনিয়ন ব্যাংকের দিলকুশা শাখা থেকে ৫৫ কোটি টাকা ঋণও দেওয়া হয়েছিল। এই ঋণ এখন খেলাপি হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে যে ঠিকানা ব্যবহার করে মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাব খোলা হয়, সেই ঠিকানায় এই প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাননি *প্রথম আলোর* এই প্রতিবেদক।

ব্যাংকটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এমন অনেককে ও তাঁদের পক্ষের ব্যক্তিদের তাঁরা নির্বাচনের আগে এই হিসাব থেকে টাকা তুলতে দেখেছেন। ক্রিকেট থেকে চলচ্চিত্র তারকা, নবীন থেকে প্রবীণ প্রার্থীরাও ছিলেন এই তালিকায়। তাঁদের ধারণা, নির্বাচনের খরচ চালাতে

> নিশ্চয়ই এই বেনামি হিসাবটি নির্বাচনের কাজের জন্য খোলা হয়েছিল, সেই কাজে ব্যবহারও হয়েছে। ব্যাংকের এমডির নির্দেশ ছাড়া এমন হিসাব খোলা ও বন্ধ হতে পারে না। তদন্ত করে দেখতে হবে কারা এই হিসাব থেকে টাকা নিয়েছে।
>
> **মোস্তফা কে মুজেরী**, সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক

এটা ছিল তৎকালীন সরকারের উপহার, যে খরচ দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলেন এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম। এ জন্য ইউনিয়ন ব্যাংকসহ তাঁর মালিকানায় থাকা আরও ব্যাংক থেকে এমন বেনামি ঋণ নেওয়া হয়। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক 'ব্যাংক খেকো' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

হত্যা, হামলার ঘটনায় সরকারের কণ্ঠস্বর জোরালো হওয়া দরকার

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

'অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস : পর্যালোচনা, প্রস্তাব, মতবিনিময়' শীর্ষক সভায় এ কথা বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে কিছু দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড, মন্দির ও মাজারে হামলার বিষয়ে সরকারের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হওয়া দরকার।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমণ্ডলে 'অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস : পর্যালোচনা, প্রস্তাব, মতবিনিময়' শীর্ষক এক সভায় এ কথাগুলো বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এ সভার আয়োজন করে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরপর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। দুই মাসেও অভ্যুত্থানে শহীদের তালিকা প্রণয়ন ও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে না পারায় সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করা হয়।

সভার শুরুতে অন্তর্বর্তী সরকারের আশু করণীয় হিসেবে ১৩ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক গবেষক মাহা মির্জা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ এবং পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া; হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আমলা, পুলিশ, দলীয় সন্ত্রাসীসহ সবার বিচার নিশ্চিত করা; গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা প্রকাশ এবং জনমতের ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করা; অবিলম্বে দলগত সহিংসতা ও হত্যা বন্ধ করা; মন্দির, মাজার, মসজিদ, শিল্পকর্মসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে হামলা বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া;

সভায় বক্তব্য দেন আনু মুহাম্মদ। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমণ্ডল মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

সবার জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া এবং পাহাড় ও সমতলের মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করা।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে রেশন প্রথা চালুর প্রস্তাব করেছে। ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার ও শেয়ার কারসাজির তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করার কথা বলেছে কমিটি। তাদের প্রস্তাব হলো লুটপাটকারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা বিনা সুদে দরিদ্রদের ঋণ দেওয়া হোক। পাশাপাশি পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে জোরদার উদ্যোগ নিতে হবে।

ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ঘোষণা ও শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। বিদ্যুৎ খাতের ভাড়াভিত্তিক (রেন্টাল) ও কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার বিষয়ে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতি

অসময়ের অতিবৃষ্টি, বিপদ বাড়াচ্ছে পুবালি বাতাস

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

চাঁদপুরে শুক্রবার সারা দিনে ২৮২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এদিন উত্তরের ব্রহ্মপুত্র থেকে শুরু করে পদ্মা অববাহিকার অন্তত ১১ জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ১০০ মিলিমিটারের বেশি। বর্ষার এই বিদায়বেলায় খোদ রাজধানীতেও বৃষ্টি ঝরেছে ৭৯ মিলিমিটার। তিন দিন ধরে দেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এত প্রবল বৃষ্টির ঘটনাকে ব্যতিক্রম বলছেন আবহাওয়াবিদেরা। এর কারণ হিসেবে অস্বাভাবিক শক্তিশালী পুবালি বাতাস ও মৌসুমি বায়ুকে দায়ী করছেন তাঁরা।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, গত আগস্ট থেকে ওই পুবালি বাতাস অতিমাত্রায় শক্তিশালী আচরণ করছে। ওই বাতাসের সঙ্গে মৌসুমি বায়ুও প্রবল হয়ে উঠেছে। পুবালি বাতাসের সঙ্গে ঘূর্ণি বাতাস যোগ হয়ে তা একেক সময় একেক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি নিয়ে আসছে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে এসব এলাকার উজান থেকে আসা ঢল। ফলে এবার রেকর্ড ৯ দফায় দেশের কোথাও না কোথাও বন্যা হয়েছে।

কিছুদিন পরপর অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা ঢলে শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা শহর ডুবে গেছে। এরও আগে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। গত এক মাসে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শেরপুরে বন্যায় গৃহহীন ৩৫ হাজার মানুষ

নালিতাবাড়ীতে দুই ভাইসহ ৪ মৃত্যু, নিখোঁজ ১। ঝিনাইগাতী ও হালুয়াঘাটে বিপুলসংখ্যক মানুষ পানিবন্দী।

প্রথম আলো ডেস্ক

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বন্যার পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন একজন। ৩৫ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায়ও। এর বাইরে উজান থেকে আসা পানিতে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া এবং নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন নালিতাবাড়ী উপজেলার নন্নী ইউনিয়নের অভয়পুর গ্রামের বছির উদ্দীনের দুই ছেলে আবু হাতেম (৩০) ও আলমগীর (১৭), বাঘবেড় ইউনিয়নের বাঘবেড় গ্রামের মানিক মিয়ার স্ত্রী ওমিজা খাতুন (৪৫) এবং নয়াবিল ইউনিয়নের আন্ধারুপাড়া গ্রামের ইদ্রিস মিয়া (৮০)। এর মধ্যে গতকাল শনিবার রাতে দুই ভাইয়ের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আগের দিন শুক্রবার দুপুরের পর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চেল্লাখালী নদীর পানির স্রোতে ভেসে যান

টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের পানি সড়কের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল বিকেলে শেরপুরের নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর সড়কের হাতিপাগার এলাকায়। আবদুল মান্নান

তাঁরা। একই সময় সেখানকার বাতকুচি গ্রামের জহুরা খাতুন (৪৫) ভেসে গিয়ে নিখোঁজ রয়েছেন। একই দিন গ্রামের ডুবন্ত সড়ক পার হওয়ার সময় ভেসে গিয়ে ইদ্রিস মিয়ার এবং বন্যার পানিতে ডুবে ওমিজা খাতুনের মৃত্যু হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ৮

টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ

'নতুন রাজার' খোঁজে রাজাদের শহরে

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

যেদিকেই তাকাবেন, দূরে পাহাড়ের ওপর দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, নানা রকম স্থাপত্যশৈলী। রাজাদের শহর গোয়ালিয়রের মোড়ে মোড়ে দেখা মেলে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের। এয়ারপোর্ট রোড থেকে শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দিকে এগোতে থাকলে চোখে পড়বে প্রস্তর যুগের নিদর্শন গোয়ালিয়র দুর্গ। রাজা মানসিংহ তোমর এই দুর্গ বানিয়েছিলেন, পরে দখল করে মোগলরা। পরে মারাঠা ও ব্রিটিশদের হাত হয়ে গোয়ালিয়রের সর্বশেষ রাজা মাধবরাও জিভাজিরাও সিন্ধিয়া নেন এর দখল। রাজাদের দিন গত হলেও এই শহর এখনো 'সিন্ধিয়া' পরিবারকে রাজার পরিবারই মনে করে।

গোয়ালিয়রের নতুন স্টেডিয়ামের নামকরণও হয়েছে জিভাজিরাওর ছেলে শ্রীমন্ত মাধবরাওয়ের নামে। আজ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-ভারতের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হবে এ মাঠের। রাজাদের শহরে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে দুই দলই 'নতুন রাজা'র খোঁজ করছে। ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ক্রিকেটের দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলে এখন নতুন নামের ছড়াছড়ি। এদিকে বাংলাদেশও পাচ্ছে না সাকিব আল হাসানকে। ভবিষ্যতে আবার টি-টোয়েন্টিতে ফেরার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আজকের আবহাওয়া

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪১ মিনিট
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : রাজশাহীতে ৩৪.২° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : সৈয়দপুরে ২৩.৫° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৩৯	মাগরিব	৫:৪৪
জোহর	১১:৫০	এশা	৬:৫৭
আসর	৪:০২	কাল ফজর	৪:৩৯

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাসস, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে গতকাল শনিবার বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন পরে বাসসকে বলেন, সাক্ষাৎকালে সেনাপ্রধান বাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলেন, সেনাবাহিনী দেশের মানুষের কল্যাণে এবং জানমালের নিরাপত্তা প্রদানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

রাষ্ট্রপ্রধান আশা করেন যে আগামী দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ দেশ ও জনগণের যেকোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনী জনগণের পাশে থাকবে।

সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতিকে জানান, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য দেশব্যাপী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।

অসময়ের অতিবৃষ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের অস্বাভাবিক বৃষ্টি ও বন্যায় বিপদে পড়েছে অন্তত ২০টি ছোট শহর ও জেলা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ বলছে, এমনিতেই এবারের বর্ষা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে এসেছে। বৃষ্টিও কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বেশি হয়েছে। এবারের বর্ষা থাকছেও বেশি সময় ধরে। প্রতিবছর অক্টোবরের শুরুতেই বর্ষা বিদায় নেয়। এবার বর্ষা যেন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। বিশেষ করে আগস্ট থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর হয়ে চলতি অক্টোবরে বর্ষা যেন আগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

এ ব্যাপারে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা *প্রথম আলো*কে বলেন, চলমান বৃষ্টি আরও দুই দিন চলতে পারে। তারপর থেমে থেমে বৃষ্টি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে পারে। বৃষ্টি বেশি থাকতে পারে রাজধানীসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে।

সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ বলছে, প্রবল বর্ষা আর ভারত থেকে আসা পানির কারণে এবার স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশিবার বন্যা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেটে তিন দফা, ফেনী-কুমিল্লায় তিন দফা, তিস্তাপারে রংপুরে এক দফা, চট্টগ্রামে এক দফা ও সর্বশেষ শেরপুর-নেত্রকোনায় আরেক দফা বন্যা এল। এর বাইরে লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহসহ ২০টি জেলা শহরে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের চারটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে আছে। শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও জামালপুরের নিম্নাঞ্চলের পর চাঁদপুর, মাদারীপুরসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের নিচু এলাকায় পানি জমে গেছে। অমাবস্যার কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জোয়ারে এসব এলাকার চরগুলো ডুবে গেছে।

এ ব্যাপারে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, সাধারণত গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা অববাহিকায় প্রতিবছর একাধিকবার বন্যা হয়। এবার সেখানে বন্যা ও বৃষ্টি কম হয়ে দেশের ছোট ছোট নদ-নদী অববাহিকায় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। ফেনী, শেরপুর, চাঁদপুর ও সিলেটের মতো ছোট ও মাঝারি জেলায় এ কারণে এবার বন্যা বেশি হচ্ছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর ১১৬টির মধ্যে ৮৫টি পয়েন্টে পানি দ্রুত বাড়ছে। আর ৩১টিতে পানি কমছে। আজও (রোববার) ময়মনসিংহ বিভাগের ভোগাই, কংস, সোমেশ্বরী ও জিঞ্জিরাম নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। তারপর পানি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে।

দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে গৃহীত নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখতে গতকাল ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ছবি : সেনাবাহিনীর ফেসবুক পেজ থেকে

ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে সেনাপ্রধান

পূজার সময় সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

বাসস, *ঢাকা*

বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল শনিবার রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি পূজার সময় সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

মন্দির পরিদর্শনকালে সেনাপ্রধান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশব্যাপী জেলায় জেলায় সেনাবাহিনী পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে তৎপর রয়েছে। হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রত্যেক বাংলাদেশি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানান।

কণ্ঠস্বর জোরালো হওয়া দরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রামপাল ও রূপপুর বিদ্যুৎপ্রকল্প এবং ভারতের আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি বাতিল করার বিষয়ে সরকারকে পথ খুঁজতে বলেছে কমিটি। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশে নয়, দেশেই চিকিৎসা নেওয়ার সংস্কৃতি চালুর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এসব দাবি বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয় উল্লেখ করে আনু মুহাম্মদ বলেন, ফ্যাসিবাদীব্যবস্থা থেকে বৈষম্যবিরোধী ব্যবস্থায় যে দেশ ফিরেছে, তা প্রমাণ করতে এগুলো আশু বাস্তবায়ন দরকার। তিনি জানান, তাঁরা এসব দাবি ও প্রস্তাব অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জমা দেবেন। সরকারের ছয় মাস কিংবা প্রয়োজন হলে আরও আগে এগুলো নিয়ে আবার পর্যালোচনা করা হবে।

সরকারের সংস্কার কমিশনগুলো গঠনে সময়ক্ষেপণের সমালোচনাও করেন আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর—এসব বিষয়ে সরকারের জোরালো বক্তব্য কোথায়? এ কার্যকলাপগুলো তো ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের এবং বাংলাদেশের পতিত স্বৈরশাসককে সুযোগ করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার বিপ্লবী সরকার নয়। তাদের মূল কাজ হচ্ছে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটা স্বাভাবিক সরকারে ফিরে যাওয়ার পথ করে দেওয়া। এর আগে সংবিধানের কিছু গভীর সংশোধন দরকার। এ জন্য একটা সম্মেলন (কনভেনশন) করতে হবে। মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব তৈরি করতে হবে, যা বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী সংসদের কাছে পেশ করতে হবে।

অভ্যুত্থানের পরও নারীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, নারীদের নানা ধরনের 'ট্যাগ' দেওয়া হচ্ছে। সরকার ষড়যন্ত্রতত্ত্ব বা অজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না—এ খবর আহত করে।

মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ান বলেন, পাহাড়ে সেনাশাসন দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে চলে আসছে। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের কথা বলা হলো, পাহাড়ে কিন্তু সেই পরিবর্তন আসেনি। তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত সংবিধান কমিশন সাংবিধানিকভাবে আমাদের স্ব স্ব জাতিসত্তার প্রান্তিক, কৃষি, সংস্কৃতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে খেয়াল রাখবে।'

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংকেন চাকমা জানান, তিনি দীর্ঘ ১০ বছর বাড়ি যেতে পারেন না পাহাড়ে অনিরাপত্তার কারণে। অথচ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তার কথা বলে পাহাড়ে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, পাহাড়ে সেনাশাসন প্রত্যাহার করে এবং নিরাপত্তার কাজে বরং স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেই পাহাড়ের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

৫ আগস্টের পর ৬০-৭০টি মাজার ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুফি দার্শনিক কাজি জাবের। তিনি নিজেও আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক রেজওয়ানা স্নিগ্ধা বলেন, জুলাই আন্দোলনে ডানে-বাঁয়ে কে ছিল, সেই প্রশ্ন ওঠেনি। তখন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পাহাড়ি, মাদ্রাসার ছাত্র—সবাই একসঙ্গে আন্দোলন করেছে। দুই মাসের মধ্যে এখন নানা ট্যাগ দেওয়া শুরু হয়েছে। এটা কেন, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

পোশাক কারখানার পরিস্থিতি তুলে ধরে পোশাককর্মী সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনি আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বেতন পাননি। অক্টোবরে এসে বলা হচ্ছে, কারখানার অবস্থা ভালো নয়। বিনা বেতনে এক মাসের ছুটি নেন। তিনি বলেন, 'এখন আমি বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামলে ট্যাগ দেওয়া হবে। ষড়যন্ত্রকারী বলা হবে।'

আলোচনা সভায় আরও বক্তৃতা করেন চিকিৎসক হারুন অর রশিদ ও সংস্কৃতিকর্মী আকরাম খান। উন্মুক্ত আলোচনায় ১৩ দফা প্রস্তাবে নানা সংযোজন-বিয়োজনের পরামর্শ দেন আইনজীবী আলাউদ্দিন আহমেদ, শ্রমিকনেতা মানস নন্দী, এ বি এম জাকারিয়া, মুশফিকুর রহমান ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হুমায়ুন কবীর।

মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার আবার চালুসহ তিন প্রস্তাব

দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

উপদেষ্টা বলেন, মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়টি বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর সুযোগ সীমাবদ্ধ না রেখে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। আর দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিষয়গুলো মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মানবিক দৃষ্টি থেকে বিবেচনায় নিয়েছেন বলে মনে হয়েছে তাঁর।

মালয়েশিয়ায় প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার প্রবাসীকল্যাণ ভবনের মিলনায়তনে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও মালয়েশিয়ার পার্কেসোর মধ্যে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদেশে যেতে বিমানবন্দরের প্রতিটি স্তরে প্রবাসী কর্মীদের সেবা দিতে একজন সহায়তাকারী সঙ্গে থাকবেন বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, প্রবাসীদের ভিআইপি সুবিধা নিশ্চিত করতে বিমানবন্দরে আলাদা বিশেষ লাউঞ্জ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা হয়েছে। মাসখানেকের মধ্যে লাউঞ্জ চালু হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আসিফ নজরুল বলেন, (মালয়েশিয়ায়) ১৮ হাজার কর্মী যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি, এটি নতুন কর্মী নয়। সব প্রক্রিয়া শেষ করেও মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের দেশটিতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি মানেই বিষয়টা নিশ্চিত নয়। তাই এটি নিশ্চিত করতে সব ধরনের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মালয়েশিয়ায় কর্মরত প্রতিটি কর্মীকে পার্কেসোর নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। নিবন্ধিত হয়ে কর্মীরা স্বাস্থ্যসুবিধা, সাময়িক প্রতিবন্ধী সুবিধা, স্থায়ী প্রতিবন্ধী সুবিধা, নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী সুবিধা, মৃত্যুর পর দাফন সুবিধা, ধারাবাহিক উপস্থিতির ভাতা ও পুনর্বাসন সুবিধা পাবেন। দেশটিতে এ পর্যন্ত ১২ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ বাংলাদেশি কর্মী এ নিবন্ধন নিয়েছেন। এখন সক্রিয় নিবন্ধনকারী আছেন ৭ লাখ ১১ হাজার ৬৫৫ জন। আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের ১১ হাজার ৪৩৯ কর্মী সাময়িক প্রতিবন্ধী সুবিধা পেয়েছেন। তাঁরা প্রায় দেড় কোটি মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (৩৭ কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। স্থায়ী প্রতিবন্ধী সহায়তা পেয়েছেন ৩৬৪ জন, যার পরিমাণ ১২ লাখ ৭০ হাজার রিঙ্গিত। ১৭৫ জন সৎকার সুবিধা পেয়েছেন, যার আর্থিক মূল্য ৮ লাখ ৭০ হাজার রিঙ্গিত।

গাজীপুরের জিরানী

হাজিরা বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে সড়কে শ্রমিকেরা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে নগরের জিরানী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। এ সময় সড়কের দুই পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চলাচলকারী মানুষেরা।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল সকাল থেকে জিরানীর আইরিশ ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকেরা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হতে থাকেন। সকাল নয়টার দিকে কারখানার পাশের চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। দুই ঘণ্টার বেশি সময় সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন লোকজন।

আবিদ হোসেন নামের কারখানাটির একজন শ্রমিক *প্রথম আলো*কে জানান, কারখানার কয়েক কর্মকর্তা তাঁদের (শ্রমিকদের) সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। এসব কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করতে হবে। পাশাপাশি হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকা পরিশোধ করতে হবে। এসব দাবি মানা না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

বন্যায় গৃহহীন ৩৫ হাজার মানুষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল নালিতাবাড়ী উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়ন ঘুরে দেখা যায়, কোথাও পাহাড়ি ঢলের পানি বাড়ছে, আবার কোথাও পানি কমতে শুরু করেছে। বেশ কিছু জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় পৌর শহর থেকে কয়েকটি ইউনিয়নে প্রবেশের সড়কও বন্ধ রয়েছে।

নয়াবিল ইউনিয়নের হাতিপাগার গ্রামের ভোগাই নদপারের বাসিন্দা হাফিজ উদ্দিন (৭০) বলেন, 'গাঙ্গে এত পানি আগে কখনো দেখি নাই। সময় যতই যাইতাছে, গাঙ্গের পানি ততই বাড়তাছে। আটাশির বন্যার চেয়েও ভয়াবহ এবার।'

নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা বলেন, পাহাড়ি ঢলে ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর বাঁধ ভেঙে ও বাঁধ উপচে আটটি ইউনিয়নের শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে ৩৫ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। প্রায় সাত হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার তরফ থেকে পাঁচটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় পাঁচ হাজার পরিবারের মধ্যে শুকনা খাবারের প্যাকেট ও খাওয়ার পানি দেওয়া হয়েছে।

অপরিবর্তিত ঝিনাইগাতীর অবস্থা

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকে ভারী বৃষ্টি হয়নি। এতে মহারশি নদের পানি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। তবে এই সময়ে উজানের ঢলে উপজেলার হাতীবান্ধা ও মালিঝিকান্দা ইউনিয়নের ১০টি গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় দুই হাজার মানুষ নতুন করে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। সব মিলিয়ে বৃষ্টি এবং মহারশি ও সোমেশ্বরী নদীর পানিতে উপজেলার ৫০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। উপজেলায় পানিবন্দী প্রায় ৭ হাজার মানুষ। গতকাল দুপুরে চেল্লাখালী নদীর পানির প্রবল তোড়ে ঝিনাইগাতী-তিনআনী-নালিতাবাড়ী সড়কের রানীগাঁও অংশের কিছুটা ভেঙে গেছে। এতে এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিম বেলতৈল গ্রামের তারা মিয়া ও আবুল হোসেন এবং ঘাগড়া কবিরাজপাড়া গ্রামের কছিমউদ্দিন বলেন, তাঁদের বাড়িঘরে পানি ওঠায় দিনভর চুলা জ্বলেনি। তাঁরা শুকনা খাবার খেয়ে আছেন। ঝিনাইগাতী সদর ইউনিয়নের মাটিয়াপাড়া গ্রামের জাহিদ হাসান বলেন, দুই দিন ধরে তাঁরা পানিবন্দী। কোনো সাহায্য পাননি।

ঝিনাইগাতীর ইউএনও মো. আশরাফুল আলম রাসেল বলেন, উজানে পানি সামান্য কমলেও ভাটি এলাকায় পানি বাড়ছে। আজ (শনিবার) পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজার পরিবারের মধ্যে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহের দুই উপজেলা

ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ও নেতাই নদের বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের প্রায় ১২৭টি গ্রাম। এর মধ্যে মেঘালয়ের শিববাড়ি লাগোয়া দুটি ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় নেমে এসেছে। হঠাৎ আসা এ বন্যায় দিশাহারা হয়ে পড়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। এসব স্থানে গতকাল বিকেল পর্যন্ত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি। সড়কপথে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে উপজেলা সদরের সঙ্গে বিভিন্ন ইউনিয়নের।

পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হালুয়াঘাট উপজেলার প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহাবুবুর রহমান বলেন, সেখানে ২৪ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে আমন ধান রোপণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বন্যার পানিতে ৪ হাজার ১০০ হেক্টর তলিয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে ৩৮ হেক্টর জমির সবজি।

নেত্রকোনার দুই উপজেলা

গত দুই দিনের ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার অন্তত সাতটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে করে উপজেলা দুটির প্রায় ১৫০ হেক্টর জমির আমন ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। অবশ্য দুর্গাপুরের বড় নদী সোমেশ্বরী ও কলমাকান্দার উব্দাখালীর পানি বৃদ্ধি পেলেও এখনো বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েন্টে বিপৎসীমার শূন্য দশমিক ৭৫ সেন্টিমিটার এবং উব্দাখালীর কলমাকান্দা ডাকবাংলো পয়েন্টে বিপৎসীমার শূন্য দশমিক ৩২ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

এ ছাড়া কলমাকান্দার মহাদেও, সদর ও বারহাট্টা উপজেলার কংস, মগড়া, খালিয়াজুরির ধনুসহ বিভিন্ন ছোট-বড় নদ-নদীর পানি বেড়ে চলেছে।

পাউবোর নেত্রকোনা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান বলেন, 'দুর্গাপুর ও কলমাকান্দার নিম্নাঞ্চলে পানি উঠলেও বন্যার তেমন আশঙ্কা নেই।'

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন *প্রথম আলো*র সংশ্লিষ্ট স্থানের **প্রতিনিধি**রা]

'নতুন রাজার' খোঁজে রাজাদের শহরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দরজা খোলা রাখলেও তিনি জানিয়েছেন, গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই এই সংস্করণে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন। অভিজ্ঞদের মধ্যে এখনো আছেন দলের একমাত্র ত্রিশোর্ধ্ব ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ।

আশা করা যায়, ২০-এর ঘরে থাকা তরুণদের মধ্য থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরবর্তী সুপারস্টার মাথা তুলবেন। ভারতের বিপক্ষে ভালো খেলা মানেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া। সেটা যদি হয় ভারতেরই মাঠে, তাহলে তো কথাই নেই। তামিম যেমন ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের জহির খানকে ছক্কা মেরে রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন। যদিও সে ম্যাচটি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের পোর্ট অব স্পেনে। একই ম্যাচে ভালো করেছিলেন সাকিব আর মুশফিকও। ২০১২ সালের এশিয়া কাপে ভারতকে হারানোতেও ভূমিকা ছিল সাকিব-মুশফিকের। তিনজনই এর পর থেকে তারকাখ্যাতির চূড়ায় উঠেছেন। এবার পরবর্তী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সামনে ভারতের বিপক্ষে ভালো খেলে 'সুপারস্টার' হয়ে ওঠার সুযোগ।

'সুপারস্টার' কথাটা অবশ্য গতকাল সিরিজপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা তাওহিদ হৃদয়ের পছন্দ হচ্ছিল না। কৌশলী হাসি দিয়ে শব্দটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন, 'সুপারস্টার তৈরি হওয়া নিয়ে আমি বলতে পারব না। এটা সময়ই বলে দেবে। আগে পারফর্ম করাটা গুরুত্বপূর্ণ। পারফর্ম যদি করি, দলের ফল যদি ভালো হয়, দেখা যাবে এখান থেকেই ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পারফরম্যান্স ছাড়া আসলে কোনো কিছু চিন্তা করা যায় না। দলের সবাই পারফর্ম করতে চায় এবং চেষ্টা করব ভালো কিছু করতে।'

ভারতে টি-টোয়েন্টির সঙ্গে 'ধামাকা' শব্দটা খুব যায়। যেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মানেই চার-ছক্কার বিস্ফোরণ! তবে হৃদয় সেভাবেও চিন্তা করতে চান না, 'সত্যি বলতে "ধামাকা" বা এ রকম কিছু আমাদের মাথায় নেই। যেটা আগেও বললাম, আমরা জেতার জন্যই খেলব। আমাদের লক্ষ্য, যেন আমরা সিরিজটা জিততে পারি, ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি, এটাই। আমরা ভাবছি ম্যাচ বাই ম্যাচ কীভাবে ভালো করা যায়।'

সিরিজে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও সিরিজটিকে নিচ্ছেন দলের তরুণদের জন্য নিজেদের চেনানোর আদর্শ মঞ্চ হিসেবে, 'তরুণদের জন্য দারুণ সুযোগ এটি। মায়াঙ্ক, নীতীশরা যখনই তাদের রাজ্য দলের হয়ে খেলেছে, ওরা ভালো করেছে। এখানেও তাদের ব্যতিক্রম কিছু করতে হবে না।'

আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে দুই দলেরই দুশ্চিন্তা গোয়ালিয়রের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া নিয়ে। ম্যাচ সন্ধ্যায় হলেও রোদ আর গরমের কারণে ম্যাচের জন্য নির্ধারিত উইকেট উন্মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। মোটা চট দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামের ২২ গজ। উইকেট খোলা রাখলে নাকি রোদের তাপে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে উইকেটে একবার পানিও ছিটানো হয়েছে। আজ বেলা দুইটা নাগাদ আরও একবার পানি দেওয়ার কথা।

তো এমন আবহাওয়ায় চটে ঢাকা গোয়ালিয়রের উইকেট কেমন আচরণ করতে পারে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সঞ্জীব আগারওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করা। মধ্যপ্রদেশের এই কিউরেটর একসময় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের শহর লক্ষ্ণৌর একানা স্টেডিয়ামের কিউরেটর সঞ্জীব কাজ করেছেন সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামেও। এ মাঠে ঘরোয়া ক্রিকেটের কিছু ম্যাচের উদাহরণ দিয়ে আজকের জন্য বড় রানের পূর্বাভাসই দিলেন তিনি, 'আমার ধারণা ভালো কিছুই হবে। গরম হলেও সেটা বড় সমস্যা হবে না। ওই মাঠে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলো দেখুন। প্রতি ম্যাচেই বড় রান আছে।'

রাজাদের শহরে রাজার নামের স্টেডিয়ামের আন্তর্জাতিক অভিষেকে সে রকম ম্যাচই দেখতে চাইবেন গোয়ালিয়রের দর্শকেরা। আর বাংলাদেশ ও ভারতীয় দল খুঁজতে শুরু করবে টি-টোয়েন্টির নতুন রাজা।

রহস্যময় ব্যাংক হিসাবে ভোটের আগে নগদ লেনদেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এস আলম নিয়ন্ত্রিত আরও কয়েকটি ব্যাংকের পাশাপাশি ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে এসব ব্যাংক এখন তারল্যসংকটে ভুগছে। গ্রাহকদের অনেকে তাঁদের আমানতের টাকা ফেরত পাচ্ছেন না।

কথিত মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাবের ব্যাপারে ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বক্তব্য জানতে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে একাধিকবার গেলেও তিনি সাক্ষাৎ দেননি। মুঠোফোনেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মোস্তফা কে মুজেরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'নিশ্চয়ই এই বেনামি হিসাবটি নির্বাচনের কাজের জন্য খোলা হয়েছিল, সেই কাজে ব্যবহারও হয়েছে। ব্যাংক এমডির নির্দেশ ছাড়া এমন হিসাব খোলা ও বন্ধ হতে পারে না। তদন্ত করে দেখতে হবে কারা এই হিসাব থেকে টাকা নিয়েছে। আইনি পথে সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এখনই সময় যারা এসব অপকর্মে জড়িত ছিল, তাদের আটকে ফেলা। তারা পালিয়ে গেলে তথ্য পাওয়া যাবে না, টাকা আদায়ে আইনি পথেও এগোনো যাবে না।

হিসাব খুলে লেনদেন যেভাবে

ইউনিয়ন ব্যাংকের বনানী শাখায় হিসাবটি খোলা হয় ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর। একই দিন ১৭টি লেনদেনের মাধ্যমে নগদ ২৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা জমা করা হয়। এই ১৭টি লেনদেনের মধ্যে চারবার ২ কোটি টাকা করে জমা করা হয়। দেড় কোটি টাকা করে জমা করা হয় পাঁচবার। বাকি অর্থ জমা হয় অন্য অঙ্কের। এরপরের দিন ১৬ নভেম্বর সাতবারে জমা দেওয়া হয় নগদ ১০ কোটি টাকা।

এই হিসাব খোলার সঙ্গে যুক্ত একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, হিসাবধারীর পরিচয় যাচাই না করে সেই সময় এস আলমের ব্যক্তিগত সচিব আকিজ উদ্দিন ও ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর নির্দেশে হিসাবটি খোলা হয়েছিল। এই হিসাবই পরে নির্বাচনের সময় অর্থ লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জানা যায়, ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর একসঙ্গে দুটি চেক বই নেওয়ার জন্য চাহিদাপত্র দেয় গ্রাহক। পাশাপাশি ছয়বারে আবার ১০ কোটি টাকা জমা করা হয়। এরপর ২০ নভেম্বর ২০ কোটি টাকা ও ২১ নভেম্বর আরও ২০ কোটি টাকা জমা করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ছয়বারে জমা হয় দেড় কোটি টাকা। এরপর ওই হিসাবে এক বছর কোনো লেনদেন হয়নি।

এই হিসাব থেকে নগদ টাকা উত্তোলন শুরু হয় ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর, চলে গত ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওই দিন বনানী শাখা থেকে এক চেকে উত্তোলন করা হয় ২ কোটি ৫১ লাখ টাকা ও ১৪ ডিসেম্বর গুলশান শাখা থেকে তোলা হয় ১ কোটি টাকা। এরপর সব টাকা তোলা হয় গুলশান শাখা থেকে। এর মধ্যে ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তোলা হয় ৪১ কোটি টাকা। পৃথক পৃথক চেকে ১০ কোটি, ৬ কোটি ও পাঁচটি চেকে ৫ কোটি টাকা করে মোট ২৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়। চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি তোলা হয় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ৭ জানুয়ারি ছিল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরপর ৯ জানুয়ারি পাঁচটি চেকের মাধ্যমে হিসাব থেকে পুরো ২৫ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়।

এরপর আর ওই হিসাবে লেনদেন বন্ধ ছিল। গত ১৫ আগস্ট পে-অর্ডারের মাধ্যমে হিসাবে থাকা ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। এরপর ২০ আগস্ট হিসাবটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তথ্যভান্ডার থেকে হিসাবটির তথ্য মুছে ফেলা হয়। ব্যাংকটির এমডির নির্দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এই তথ্য মুছে ফেলে বলে জানা যায়। জানা গেছে, নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে নিয়ম থাকলেও গুলশান শাখায় টাকা উত্তোলনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি জমা দিতে হয়নি।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনিয়ন ব্যাংকের গুলশান শাখার ভল্ট পরিদর্শনে গিয়ে ঘোষণার চেয়ে কম টাকা থাকার বিষয়টি দেখতে পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা। কাগজপত্রে ওই শাখার ভল্টে যে পরিমাণ টাকা থাকার তথ্য ছিল, বাস্তবে তার চেয়ে প্রায় ১৯ কোটি টাকা কম পান কর্মকর্তারা। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক হিসাবে ১০ লাখ টাকার বেশি নগদ জমা ও উত্তোলন হলে ব্যাংকগুলোকে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (সিটিআর) ও যেকোনো হিসাবে হঠাৎ অস্বাভাবিক লেনদেন হলে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। তবে ইউনিয়ন ব্যাংক মোস্তাক ট্রেডার্সের হিসাবের ক্ষেত্রে ওই নিয়ম পরিপালন করেনি বলে জানা গেছে।

ব্যাংকটির বনানী শাখার বর্তমান ব্যবস্থাপক মোদাচ্ছের হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি শাখায় নতুন এসেছেন। তাঁর শাখায় মোস্তাক ট্রেডার্স নামে কোনো হিসাব নেই।

এদিকে ইউনিয়ন ব্যাংকের দিলকুশা শাখা থেকে মোস্তাক ট্রেডার্সের নামে ২০২২ সালের ডিসেম্বর ও গত বছরের মার্চে ৫৫ কোটি টাকা ঋণ তুলে নেওয়া হয়; যার পুরোটাই খেলাপি হয়ে পড়েছে।

ঠিকানায় যা মিলল

ব্যাংকের নথিতে মোস্তাক ট্রেডার্সের ঠিকানা পুরান ঢাকার বংশালের আগা সাদেক সড়কের ৯৬ নম্বর বাড়ি। গত বুধবার সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ওই ভবনের নিচতলায় মা ট্রেডার্স, মদিনা ট্রেডার্স, আলিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসহ কয়েকটি দোকান রয়েছে। তবে মোস্তাক ট্রেডার্স নামে কোনো প্রতিষ্ঠান গত ২৫ বছরে সেখানে ছিল না বলে জানান এসব দোকানের মালিকেরা।

গত ২৮ আগস্ট 'এস আলমের পিএসের প্রতিষ্ঠানের হিসাবেই শতকোটি টাকা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *প্রথম আলো*তে। এতে বলা হয়, পিএস আকিজ উদ্দিন সংশ্লিষ্ট মোস্তাক ট্রেডার্সের ১৫ কোটি ৪ লাখ টাকা অবরুদ্ধ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এরপর মোস্তাক ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ মুশতাক মিঞা পরিচয়ে ডাকযোগে *প্রথম আলো*র কাছে পাঠানো এক প্রতিবাদপত্রে জানান, এস আলম গ্রুপ বা আকিজ উদ্দিনের সঙ্গে মোস্তাক ট্রেডার্সের কোনো সম্পর্ক নেই। ওই প্রতিবাদপত্রে কোনো ফোন নম্বর দেওয়া হয়নি, তবে প্রতিবাদপত্রে বংশালের ১৬ নম্বর আগা সাদেক রোডের ঠিকানা দেওয়া হয়। তবে চিঠির ওপর নাম লেখা মোস্তাক মিয়া, ঠিকানা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের চৌমুহনির চারিড়া পাড়া।

ওই প্রতিবাদপত্রের সূত্র ধরে বংশালের আগা সাদেক রোডের ১৬ নম্বরে গত বৃহস্পতিবার গিয়ে দেখা যায়, একজন মানুষ চলতে পারে এমন চওড়া গলি পেরিয়ে সেটি জীর্ণ একটি বাড়ির ঠিকানা। তবে সেখানেও মোস্তাক ট্রেডার্স নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ১৮/৩ আগা সাদেক রোডে এম অ্যান্ড ব্রাদার্সের মালিক নূর মোহাম্মদ ও তাঁর ভাই ইব্রাহিম মুস্তাক। তাঁরা প্রায় ৩০ বছর ধরে সেখানে তুলার ব্যবসা করেন। তাঁরা জানান, কোনো ব্যাংকে তাঁদের কোনো ঋণ নেই। তবে ইব্রাহিম মুস্তাক ২০ বছর আগে ইসলামী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছিলেন।

ইসলামী ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, সাত বছর এস আলমের নিয়ন্ত্রণে থেকে তাঁদের ব্যাংকটি পুরো অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ওই সময়ে কোনো আমানতকারীর তথ্য ব্যবহার করে গ্রুপটি অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তা অবাক হওয়ার মতো কিছু না। যদিও এটি বড় ধরনের আর্থিক অপরাধ।

ইউনিয়ন ব্যাংক পরিস্থিতি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে ২০১২ সালে ৯টি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়। সব কটিই রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংক একটি। ব্যাংকটির উদ্যোক্তাদের পেছনে শুরু থেকে এস আলম গ্রুপ থাকলেও সামনে রাখা হয় জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলুকে। তখন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এক জোট হয়ে সরকারে ছিল। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ব্যাংকটির চেয়ারম্যান হন এস আলমের ভাই শহীদুল আলম। ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল (অব.) মোল্লা ফজলে আকবর। বিভিন্ন সময় চেয়ারম্যান ও পরিচালক ছিলেন সাইফুল আলমের ভাই রাশেদুল আলম, ওসমান গনি, সাইফুল আলমের ছেলে আহসানুল আলম ও জামাতা বেলাল আহমেদ। ব্যাংক দখল, অর্থ লুটপাট ও অর্থ পাচারে সাইফুল আলমের সহযোগী হিসেবে পরিচিত ব্যাংকের এমডি মোকাম্মেল হক চৌধুরী।

গত ২৭ আগস্ট আগে পর্ষদ বিলুপ্ত করে নতুন পর্ষদে চেয়ারম্যান করা হয় এক্সিম ব্যাংকের সাবেক এমডি মু. ফরীদ উদ্দিন আহমদকে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক এক চিঠিতে ব্যাংকটিকে জানায়, নামে-বেনামে ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে ১৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ একাই নিয়েছে এস আলম গ্রুপ, যা ব্যাংকটির মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ। এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে কাল্পনিক লেনদেনের মাধ্যমে, যার জামানতও নেই। আবার ব্যাংকটির মোট ঋণের ৪২ শতাংশ খেলাপি হয়ে পড়ছে বলে ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. ফরীদ উদ্দীন আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার দায়িত্ব নেওয়ার বেশি দিন হয়নি। পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, তাই এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত করছে, তারা বের করবে প্রকৃত অবস্থা কী। তবে কত টাকা কে নিয়েছে, তা জানতে হলে ফরেনসিক নিরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই।'

ব্যাংক খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন করেছে। তবে তাতেও এই ব্যাংকে এস আলমের প্রভাব কমেনি। ফলে ব্যাংকটির প্রকৃত ক্ষত বের করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেগ পোহাতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে মোস্তফা কে মুজেরী বলেন, ব্যাংকটির পুনর্গঠন করা পর্ষদ দিয়ে কাজ না হলে তা পরিবর্তন করে দিতে হবে। না হলে এই বোঝা আরও বাড়বে। কোনো বিলম্ব না করে এখনই সক্রিয় হতে হবে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে।

> আমরা আবার মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদকে দেখতে চাই না। আবার সন্ত্রাসকে দেখতে চাই না।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর,
মহাসচিব, বিএনপি
গতকাল রাজধানীতে এক সমাবেশে

সংক্ষেপে

রাঙামাটিতে সহিংসতার দুই মামলায় গ্রেপ্তার ৪

রাঙামাটিতে সহিংসতার ঘটনার দুই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকেলে শহর থেকে মো. রাকিব ও রিজার্ভ বাজার থেকে ১৭ বছরের দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে মানিকছড়িতে অভিযান চালিয়ে মো. রুবেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার অনিক কুমার চাকমা হত্যা মামলায় রুবেল এবং অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর মামলায় রাকিবকে কারাগারে পাঠানো হয়। অন্য দুজনকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর রাঙামাটিতে সহিংসতার ঘটনা ঘটে।
প্রতিনিধি, *রাঙামাটি*

সামরিক আইন সংস্কারে কমিশন গঠনের দাবি

আলোচনা সভা

সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত এবং আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক কারণে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহালের দাবি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সশস্ত্র বাহিনীতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে সামরিক আইন সংস্কারে কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে যাঁদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাঁদের পুনর্বহাল করতে হবে। যাঁদের চাকরির বয়স শেষ হয়েছে, তাঁদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার রাওয়া ক্লাব অডিটরিয়ামের ঈগল হলে আয়োজিত 'বৈষম্যমুক্ত সশস্ত্র বাহিনী—বাংলাদেশ ২.০ বিনির্মাণ প্রয়োজনীয় রূপরেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা তুলে ধরেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাসান নাসিরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কমান্ডার (অব.) নেছার আহমেদ জুলিয়াস।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও পেশাদারত্ব বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। সামরিক আইন ও নিয়মের অপব্যবহার হয়েছে। বাহিনীর মেধাবী কর্মকর্তাদের অযৌক্তিকভাবে সামরিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে। বিশেষ করে গুম, খুন ও 'আয়নাঘরের' মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

অনুষ্ঠানে সাবেক সেনা কর্মকর্তারা সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) কিছু কর্মকর্তার অনিয়ম-দুর্নীতি ও 'আয়নাঘর' বানিয়ে গুম-খুন, নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। এসব ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ এবং আইনজীবী আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন। সারজিস আলম বলেন, খুনি-ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার অবৈধ সরকার সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনীকে জনগণের বাহিনীর চেয়ে আওয়ামী বাহিনী হিসেবে বেশি ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর কতিপয় আওয়ামী দোসর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিগত সরকারকে সহযোগিতা করেছে। ভবিষ্যতে আবার যেন কোনো ফ্যাসিস্টের দোসর তৈরি হতে না পারে, তা নিশ্চিত করার দাবি করেন তিনি।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ৫ আগস্টের পর এ সরকারের উচিত ছিল কিছু পদক্ষেপ নেওয়া, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। একটি হলো বিচার নিশ্চিত করা। এ সরকারে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের বুঝতে হবে এ সরকার কোনো সংবিধান-নিয়ম মেনে আসেনি। তাই ফ্যাসিবাদ ব্যবস্থা বিলোপ করতে সংবিধান সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন, 'দুই মাসে আমরা প্রত্যাশিত কোনো পদক্ষেপ দেখিনি, যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, এ সরকার বিপ্লবী সরকার।'

লে. কর্নেল (অব.) হাসিনুর রহমান বলেন, 'আমাকে ২০১১ সালে কর্মস্থল থেকে গুম করা হয়। ৪৩ দিন আমাকে হাত-পা ও চোখ বেঁধে রাখা হয়। আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার যে আচরণ করেছে, তা লজ্জাকর।' জিয়াউল আহসানের সঙ্গে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে তাঁকে গুম, নির্যাতন ও চাকরিচ্যুত করা হয় বলে জানান তিনি।

আরও বক্তব্য দেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান, লে. কর্নেল (অব.) শাহির বীর প্রতীক, কমান্ডার (অব.) মোহাম্মদ শাহরিয়ার আকন্দ, মেজর (অব.) আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ক্যাপ্টেন (অব.) হেফাজ উদ্দিন, লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান প্রমুখ।

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গতকাল শনিবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসের প্রথম পাঁচ দিনে ডেঙ্গুতে ১৬ জনের মৃত্যু হলো। আর এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো ১৮২ জনের।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে ৯২৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও বরিশাল বিভাগে দুজন করে চারজন এবং ঢাকা উত্তর সিটিতে একজন রয়েছেন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৬০ জন রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৫ হাজার ৩৬৫ জন।

করোনা
শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গণমাধ্যমের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত তদারকি দরকার

নাগরিক সংলাপ

‘ভরসা ফিরুক গণমাধ্যমে। কোন সংস্কারে স্বাধীন হবে মিডিয়া’ শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করে ভয়েস ফর রিফর্ম।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সব সরকারই মনে করে, তার কর্মকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যম যত কম সোচ্চার হবে, তার জন্য তত সুবিধা। তাই বিগত সময়ে সরকার নানাভাবে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। বিদ্যমান তদারকি বা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাই এমন যে সরকার সহজেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই গণমাধ্যমকে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের কাছে জবাবদিহির বিষয়টি কার্যকর করতে তদারকি দরকার, যা হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘ভরসা ফিরুক গণমাধ্যমে। কোন সংস্কারে স্বাধীন হবে মিডিয়া’ শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন সাংবাদিকতার শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার ভাবনা থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ভয়েস ফর রিফর্ম।

আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন লন্ডনপ্রবাসী সাংবাদিক কামাল আহমেদ। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের গঠনপ্রক্রিয়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান আইনে প্রেস কাউন্সিল বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। প্রেস কাউন্সিল সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া দরকার। সেটি হলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। আবার সাংবাদিকদেরও জবাবদিহি থাকতে হবে। এ ছাড়া গণমাধ্যমের মালিক কারা হবেন, সেই প্রশ্নেরও নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

কামাল আহমেদ বলেন, টেলিভিশনগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মূলত বিটিআরসির হাতে। সেটির পুরোটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই পদ্ধতিতে গণমাধ্যম চললে সেই গণমাধ্যম কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে না। তাঁর মতে, দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি মূলত পাঠকদের কাছে, দর্শকদের কাছে, শ্রোতাদের কাছে। কিন্তু সেটি কার্যকর করার জন্য তদারকি দরকার। এটা সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন বলেন, মানুষের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার জন্যই গণমাধ্যম; কিন্তু গণমাধ্যম মানুষের কথা বলে না। এখানেই সংস্কারটি দরকার।

গত ১৫ বছরে গণমাধ্যমের নানা বাধা ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের কথা তুলে ধরে সাংবাদিক আশরাফ কায়সার বলেন, গণমাধ্যম প্রশ্ন নয়, প্রশংসার মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।

সভার সঞ্চালক সাঈদ কবীর বলেন, ‘সংস্কারের মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীন মতপ্রকাশের যেসব আইনি বাধা আছে, সেগুলো বন্ধ করতে চাই।’

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া পুলিশ সংস্কার হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অতীতের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সরকারগুলো পুলিশের সংস্কার চায়নি। তারা যেকোনোভাবে পুলিশকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছে। গত ১৫ বছরে পুলিশে নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে কল্পনাতীত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার। রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে সংস্কার হবে না।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘ভয়েস ফর রিফর্ম’ আয়োজিত ‘মেরামত আলাপ’ নামে নাগরিক সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন। সংলাপের বিষয় ছিল ‘পুলিশের আনুগত্য হোক আইন ও জনগণের প্রতি, ক্ষমতার প্রতি নয়, কীভাবে সম্ভব এই রূপান্তর?’

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মির্জা হাসান বলেন, সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত পুলিশ আইনের শাসনকে অনুসরণ করবে, দলীয় শাসনকে নয়। এ জন্য পুলিশকে মানুষের কাছে যেতে হবে। মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে।

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মুহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন, পুলিশ সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

পুলিশ আইনে বড় অসংগতি রয়েছে উল্লেখ করে নুরুল হুদা বলেন, এই আইনের বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার। পাশাপাশি ‘সিভিল আইনের’ সংস্কারও দরকার।

পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজি মো. নাজমুল হক বলেন, দেশে ২ লাখ ২০ হাজার পুলিশ আছে। এর বেশির ভাগ এসএসসি পাস পুলিশ কনস্টেবল। নিয়োগের পর তাদের ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এটা খুবই অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।

সংলাপে নির্ধারিত আলোচকদের পর অংশগ্রহণকারীদের অনেকে মতামত তুলে ধরেন। তাঁদের মধ্যে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি পুলিশের সব আইন ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেন।

আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় না থাকলেই পুলিশ সংস্কারের আলোচনাগুলো আসে। এ জন্য এই সরকার থাকতেই পুলিশ সংস্কারের কাজটি করতে পারলে হয়তো এই আলোচনা কাজে আসবে।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রবাসী সাংবাদিক তাসনিম খলিল বলেন, ঔপনিবেশিক ধারা থেকে পুলিশকে বের করে আনতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, সুনির্দিষ্ট অপরাধের ভিত্তিতে পুলিশকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে কেবল অপরাধকেই বিবেচনায় নিতে হবে।

» সংলাপের আরও খবর পৃষ্ঠা ৬ ও ১২

বললেন মির্জা ফখরুল

আবার ‘মাইনাস টু’ দেখতে চাই না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তাঁরা কোনো বিরাজনীতিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। আবার ‘মাইনাস টু’ দেখতে চান না। তিনি বলেছেন, ‘আমরা আবার এই মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদকে দেখতে চাই না। আমরা আবার সন্ত্রাসকে দেখতে চাই না। আমরা সত্যিকার অর্থে দেশে একটা সুস্থ, উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে চাই।’

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

প্রশাসনের মধ্যে স্বৈরাচারের ভূত বসে আছে, উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, তাদের তাড়াতে না পারলে এই সরকার কোনো কিছু করতে সক্ষম হবে না।

মির্জা ফখরুল বলেন, জাতীয়করণ হলেই শিক্ষকদের সব সমস্যার সমাধান আসবে না। শিক্ষার মান বাড়াতে হবে, যোগ্য মানুষকে নিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদের দলকানা হলে চলবে না। তাঁদের দলীয় রাজনীতি থেকে একটু দূরে থাকতে হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হকসহ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চৌধুরী মুগিস উদ্দিন মাহমুদ, জাকির হোসেনসহ বিভিন্ন নেতারা বক্তব্য দেন।

মুখোমুখি লড়াইয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গতকাল এক বিবৃতিতে জানায়, দক্ষিণ লেবাননে তাদের স্থল হামলা অব্যাহত রয়েছে। লড়াইয়ে এক সপ্তাহে আড়াই শতাধিক হিজবুল্লাহ যোদ্ধা নিহত হয়েছেন।

গতকাল হিজবুল্লাহর বিভিন্ন স্থাপনা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি ইসরায়েলের।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, এসব স্থাপনায় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক মজুত করে রেখেছিল হিজবুল্লাহ। সীমান্তের কাছে হিজবুল্লাহর একটি সুড়ঙ্গ ধ্বংসের দাবিও করেছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, গতকাল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে একটি মসজিদে বিমান হামলা চালিয়েছে তারা। ইসরায়েলের দাবি, ওই মসজিদের ভেতর হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টার ছিল।

এ ছাড়া বৈরুত ও আশপাশের এলাকায় বিমান থেকে বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল।

নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরি ‘নিখোঁজ’ : গত শুক্রবার বৈরুতে ইসরায়েলের এক বিমান হামলার পর থেকে হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান হাশেম সাইফেদ্দিনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ইসরায়েলি হামলায় হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর তাঁকে হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। হিজবুল্লাহর শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা গতকাল এএফপিকে জানান, বৈরুতের ওই হামলার পর থেকে হাশেম সাইফেদ্দিনের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতে পারছেন না।

লেবাননের উত্তরে ত্রিপোলি অঞ্চলে বেদ্দাউই শরণার্থীশিবিরে গতকাল ইসরায়েলের বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের এক শীর্ষ নেতা তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়েসহ নিহত হয়েছেন। সাইদ আতাল্লাহ আলী নামের ওই হামাস নেতা সশস্ত্র গোষ্ঠীটির সামরিক শাখা কাসেম ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন বলে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে একযোগে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন মার্কিন সামরিক বাহিনী (সেন্টকম) গত শুক্রবার বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

বড় পরিসরে হামলার প্রস্তুতি : ইসরায়েলের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বরাতে গতকাল আল-জাজিরা জানায়, একযোগে ইরান, লেবানন ও গাজায় বড় পরিসরে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। এ হামলায় ইসরায়েলের মিত্র পশ্চিমা দেশগুলোও অংশ নিতে পারে। এ হামলার বিষয়ে আলোচনা করতে মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল মাইকেল কুরিলা। গতকালই তাঁর ইসরায়েলে পৌঁছানোর কথা।

হামলা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ : ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে হামলা বন্ধের দাবিতে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভে নেমেছেন হাজারো মানুষ। আগামীকাল (৭ অক্টোবর) গাজায় ইসরায়েলি হামলার শুরুর এক বছর পূর্তির দিনটি সামনে রেখে গতকাল ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন, প্যারিস, রোমসহ ইউরোপের বড় শহরগুলোতে বিক্ষোভে নামেন হাজারো মানুষ। বিক্ষোভ হয়েছে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে।

সংলাপে নির্বাচনই প্রাধান্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংলাপে আগামী জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্কারসহ মোটামুটি ১৮টি বিষয়ে কথা বলেছে বিএনপি। তবে দলটির মূল চাওয়া ছিল কবে নাগাদ নির্বাচন হবে, তার একটি রোডম্যাপ। একই সঙ্গে বিএনপি নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার করে অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে।

দলটির নেতারা রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে তাঁদের ঘোষিত ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব সামনে রেখে কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, ভোটে নির্বাচিত হলে তাঁরা এই সংস্কারগুলো করবেন। এটা বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি।

বিএনপির প্রতিনিধিদল এক ঘণ্টার বেশি সময় বৈঠক করে। বিকেল চারটায় বৈঠক থেকে বের হয়ে প্রতিনিধিদলের প্রধান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার সারবস্তু উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আলোচনার প্রধান বিষয় হচ্ছে নির্বাচন-সম্পর্কিত। কবে নির্বাচন হবে, সে বিষয়ে একটি রোডম্যাপ দিতে বলেছি।’

৯ মিনিটের ব্রিফিংয়ে মির্জা ফখরুল শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দেন। নির্বাচনের ‘রোডম্যাপ ও সময়সীমা’ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি মাস, দিন, কাল নিয়ে কথা বলব না। উনি (প্রধান উপদেষ্টা) আমাদের বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁদের ১ নম্বর প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার)। বিষয়গুলো অত্যন্ত সহযোগিতার সঙ্গে তাঁরা দেখছেন। তাঁরা মনে করেন, আমাদের দাবিগুলো হচ্ছে জনগণের দাবি, আমাদের দাবিগুলো তাঁদেরও দাবি।’

দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলোচনায় অংশ নেওয়া স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান ও সালাহউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে এ ব্রিফ করেন।

বিএনপির ১৮ বিষয়

মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কমিশন সংস্কারে কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি যাতে না থাকেন, জাতীয় পরিচয়পত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের আইন বাতিল করা, ফ্যাসিবাদের সময়ে হাইকোর্টে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩০ বিচারকসহ ‘দলকানা’ বিচারকদের অপসারণ, জেলা প্রশাসক নিয়োগে নতুন ‘ফিটলিস্ট’ তৈরি এবং অভিযোগ ওঠা জেলা প্রশাসকদের নিয়োগ বাতিলসহ ১৮টি বিষয় তাঁরা তুলে ধরেছেন।

বিএনপির সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের দুজন উপদেষ্টার কার্যক্রম নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। এ বিষয়ে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে দু-একজন আছেন, যাঁরা বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থানের যে মূল স্পিরিট, সেটি ব্যাহত করছেন। আমরা তাঁদের সরানোর কথা বলেছি।’ এ ছাড়া সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে নির্বাচনব্যবস্থা ধ্বংসের মূল হোতা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি বাতিলের নায়ক অভিহিত করে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, এখনো বিগত সরকারের দোসর কিছু আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা রয়ে গেছেন। বিগত সরকারের মন্ত্রীরা পালিয়ে গেছেন। কীভাবে পালিয়ে যাচ্ছেন, কার সহযোগিতায় পালাচ্ছেন, এই বিষয়গুলো দেখার জন্য তিনি বলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, গণহত্যার তথ্য অনুসন্ধানে বাংলাদেশে আসা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলকে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করছেন না। বিষয়টি তাঁরা সংলাপে জানিয়েছেন।

দুটি রোডম্যাপ চেয়েছে জামায়াত

আলোচনায় যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সংস্কার চেয়ে নির্বাচনের পথে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে জামায়াত। এ জন্য জামায়াত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সংস্কার ও নির্বাচন প্রশ্নে দুটি রোডম্যাপ চেয়েছে। তারা মনে করে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার ঠিকমতো না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের পর জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে দলটির সঙ্গে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। জামায়াত ৯ অক্টোবর সংস্কারের ব্যাপারে দলীয় প্রস্তাব প্রকাশ করবে।

পরে শফিকুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘সব সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকার করুক, এটা আমরা চাই না। তাহলে নির্বাচিত সরকার কী করবে। আমরা তাঁদের তা বলেছি।’ বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের, আ ন ম শামসুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম অংশ নেন।

রাজনৈতিক কাউন্সিলের প্রস্তাব গণতন্ত্র মঞ্চের

রাজনৈতিক দল ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ। ছয়টি দলের এই জোটের অন্যতম নেতা জোনায়েদ সাকি *প্রথম আলো*কে বলেন, সংস্কার করে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও সম্পৃক্ত করার তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা। এ জন্য একটি কাঠামো তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা বলেছেন।

সংলাপে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মাহমুদুর রহমান মান্না, সাইফুল হক, হাসনাত কাইয়ুম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বাম গণতান্ত্রিক জোট সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধান যতটুকু সংশোধন দরকার, ততটুকু সংশোধন করার উদ্যোগেই যথার্থ হবে বলে মনে করে। সংলাপে উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি মো. শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন, সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান উপদেষ্টা খালেকুজ্জামান প্রমুখ।

হেফাজতের দাবি

হেফাজতে ইসলাম মূলত সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ের করা মামলা, পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটি, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনে মহাপরিচালক নিয়োগের বিষয়ে কথা বলেছে। এর মধ্যে তারা বিগত সরকারের সময় ২০১৩, ২০১৬ ও ২০২১ সালে করা ৩৩৩টি মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানের নেতৃত্বে আলোচনায় আরও অংশ নেন আবদুর রব ইউসুফী, মাওলানা মাহফুজুল হক, মহিউদ্দীন রাব্বানী, আহমদ আবদুল কাদের, মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মামুনুল হক প্রমুখ।

ইসলামী আন্দোলন ও এবি পার্টির প্রস্তাব

ইসলামী আন্দোলন ছয় সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আরও নয়টি কমিশন করার প্রস্তাব দিয়েছে। এগুলো হলো আইনবিষয়ক সংস্কার কমিশন, নাগরিক সেবাবিষয়ক, পররাষ্ট্রবিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক, বাক্স্বাধীনতাবিষয়ক, স্বাস্থ্যবিষয়ক, শ্রমজীবীবিষয়ক, সংখ্যালঘু ও নৃগোষ্ঠীবিষয়ক এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক সংস্কার কমিশন। দলের আমির ও চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের নেতৃত্বে প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ, আশরাফ আলী আকনসহ ছয়জন আলোচনায় অংশ নেন।

এবি পার্টির আহ্বায়ক সোলায়মান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সংলাপে অংশ নেয়। পরে দলের সদস্য সচিব মজিবুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের ১১ দফা প্রস্তাবনার কথা জানান।

দলটি বলেছে, সংলাপে তারা নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছে, যেসব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়, সেখানে দায়িত্ব রদবদল বা নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে কার্যকর গতিশীলতা আনা দরকার।

সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) রেজাউল করিম মল্লিক *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ কর্মকর্তা রেজাউল করিম *প্রথম আলো*কে বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল (আজ রোববার) তাঁকে আদালতে হাজির করা হবে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জামালপুর-৫ (সদর) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন আবুল কালাম আজাদ। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব হন তিনি।

আ.লীগ নেতা ডাবলু সরকার ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রাজশাহী*

রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকারের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সল তারেক এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ ছাড়া আদালত রাজশাহীর শীর্ষ সন্ত্রাসী যুবলীগ কর্মী জহুরুল হকের তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের আদালত পরিদর্শক মো. আবদুর রফিক রিমান্ডের বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আদালতে ডাবলু সরকারের সাত দিনের ও জহুরুলের পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

আন্দোলনের চরিত্র | আন্দোলনের চরিত্র না বুঝে এর ওপর ‘বিপ্লবী’ ধ্যানধারণা চাপিয়ে দিলে তা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে।

গণ-অভ্যুত্থান যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে

২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান

আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও ‘বিপ্লব’ পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও এ ধারণাগুলোর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আলাদা। এগুলোর উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, নেতৃত্বের ধরন ও চরিত্র আলাদা। এ কারণে আন্দোলন-পরবর্তী প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও হয় ভিন্ন। বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে এ আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করেছেন
গোলাম রসুল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিয়েছে। এ ঘটনাকে তাত্ত্বিকেরা বিভিন্নভাবে চিত্রায়িত করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

একদল তাত্ত্বিক এটিকে একটি বিপ্লব হিসেবে দেখছেন এবং ‘জুলাই বিপ্লব’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা সংবিধানের বাইরে গিয়ে একটি বিপ্লবী সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এখনো দিচ্ছেন। অন্যরা একে একটি গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে দেখছেন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করছেন। এই নিয়ে পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক চলছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এই আন্দোলনের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে। আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলে তা থেকে হতাশার জন্ম নেয় এবং হতাশা থেকে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে কিছু কিছু মহলে হতাশার সুর শোনা যাচ্ছে। এই জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বাস্তব চরিত্র ও তৎপরবর্তী আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য, এর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলনের নেতৃত্ব, আন্দোলনের চরিত্র ও প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আন্দোলন, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব পরস্পর-সম্পর্কিত। যখন আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা লাভ করে এবং সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন এটি গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটি গণ-অভ্যুত্থান না বিপ্লব, এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা না থাকলে আন্দোলন-পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণে ত্রুটিবিচ্যুতি হতে পারে এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাহত হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্দোলন-পরবর্তী কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ভুল কর্মসূচির কারণে অনেক দেশে আন্দোলনের সুফল পাওয়া যায়নি, এমনকি এর ফল আরও খারাপের দিকে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, আরব বসন্তের কথা বলা যায়। ২০১০-১১ সালে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ ও গণ-অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। কিন্তু আরব বসন্তের পর আরবের বিভিন্ন দেশে এখন আরও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জেঁকে বসেছে।

যখন অভ্যুত্থানের ফলে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো ভেঙে নতুন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তখন তা বিপ্লবে রূপ নেয়। বিপ্লব হলো আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ, যার উদ্দেশ্য বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

যেমন ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীনা বিপ্লব ইত্যাদি। ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উৎখাত হয় এবং ফ্রান্সে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৯ সালে চীনা বিপ্লবের ফলে চীনে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পতন এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও বিপ্লব পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই ধারণাগুলোর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আলাদা। তাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, নেতৃত্বের ধরন ও চরিত্র আলাদা। এমনকি আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি ও কলাকৌশল আলাদা। এ কারণে আন্দোলন-পরবর্তী প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন। বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বুঝতে হলে আমাদের ওপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে এই আন্দোলনের চরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

এখন দেখা যাক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল ছাত্রদের একটি সুনির্দিষ্ট অসন্তোষ ও অভিযোগ থেকে। এ আন্দোলন ছিল বৈষম্যপূর্ণ কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যেখানে সরকারি চাকরির ৫৬ শতাংশ পদ কোটার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। বিশেষ করে ৩০ শতাংশ পদ নির্ধারিত ছিল কেবল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের জন্য, যাদের সংখ্যা শতকরা শূন্য ১ শতাংশের কম।

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরির দেয়ালে আঁকা একটি গ্রাফিতি

- আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলে তা থেকে হতাশার জন্ম নেয় এবং হতাশা থেকে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্ম হয়।
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটি গণ-অভ্যুত্থান না বিপ্লব, এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা না থাকলে আন্দোলন-পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণে ত্রুটিবিচ্যুতি হতে পারে।
- আন্দোলনটি শুরুতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক দাবি দিয়ে শুরু হয়েছিল। পরে এটি একটি রাজনৈতিক দাবি তথা উদার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবিতে পরিণত হয়।

দুর্লভ চাকরির বাজারে যেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল, সেই সময় হাইকোর্ট কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান-সন্ততিদের জন্য পুনরায় ৩০ শতাংশ কোটা পুনর্বহালের ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভীষণ হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম নেয়। তারা বুঝতে পারে আন্দোলন ছাড়া তাদের দাবি আদায় সম্ভব নয়।

কোটাবিরোধী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্মের আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয় ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’। এ থেকে অনেকের ধারণা হতে পারে, তাঁরা বুঝি সমাজে বিদ্যমান আরও অনেক ধরনের বৈষম্যেরও বিরুদ্ধে। এখন দেখা যাক, তাঁরা যে বৈষম্য বিরোধিতার কথা বলেছেন, সেখানে তাঁরা কোন ধরনের বৈষম্যের অবসান চান। তাঁরা কি শ্রেণিবৈষম্যের অবসান চান?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা কি বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান চান? তাঁরা কি সব অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের অবসান চান? সম্ভবত না।

কারণ, এ আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সমযোগ্যতাসম্পন্ন সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, যাতে সবাই যাঁর যাঁর যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন। তাঁরা কেবল যোগ্যতা অনুযায়ী সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা চান; কিন্তু শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার মতো বিপ্লবী আদর্শ ধারণ করেন বলে প্রতীয়মান হয় না।

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক আন্দোলনের পেছনের মতাদর্শগত ভিত্তির দিকে। আন্দোলনটি শুরুতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক দাবি দিয়ে শুরু হয়েছিল। পরে এটি একটি রাজনৈতিক দাবি তথা উদার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবিতে পরিণত হয়। শেখ হাসিনা সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বেকারত্ব, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য ছাত্র ও জনতার মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

গত সরকারের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ক্ষোভ ছিল এই যে গত তিনটি নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি, তাদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে একত্র হয়েছিল।

আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আন্দোলনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। এ আন্দোলনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর নেতৃত্বে এবং সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল তরুণ ছাত্রসমাজ। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা এমনকি স্কুলের ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে। যদিও প্রথম দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর নেতৃত্ব দেন, পরে তা সারা দেশে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে।

এ আন্দোলনের কোনো একক নেতৃত্ব ছিল না। শুরুতে এই আন্দোলন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের নেতৃত্বে হলেও স্বৈরাচারী সরকার যখন তাদের আটকে রেখে এই আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে, তখন নিজ নিজ উদ্যোগে সব ছাত্র এগিয়ে আসে। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

এ আন্দোলনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপ্লবে সশস্ত্র গ্রুপ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্পৃক্ততা থাকে। এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, সভা, সমাবেশ এবং অবস্থান ধর্মঘটের মাধ্যমে। কিন্তু পরে সরকারের নিপীড়ন, নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন ক্রমেই সহিংস হয়ে ওঠে।

এ আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামো বিচার-বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয়, এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল একটি শিক্ষিত ও সচেতন ছাত্রসমাজ। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্নতির সোপানে ওঠা, ক্ষোভ ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যা তাদের স্বপ্নকে বাধাগ্রস্ত করছিল।

এটা স্পষ্ট, এ আন্দোলনের পেছনে কোন ‘বিপ্লবী’ চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ‘বিপ্লবী’ আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো আন্দোলনকে বিপ্লবে রূপ দেওয়া যায় না। এ আন্দোলনে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা যোগদান করলেও আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবরই ছিল ছাত্রদের হাতে।

ছাত্র-আন্দোলনের নেতারা বরাবরই বলে আসছিলেন যে তাঁরা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অবসান চান এবং বৈষম্যবিরোধী উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চান। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁরা রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও মেরামতের কথা বলছিলেন। কখনো বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েমের মতো ‘বিপ্লবী’ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল না। কাজেই একটি ‘বিপ্লবী’ আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে বলে যাঁরা অনুযোগ ও অভিযোগ করছেন, তা আন্দোলনের চরিত্র ও নেতৃত্ব দানকারী নেতৃত্বের শ্রেণি ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

কেউ কেউ বলতে পারেন আন্দোলন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বা ধাপে আন্দোলনের গতিবিধি ও চরিত্র পাল্টাতে পারে। গণ-অভ্যুত্থানের পর এই আন্দোলন একটি ‘বিপ্লবে’ রূপ নিতে পারত। কিন্তু কথা হচ্ছে একটি গণ-অভ্যুত্থানকে একটি ‘বিপ্লবে’ রূপ দেওয়ার জন্য যে আদর্শ, লক্ষ্য ও ‘বিপ্লবী’ চিন্তাচেতনা থাকা দরকার, তা এই আন্দোলনের পেছনে ছিল কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।

আন্দোলনের চরিত্র না বুঝে এর ওপর ‘বিপ্লবী’ ধ্যানধারণা চাপিয়ে দিলে তা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে। আন্দোলনে প্রতিবিপ্লব যেমন ক্ষতিকারক, অতিবিপ্লবীরাও আন্দোলনের জন্য তেমনি ক্ষতিকারক। ‘বিপ্লবী’ আন্দোলনের জন্য জনগণকে আগে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাঁদের চিন্তাচেতনাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

জনগণকে প্রস্তুত না করে ‘বিপ্লবের’ ডাক দেওয়া অথবা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা একধরনের হঠকারিতা। আশা করি, এই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

● **গোলাম রসুল** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি

মায়ের দুধ কেন পরিপূর্ণ খাবার

ভালো থাকুন

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী, *অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল*

শিশুর জন্মের প্রথম ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া ও শাল দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা জরুরি। ছয় মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ালেই চলে। এ সময়ের পর থেকে ঘরে তৈরি বাড়তি খাবারের পাশাপাশি শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত।

ছয় মাস বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, তার সব উপাদান মায়ের দুধে সঠিক পরিমাণে আছে। মায়ের দুধ পরিপূর্ণ খাবার যেসব কারণে :

- শিশু সহজেই মায়ের দুধ হজম করতে পারে।
- শিশুকে বিভিন্ন রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।
- শিশুর সর্বোচ্চ শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি হয়।
- মায়ের দুধ সময়ের সঙ্গে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।
- প্রচুর পানি থাকে বলে গরমকালেও শিশুকে আলাদা করে পানি দিতে হয় না।
- মায়ের দুধে থাকা এনজাইম ‘লাইপেজ’ চর্বি হজমে সাহায্য করে।
- মায়ের দুধ খেলে পরবর্তী জীবনে শিশুর ডায়াবেটিস, ক্যানসার, কানের প্রদাহ ও দাঁতের সমস্যা কম হয়।

ঘরে তৈরি বাড়তি খাবারের পাশাপাশি শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত।

মায়ের জন্যও উপকারী

জন্মের পরপর শিশুকে মায়ের দুধ দিলে মায়ের রক্তক্ষরণ কম হয়। ব্রেস্ট ফিডিং শারীরিক গড়ন আগের অবস্থায় দ্রুত ফিরতে সাহায্য করে। এটি প্রাকৃতিক জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সন্তানের ও জরায়ু ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায় ব্রেস্ট ফিডিং।

মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা

ব্রেস্ট ফিডিংয়ের মাধ্যমে শিশু ও মায়ের মধ্যে একটি গভীর ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয়; শিশু কম কান্নাকাটি করে ও মানসিকভাবে পরিতৃপ্ত থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে মায়ের দুধ খাওয়া শিশু বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় প্রক্রিয়াজাত গুঁড়া দুধ খাওয়া শিশুর চেয়ে ১০ গুণ ভালো।

অন্যান্য সুবিধা

- মা যেকোনো সময় শিশুকে এ দুধ খাওয়াতে পারেন। এ জন্য তাঁকে কোনো বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয় না। কিনতে হয় না বলে এটি অর্থনৈতিকভাবেও সাশ্রয়ী।
- বাইরের কোনো পাত্র, পানি বা সরঞ্জাম কিছুই প্রয়োজন হয় না। তাই জীবাণুর সংক্রমণের সুযোগ নেই।
- মায়ের দুধে কোনো জীবাণু নেই বলে শিশুর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি খুব কম থাকে।

রোগপ্রতিরোধী উপাদান

মায়ের দুধে আছে রোগপ্রতিরোধী বহু উপাদান, যা শিশুকে বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে থাকে। এমনই কিছু উপাদান হলো :

- জীবাণু ধ্বংসকারী জীবিত শ্বেতকণিকা।
- ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি।
- ‘বাইফিডাস ফ্যাক্টর’। এটি শিশুর পাকস্থলীতে ‘ল্যাকটোবেসিলাস’ বাড়াতে সাহায্য করে। ল্যাকটোবেসিলাস ক্ষতিকর জীবণু ধ্বংস করে শিশুকে ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, পাকস্থলীতে লৌহ বেঁধে রাখতে পারে। ফলে যেসব জীবাণু লৌহ ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেগুলো ধ্বংস হয় ও শিশু রোগমুক্ত থাকে।

শিশু মায়ের দুধ খেলে পাতলা পায়খানা, শ্বাসনালির অসুখ, এমনকি কান পাকার হারও অনেক কমে। ডায়রিয়াসহ যেকোনো অসুখের সময় শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। ফলে শিশু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :** এখন জ্বর হলেই কি ডেঙ্গু পরীক্ষা করা উচিত?

ড্রোন দিয়ে আকাশে ইমোজি তৈরির বিশ্ব রেকর্ড

বিচিত্র

ইউপিআই

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে কেমোথেরাপি নিচ্ছিলেন যুক্তরাজ্যের ক্রিস্টোফার ব্র্যাডবুরি। চিকিৎসা নিতে নিতেই ড্রোন শোতে (আকাশে ড্রোনের প্রদর্শনী) আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ নিয়ে উঠেপড়ে লাগেন। শেষ পর্যন্ত হয়েছেন সফল। এমনকি ব্যতিক্রমী ড্রোন শো করে গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ডও।

ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ৩ মিনিটে আকাশে সর্বোচ্চসংখ্যক ইমোজি তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন ব্র্যাডবুরি।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্র্যাডবুরি বলেন, ‘ক্যানসারের জন্য কেমোথেরাপি নিতে নিতে আমি শখের যে তালিকা তৈরি করেছিলাম, তা পূরণে ২০০৭ সালে পরীক্ষামূলক ড্রোন ওড়ানো শুরু করি। দেখলাম, এর জন্য আমাকে ঘর থেকে বের হতে হচ্ছে, যা ওই সময়ে আমার মানসিক অবস্থাকে ভালো করে তুলেছে। পাশাপাশি আমার শারীরিক চিকিৎসায়ও দারুণ কাজে দিয়েছে।’

কয়েক বছরেই এ কাজে নিজেকে দক্ষ করে তোলেন ব্র্যাডবুরি। বলেন, ‘আমি এখন টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের জন্য ড্রোনের সহায়তায় আকাশ থেকে দৃশ্য ধারণ করি, জরিপের কাজ করি। ড্রোনের ঝাঁক নিয়ে খেলতেও শুরু করেছি।’

১০৯টি ড্রোন ব্যবহার করে ৩ মিনিটে ৩০টি ইমোজি তৈরি করেছেন ক্রিস্টোফার ব্র্যাডবুরি।
ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইট

সম্প্রতি ব্র্যাডবুরি যে রেকর্ড করেছেন, তাতে ১০৯টি ড্রোন কাজে লাগিয়েছেন তিনি। এগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মুখচ্ছবি, রকেট, চুম্বক ও বেগুনের ইমোজি তৈরি করেন। একপর্যায়ে ৩ মিনিটে ৩০টি ইমোজি তৈরি করতে পেরেছেন। গিনেস বুকে আগের রেকর্ডটি ছিল ২৪টি ইমোজি তৈরির। রেকর্ডটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন প্রদর্শনীবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্কাই এলিমেন্টসের।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮৫

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

সাঁতার কেটে বা হেঁটে মাসল ক্র্যাম্প রোধ করা সম্ভব?

এসব করতে গিয়ে যদি আবার রগে টান পড়ে?

রাতে যাঁদের বেশি মাসল ক্র্যাম্প হয়, তাঁরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে গরম পানিতে গোসল করতে পারেন। সাঁতার খুব ভালো ব্যায়াম। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন সাঁতার কাটতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আধা ঘণ্টা করে হাঁটুন।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩			৪	
					৫		৬
৭		৮					
৯	১০				১১		
	১২	১৩		১৪			১৫
১৬		১৭				১৮	
১৯				২০	২১		
		২২					

বাঁ থেকে ডানে
১. বোধগম্য হচ্ছে এমন। ৫. একপ্রকার বিষাক্ত ফল ও তার গাছ। ৮. প্রাণের চেয়েও অধিক। ৯. চাপ দেওয়া। ১১. ছেলে। ১২. শিল্পকার। ১৪. মধুচক্র। ১৭. চিরযুক্ত। ১৮. বাবার ছোট ভাই। ১৯. রাস্তা। ২০. ভারী বস্তু উত্তোলনের যন্ত্র। ২২. আওয়াজ।

ওপর থেকে নিচে
২. প্রখর, কড়া। ৩. ধ্বংসাত্মক অস্ত্র। ৪. স্বভাব। ৫. ভীতিপ্রদ হৃৎস্পন্দন। ৬. সম্মত। ৭. অপক্ব। ১০. পক্ব। ১৩. পানাহারে প্রবৃত্তিদায়ক। ১৪. চালনাকারী। ১৫. জনপদ। ১৬. মজলিশ। ১৮. বায়স। ২১. পেষা হয়েছে এমন।

গত সমস্যার সমাধান

ধ	নে	শ		গ্র		শ	শী
	হা		ম	হ্ব	র		তা
কা	ত	রা	নো		গ	হিঁ	ত
ছি		ত	র	ত	র		প
ম	হা		থ		গে	লা	
	ত	স্ত		খা		গ	লা
খোঁ	পা		হাঁ	স	ফাঁ	স	
	খা	ম	চি		পা	ই	ক

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

প্রাচীনকাল থেকে একদল লোক বিশ্বাস করে, গোলাকার নয়, পৃথিবী আদতে সমতল। এদেরকে বলে ‘ফ্ল্যাট আর্থার্স’। সমতল পৃথিবীর ধারণায় বিশ্বাসী ইতালির ভেনিসের এক দম্পতি ২০২০ সালে ‘ফ্ল্যাট আর্থ ক্রুজ’ নামে এক সমুদ্রভ্রমণের আয়োজন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, দুনিয়ার নানান প্রান্ত ছুঁয়ে এসে তাঁরা সমতল পৃথিবীর ধারণাকে সত্য প্রমাণ করবেন। মজার বিষয় হলো, সমুদ্রভ্রমণের জন্য তাঁরা যে মানচিত্র বেছে নিয়েছিলেন, সেটি তৈরি হয়েছিল গোলাকার পৃথিবীর সাপেক্ষে। তবে ওই অভিযান শেষমেশ বাতিল হয়েছিল করোনা মহামারির কারণে।

কথা অমৃত

হতে পারে আমি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। কিন্তু যখন আমাকে একটা হাওয়াবিহীন টায়ার বদলাতে হয়, তখন আমার কিংবদন্তি হওয়াটা কোনো কাজেই আসে না।

রয় অরবিসন
মার্কিন গায়ক ও গীতিকার (১৯৩৬-১৯৮৮)

সুডোকু

						7	9	4
		9	7	3				
		5	9		4	8		
3				6			1	
1				8				2
	6			2				7
		8	6		5	1		
				7	2	5		
4	5	3						

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

5	1	4	3	7	6	8	2	9
3	2	6	8	9	4	5	1	7
8	7	9	1	2	5	6	3	4
1	9	8	7	4	2	3	6	5
2	6	7	5	8	3	4	9	1
4	5	3	6	1	9	7	8	2
9	8	5	2	3	7	1	4	6
7	3	2	4	6	1	9	5	8
6	4	1	9	5	8	2	7	3

হাসি

অনেক দিন ছোট একটা বাড়িতে ছিল বিল্টুরা। অবশেষে নতুন বড় একটা বাড়িতে উঠল ওরা। বিল্টুর মামা ফোন করে বলল, ‘কী রে, নতুন বাড়ি কেমন লাগছে?’
বিল্টু বলল, ‘চমৎকার! আমার জন্য আলাদা রুম, আপুর জন্য আলাদা রুম, ভাইয়ার জন্য আলাদা রুম...একটাই শুধু সমস্যা।’
মামা বলল, ‘কী সমস্যা?’
বিল্টু বলল, ‘বাবাকেই শুধু এখনো মায়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে।’

পিনাটস • চার্লস শুলজ

দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বখ্যাত গোলকিপারকে, যিনি এখন জাল পাহারা দিচ্ছেন।

ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার | মানিকগঞ্জে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এক তরুণীকে (২৫) ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব। প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

সংক্ষেপে

ঢাকা

মাটিতে পুঁতে রাখা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানী ডেমরার রাজাখালী এলাকা থেকে মাটিতে পুঁতে রাখা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বেলা তিনটার দিকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। ডেমরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মীর আবদুর রাজ্জাক বলেন, ডেমরার রাজাখালী এলাকায় এক নারীর মরদেহ পুঁতে রাখা হয়েছে, এমন সংবাদ পেয়ে ডেমরা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে মাটি খুঁড়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ভুক্তভোগী এই নারীর নাম মরিয়ম খাতুন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, মরিয়ম খাতুন রাজখালী এলাকার এক ব্যক্তিকে দুই লাখ টাকা ধার দেন। সেই ধারের টাকা ফেরত আনতে গত বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তির বাসায় যান মরিয়ম। তখন ওই ব্যক্তির সঙ্গে মরিয়মের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মরিয়মকে মারধর করা হয়। তখন তিনি জ্ঞান হারান। একপর্যায়ে মরিয়ম মারা গেলে নিজেদের বাড়ির পাশে তাঁকে পুঁতে রাখেন ওই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিভিন্ন লেখা, গবেষণা, প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণা নিয়ে একটি সংকলিত বই প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সম্পাদনায় এ সংকলিত বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে গতকাল শনিবার। রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে *হিল ট্র্যাক্টস অব বাংলাদেশ* শীর্ষক বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়। এতে বইটির সম্পাদক নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বলেন, বইটিতে অনেক পুরোনো লেখাও রয়েছে। বিদেশি অনেক লেখকের লেখা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। বইটির আলোচনায় লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান লেখক-গবেষক সৈয়দ তারিক-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি সোহরাব হাসান আলোচনায় পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গে কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলোচনার ভিত্তিতে সংস্কার হলে তা টেকসই হয়

নাগরিক সংলাপ

‘ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রায়ণ নিশ্চিত করতে সংবিধানের কী কী সংস্কার দরকার?’ শীর্ষক আলাপের আয়োজন করে ভয়েস ফর রিফর্ম।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে সংবিধানকে জনমুখী করে তোলার আকাঙ্ক্ষা খুব পরিষ্কার। সংশোধন হোক বা নতুন সংবিধান হোক, এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই হবে কি না—তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল করা এবং রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে আসন শূন্য হওয়াসংক্রান্ত সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন দরকার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এক সংলাপে আলোচকেরা এসব কথা বলেন। ‘ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রায়ণ নিশ্চিত করতে সংবিধানের কী কী সংস্কার দরকার?’ শীর্ষক এই মেরামত আলাপের আয়োজন করে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ভয়েস ফর রিফর্ম।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, ‘মাসদার হোসেন (নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ-সংক্রান্ত) মামলায় ১২ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। ১২টি নির্দেশনা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না। এটি কার্যকরভাবে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে অনেকটা এগিয়ে যাব। মূল সমস্যা ১১৬ অনুচ্ছেদ। অধস্তন আদালত সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকবে, এটি বাহাত্তরের সংবিধানে ছিল। এটি পুনর্বহাল করতে হবে। এই অনুচ্ছেদকে আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।’

বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ছিল, সেটি যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হলো, তা দুর্ভাগ্যজনক। হয় রিভিউ (পুনর্বিবেচনার আবেদন) করে এটি শেষ করতে হবে। অথবা অ্যাক্ট অব পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে হবে। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা-সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, মৌলিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তবে সীমা টেনে দিচ্ছে। মৌলিক অধিকার শর্তহীন হতে হবে।

এখনকার সময় প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ের গ্লোবাল একাডেমি ফেলো সিনথিয়া ফরিদ। ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যেতে পারে, জনসাধারণকে আরও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সংশোধন হোক বা নতুন সংবিধান হোক—এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই হবে কি না, সেটি বিবেচনা করে দেখতে হবে। সংস্কারপ্রক্রিয়া যখন আলোচনার ভিত্তিতে হয় না, তখন কিন্তু সংস্কার টেকসই হয় না।

নাগরিক সংলাপে বক্তব্য দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন। ছবি : প্রথম আলো

’৭২ সালে ভালো সংবিধান লেখা হয়নি বলে উল্লেখ করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা লাগবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। সাংবিধানিক পদে ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিয়োগে সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠন করার ওপর গুরুত্ব তিনি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ভয়েস ফর রিফর্মের সহ-আহ্বায়ক সৈয়দ হাসিব উদ্দিন হোসেন। তিনি বলেন, অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে সংবিধানকে জনমুখী করে তোলার আকাঙ্ক্ষা খুব পরিষ্কার।

ভয়েস ফর রিফর্মের পক্ষে সাত দফা প্রত্যাশা তুলে ধরেন সৈয়দ হাসিব উদ্দিন হোসেন। এতে বলা হয়, ‘আর কোনো দিন যেন কোনো স্বৈরাচার আমাদের রাষ্ট্র দখল করে নিতে না পারে; সংবিধানে যে সংস্কার করা হবে, সেটি যাতে পরবর্তী সময়ে অবৈধ ঘোষণা করা না যায়; নাগরিকের সাপেক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা বেঁধে দেওয়া; নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে দলের পরিবর্তে তাঁর এলাকার মানুষসহ সারা দেশের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেন; দেশের মানুষের টাকায় গড়া বাজেট যাতে অপচয় না হয়, দেশের মানুষের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়; সংবিধান সংস্কারের ভাবনা যেন দেশের সকল স্তরের এবং সকল স্থানের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি করা হয়; সরকারের কর্মচারীদের কাজের মান নিয়েও জবাবদিহির ব্যবস্থাও থাকতে হবে।’

অনুষ্ঠানের শুরুতে গত ১৯ জুলাই শহীদ মাহমুদুর রহমান সৈকতের বোন সাবরিনা আফরোজ বলেন, ‘গত ২৫ আগস্ট মামলা করেছি, মামলার সে রকম কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিচারটা আসলে অনেক দ্রুত হওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা চাচ্ছি।’ তিনি বলেন, রাষ্ট্রের কাছে প্রশ্ন, যারা মারা গেল, তারা কি শহীদ, নাকি নিহত?

৪০ নাগরিকের বিবৃতি

নিরাপদে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসন্ন দুর্গাপূজা বাধামুক্ত ও নিরাপদে উদ্‌যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দেশের ৪০ জন নাগরিক। গতকাল শনিবার এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা এই দাবি জানান।

২ অক্টোবর মহালয়ার মাধ্যমে বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। বিবৃতিতে নাগরিকেরা বলেন, কয়েক দশক ধরেই পূজা এলেই একটি মহল ধর্মভিত্তিক উত্তেজনা ছড়িয়ে নাশকতার মাধ্যমে পরিবেশকে অশান্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। এবারও এর ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে না। ধর্ম অবমাননার ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভাঙচুর চালানোর উদাহরণ অতীতে দেখা গেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ধর্মবিদ্বেষী বক্তব্য প্রচার, ফেসবুকে নানা ধরনের সাজানো গল্প ছড়িয়ে উত্তেজনা তৈরি করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় প্রতিমা ভাঙচুর ও মন্দিরে হামলার তথ্যও পাওয়া গেছে।

বিবৃতিতে নাগরিকেরা বলেন, তাঁরা বিশ্বাস করতে চান, সরকার তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাঁরা দাবি জানান, যারা এসব উত্তেজনা তৈরি করছে কিংবা কোনো সহিংসতার উসকানি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আগেভাগেই কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দলমত ও ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সবাইকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বানও জানান তাঁরা।

বিবৃতি প্রদানকারীরা হলেন আনু মুহাম্মদ, সুলতানা কামাল, ইফতেখারুজ্জামান, খুশী কবির, জেড আই খান পান্না, পারভীন হাসান, সুব্রত চৌধুরী, গীতি আরা নাসরিন, সারা হোসেন, সামিনা লুৎফা, সুমাইয়া খায়ের, রোবায়েত ফেরদৌস, খাইরুল ইসলাম চৌধুরী, জোবায়দা নাসরিন, তাসনীম সিরাজ মাহবুব, মির্জা তাসলিম সুলতানা, তবারক হোসেন, শহিদুল আলম, রেহনুমা আহমেদ, নাসরিন খন্দকার, শামসুল হুদা, সাঈদা গুলরুখ, শাহনাজ হুদা, সালমা আলী, মিনহাজুল হক চৌধুরী, রোজিনা বেগম, মাইদুল ইসলাম, স্বপন আদনান, মনিন্দ্র কুমার নাথ, রেজাউল করিম চৌধুরী, নোভা আহমেদ, জাকির হোসেন, সাইদুর রহমান, আশরাফ আলী, শাহদাত আলম, নাজমুল হুদা, মো. আজিজুল্লাহ ইমন, দীপায়ন খীসা, হানা শামস আহমেদ ও মুক্তাশ্রী চাকমা।

গণ-অভ্যুত্থানে উত্তরাতেই নিহত ২৮

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে উত্তরা

উত্তরার মাইলস্টোন কলেজের মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে উত্তরা’ নামের পেশাজীবী অভিভাবকদের একটি সংগঠন এই তালিকা প্রকাশ করেছে।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৮ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার্থী ১৯ জন। আহত হয়েছেন ১৯৭ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন একজন।

গতকাল শনিবার দুপুরে উত্তরার মাইলস্টোন কলেজের মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে উত্তরা’ নামের পেশাজীবী অভিভাবকদের একটি সংগঠন এই তালিকা প্রকাশ করেছে।

অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্যে এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন সংগঠনের সদস্য মনীষা মাফরুহা। পরে তালিকাটি তুলে দেওয়া হয় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও উত্তরায় নিহত হওয়া মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর বড় ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধর হাতে। এ সময় সংগঠনটির পক্ষ থেকে চারটি প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়।

মীর মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এই সংগঠনটি আন্দোলনের কঠিন সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে, আমাদের পাশে ছিল। আমরা এখানে যে তালিকাটি পেয়েছি, সেটি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা করব। পরে নিয়ম মেনে আহত ও নিহতের পরিবারকে সহায়তা করা হবে।’

কান্না ছড়িয়ে যায় সবার মধ্যে

অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের নিয়মে চলছে। সেখানে বক্তব্য দেন অনেকেই। কিন্তু সেদিকে যেন কোনো মন নেই ফাতেমাতুজ্জোহরার। মাথা নিচু করে বসে আছেন মঞ্চের এক কোণে। তাঁর ক্লান্ত চোখে ছলছল করছে পানি। কিছু বলতে তাঁকে ডাকা হলে এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের কাছে। কথা বলতে গিয়ে বাঁধ ভেঙে যায়, অঝোরে কাঁদতে থাকেন। সেই কান্না ছুঁয়ে যায় সবাইকে। গণমাধ্যমকর্মীসহ উপস্থিত সবার চোখই তখন ভিজে উঠেছে।

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন গত ৫ আগস্ট নিহত শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ বিন জাহিদের মা ফাতেমাতুজ্জোহরা। ছবি : প্রথম আলো

ফাতেমাতুজ্জোহরা হলেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালে গত ৫ আগস্ট রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় নিহত একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ বিন জাহিদের (১৬) মা।

এই মা বলেন, ‘ছেলের কথা ভাবতেই কষ্টে বুকটা ফেটে যায়।’

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ফাতেমাতুজ্জোহরার মতো আরও বেশ কয়েকজন অভিভাবক, যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, আবার কারও হয়তো প্রিয় মানুষটি আহত হয়েছেন, সেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অভিভাবকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

২৫টি ক্যাডারের জোট

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জনপ্রশাসন সংস্কারে গঠিত কমিশনের সদস্যদের প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেন, কমিশনে সব ক্যাডারের সদস্য নেই। আটজনের মধ্যে ছয়জনই প্রশাসন ক্যাডারের। এ কমিশন সব ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব করে না। এতে জনপ্রশাসনের সমস্যার সঠিক চিত্র উঠে আসবে না।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনটি করা হয় ২৫টি ক্যাডারের জোট আন্তক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের ব্যানারে। এই জোটের কর্মকর্তারা জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন করে সেখানে সব ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব চান। একই সঙ্গে তাঁরা সিভিল সার্ভিসের বাইরে জনপ্রশাসন বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্তের দাবি জানান।

পদোন্নতি, পদায়ন, নতুন পদ সৃষ্টিসহ বেশ কিছু দাবিতে গত ৩১ আগস্ট এই জোট করেন প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া বিসিএস ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা। আর ৩ অক্টোবর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে প্রধান করে আট সদস্যের জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠন করে সরকার।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা মনির হোসেন।

চট্টগ্রামে আবার ট্যাংকারে আগুন, একজনের মৃত্যু

নাশকতা বলে সন্দেহ

বিশেষ প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) ‘এমটি বাংলার সৌরভ’ নামের ট্যাংকারে শুক্রবার মধ্যরাতের আগুনে এক নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৪৭ নাবিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে।

এমটি বাংলার সৌরভে দুর্ঘটনায় নিহতের নাম সাদেক মিয়া (৫৯)। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীতে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক ট্যাংকার দুর্ঘটনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। গতকাল শনিবার সকালে বিএসসির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে নাশকতা হিসেবে সন্দেহ করছেন বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার আগে একটি নৌযান ট্যাংকারটির পাশ দিয়ে ছুটে যায়। এরপরই চারটি জায়গায় স্ফুলিঙ্গ হয়। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত যেভাবে হয়েছে, তাতে নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘটনা তদন্ত করতে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এমটি বাংলার সৌরভ ট্যাংকারে আগুন। ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

গত সোমবার বন্দরের ডলফিন অয়েল জেটিতে নোঙর করে রাখা বিএসসির আরেকটি ট্যাংকার এমটি বাংলার জ্যোতিতে বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়েছিলেন। এ নিয়ে পাঁচ দিনের ব্যবধানে দুটি অগ্নিকাণ্ডে চারজনের মৃত্যু হলো।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বললেন

অপরাধীদের বেশির ভাগই ৫-৭ আগস্টের মধ্যে পালিয়ে গেছে

বাসস

বিগত সরকারের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা অপরাধী, তাদের বেশির ভাগই ৫ থেকে ৭ আগস্টের মধ্যে পালিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল এক সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, যাতে নতুন করে কেউ পালাতে না পারে, সে জন্য সীমান্তে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ফলে এখন পালানোটা তাদের জন্য বেশ দুরূহ হয়ে গেছে। আর এখন পালাতে গেলে শুধু পুলিশ ও বিজিবি নয়, সাধারণ জনগণই তাদের ধরিয়ে দিচ্ছে।

উপদেষ্টা এ সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মামলা হলেই গ্রেপ্তার নয়, আগে তদন্ত হবে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলেই কেবল তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপদেষ্টা গতকাল বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) হেডকোয়ার্টারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আত্মাৎসর্গকারী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর নামে প্রতিষ্ঠিত ‘স্কাউটার শহীদ মীর মুগ্ধ ভবন’ ও তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রবেশ তোরণ উদ্বোধন করেন। এরপর উপস্থিত সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন।

ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার

সেলিব্রিটিদের আড্ডাখানা হবে না, ভাতের হোটেল থাকবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক বলেছেন, ডিবি কার্যালয়ে আর কোনো আয়নাঘর থাকবে না, কোনো ভাতের হোটেল থাকবে না।

গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রেজাউল করিম মল্লিক প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে আর কোনো আয়নাঘর থাকবে না। ডিবির কলঙ্কিত অধ্যায় শেষ করে সেটিকে পবিত্র করা হবে, যেখানে মানুষ ন্যায়বিচার পাবেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘ডিবিতে নায়ক-নায়িকা বা সেলিব্রিটিদের আড্ডাখানা হবে না, থাকবে না কোনো ভাতের হোটেল।’

ডিবি জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নয় জানিয়ে অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, ‘আমিও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নই। যত দিন ডিবি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করব, তত দিন ন্যায়-নীতি, সততা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব।’

ডিবিতে কোনো ধরনের অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেও জানান অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক।

দুর্গাপূজায় বিভিন্ন মন্দির ও পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় পুলিশের পাশাপাশি ডিবির সদস্যরা সাদাপোশাকে দায়িত্ব পালন করছেন বলেও জানিয়েছেন রেজাউল করিম মল্লিক।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকসহ ২৮ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৮ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও আছেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে কলেজ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভায় কলেজের অধ্যক্ষ মো. নাজমুল আলম খান সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষে চিঠি জারি করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত সাময়িকভাবে তাঁদের ২৮ জনকে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হলো। এ ছাড়া তাঁদের ক্যাম্পাস ও হোস্টেল থেকেও সাময়িক বহিষ্কার করা হলো।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি অনুপম সাহা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হাসান এবং শিক্ষার্থী মাশফিক আনোয়ার, মেহেদী হাসান, অনুপম দত্ত, মাহিদুল হক, জাহিদুল ইসলাম, মঞ্জুরুল হক, রাকিবুল হাসান, আলমগীর হোসেন, আশিক উদ্দিন, শিপন হাসান, সৈয়দ রায়হান আল আশরাফ, রায়হান ফাল্গুন, অর্ণব সাহা, কামস আরেফিন, আসিফ রায়হান, দিগন্ত সরকার, কুবের চক্রবর্তী, সিয়াম জাওয়াদ, সঞ্জীব সরকার, সাইফুল ইসলাম, মুনতাসুর রাতুল, সানজিদ আহমেদ, শাহরিয়ার ইফতেখার, আশিক মাহমুদ, আসিফ ইকবাল ও মেরাজ হোসেন।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ সূত্র জানায়, এসব শিক্ষার্থীর অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধীকে আদালতে তলব

হিন্দুত্ববাদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে রাহুল গান্ধীকে পুনের বিশেষ আদালত তলব করেছেন। এনডিটিভি

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

বন্দুকযুদ্ধে লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ ৬ সেনা নিহত

পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ ছয় সেনা ও ছয়জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম এলাকায় গত শুক্রবার রাত ও গতকাল শনিবারের মধ্যে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) গতকাল এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। নিহত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নাম মোহাম্মদ আলী শওকত। নিহত অন্য সেনারা হলেন ল্যান্সনায়েক মুহাম্মদ উল্লাহ, ল্যান্সনায়েক ইউসুফ আলী, ল্যান্সনায়েক শহীদ উল্লাহ, ল্যান্সনায়েক আখতার জামান ও সিপাহি জামিল আহমেদ। নিহত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আলী শওকত অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অভিযানের এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বন্দুকযুদ্ধ হয়। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সন্ত্রাসীদের হুমকির মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের নিহত সেনাদের আত্মত্যাগ আমাদের শক্তিকে আরও শাণিত করবে।'
জিও নিউজ

রাশিয়া

তালেবান সন্ত্রাসীর তালিকা থেকে বাদ

তালেবানের নাম আর সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় রাখতে চাইছে না রাশিয়া। রুশ প্রশাসনের 'সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে' এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই অচিরে ওই তালিকা থেকে তালবানের নাম বাদ দেবে মস্কো। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত শুক্রবার এ কথা জানানো হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা তাস। এ বিষয়ে আফগানিস্তানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ প্রতিনিধি জামির কাবুলভ বলেন, তালেবানের নাম সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি বেশ কিছু আইনি প্রক্রিয়া পেরিয়ে তবেই কার্যকর করতে হবে।
রয়টার্স, *মস্কো*

দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রমিক ধর্ষকের ৪২ দফা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকায় একের পর এক ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে ৪২ দফা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন জোহানেসবার্গের হাইকোর্ট। গত শুক্রবার এ রায় ঘোষণা করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম কোসিনাথি পাকাথি। তিনি ৯০টি ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি ৯ বছরের শিশুও। ২০১২ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এসব ধর্ষণের ঘটনা ঘটান পাকাথি। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় কৌঁসুলি কর্তৃপক্ষ (এনপিএ) জানায়, ৪০ বছর বয়সী এই অপরাধী অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণ করার সময় অন্য শিশুদের তা দেখতে বাধ্য করতেন। এনপিএ এক বিবৃতিতে বলেছে, পাকাথির নিপীড়নের শিকার হওয়া মানুষের বেশির ভাগই ছিল স্কুলশিশু।
বিবিসি

ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ। গতকাল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। ছবি : এএফপি

এক সপ্তাহে সর্বাত্মক যুদ্ধের কিনারায় মধ্যপ্রাচ্য

লেবানন-ইসরায়েল সংঘাত

গত এক সপ্তাহে লেবাননে ইসরায়েলের হামলা এবং ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বিবিসি

মধ্যপ্রাচ্যে গত এক বছরে চরম বিপদের অনেক মুহূর্ত এসেছে; কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেটি সবচেয়ে খারাপ। গত সাত দিনের মধ্যে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ খুন হয়েছেন। লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইসরায়েলে।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো উত্তেজনা কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দ্রুত সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭-এর পক্ষ থেকে সব পক্ষকে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্য সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। গত এক সপ্তাহে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার কারণে মূলত এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা : নাসরুল্লাহকে হত্যা

লেবাননের বৈরুতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ইসরায়েল বোমা হামলা চালায়। সেখানে ব্যাপক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। অনেকগুলো আবাসিক ভবন ধসে পড়ে। মাটিতে বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। আকাশ ধুলাবালি ও ধোঁয়ায় ভরে ওঠে। পুরো লেবানন থেকে ওই দৃশ্য দেখা যায়। এ হামলা হয় মাটির নিচে থাকা হিজবুল্লাহর বাংকার লক্ষ্য করে। এ হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। ইসরায়েলের এক সপ্তাহ ধরে চালানো হামলায় ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার পর নাসরুল্লাহর মৃত্যুর খবর আসে।

সোমবার রাত : লেবাননে ঢুকে পড়ে ইসরায়েল

নাসরুল্লাহকে হত্যার তিন দিন যেতে না যেতেই ইসরায়েলি সেনারা লেবাননের সীমান্ত অতিক্রম করে হামলা শুরু করেন। একে তারা প্রথমে সীমিত আকারে স্থল অভিযান হিসেবে ঘোষণা দেয়। তারা দাবি করে, হিজবুল্লাহর রকেট ও ড্রোন হামলা বন্ধে তারা এ অভিযান চালাচ্ছে।

বর্তমানে ইসরায়েলি সেনারা একই সঙ্গে দুই স্থানে স্থল হামলা করছে। এর মধ্যে আগে থেকেই গাজায় হামলা চালিয়ে আসছিল। নতুন করে এবার লেবাননে হামলা শুরু হলো। কয়েক দশকের মধ্যে এমন ঘটনা আর ঘটেনি।

> গত সাত দিনের মধ্যে ইসরায়েলি বোমায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ খুন হয়েছেন।

> বিমান হামলার পাশাপাশি ইসরায়েলি সেনারা লেবানন সীমান্ত অতিক্রম করে স্থল হামলা শুরু করেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা : ইসরায়েলে ইরানের হামলা

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল অভিযান শুরুর পরের দিনই স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ইরান। এতে ইসরায়েলের এক কোটি মানুষকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে হয়। ইরান এ হামলায় প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে। হামলার পরপরই ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা সক্রিয় হয়। তাদের যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহযোগিতা করে। এতে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আরও জোরদার হয়।

এরপর কী?

হিজবুল্লাহর ব্যাপক ক্ষতি সত্ত্বেও তারা লেবাননে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস বলে, লেবাননে ইসরায়েলের জন্য ঢোকা সহজ; কিন্তু বেরিয়ে আসা কঠিন। এদিকে ইরানের হামলার জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। নেতানিয়াহু কীভাবে এর জবাব দেবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক ও তেল স্থাপনাগুলোয় হামলা নিরুৎসাহিত করেছেন তিনি। তবে ইসরায়েলে বলেছে, তারা এসব স্থানে হামলা হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা দিচ্ছে না।

ইমরানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

আটক পিটিআই নেতা, বিচ্ছিন্ন ইসলামাবাদ

ডন

আলী আমিন

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পার্টির নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে কঠোর অবস্থানে পাকিস্তান সরকার। বিক্ষোভ ঠেকাতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে রাজধানী ইসলাবাদ। এরই মধ্যে গতকাল শনিবার বিক্ষোভে যোগ দিতে আসা খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার গুঞ্জন উঠেছে। তবে সরকারি সূত্র বলছে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পিটিআইয়ের নেতা ব্যারিস্টার সাইফ বলেছেন, গান্দারপুরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামাবাদে হেফাজতে নেওয়া হয়নি।

তবে পিটিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গান্দারপুরকে গ্রেপ্তারে ইসলমাবাদের কেপি হাউসে রেঞ্জার্স প্রবেশ করেছে। গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশ ও রেঞ্জার্স ইসলামাবাদের কেপি হাউসে প্রবেশ করে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে ইসলামাবাদে দলীয় বিক্ষোভে অংশ নিতে এসেছিলেন গান্দারপুর।

পাকিস্তানের রাজধানীজুড়ে গতকাল পরিস্থিতি ছিল থমথমে। এর আগে গত শুক্রবার পুলিশ ও পিটিআইয়ের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ পরিস্থিতির মধ্যেও লাহোরে বিক্ষোভ সমাবেশ চালিয়ে যেতে অনড় দলটির নেতা-কর্মীরা।

পিটিআইয়ের বিক্ষোভ ও সরকারের অনড় অবস্থান ঘিরে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি টানা দুই দিন প্রায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন।

বুথফেরত জরিপ

হরিয়ানায় সরকার গড়তে যাচ্ছে কংগ্রেস, কাশ্মীরে ঝুলন্ত বিধানসভা

এনডিটিভি

ভারতের হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীরে লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল দেখাতে পারে কংগ্রেস। বুথফেরত জরিপ অন্তত সে আভাস দিচ্ছে। গতকাল ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর করা বুথফেরত জরিপ অনুযায়ী, হরিয়ানায় এক দশকের বিজেপি শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে কংগ্রেস। এ ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ন্যাশনাল কনফারেন্স এগিয়ে থাকতে পারে। তবে সেখানে কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে ঝুলন্ত বিধানসভা হতে পারে।

চারটি বুথফেরত জরিপের গড়ে দেখা গেছে, হরিয়ানার ৯০টি আসনের মধ্যে ৫৫টি পেতে পারে কংগ্রেস, যা সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় ৪৫ আসনের চেয়ে ১০টি বেশি। জম্মু-কাশ্মীরে ৯০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট পেতে পারে ৪৩ আসন, যা সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় আসনের চেয়ে মাত্র তিনটি কম। অবশ্য বুথফেরত জরিপের ফল সব সময় ঠিক হয় না।

হরিয়ানায় বিজেপি ২৪টি আসন পেতে পারে। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে পেতে পারে ২৬ আসন। গতকাল হরিয়ানার দুই কোটি ভোটার বিধানসভার নির্বাচনে তাঁদের ভোট দেন। এর আগে জম্মু ও কাশ্মীরে তিন দফার ভোট গ্রহণ শেষ হয় ১ অক্টোবর। এই দুই নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে ৮ অক্টোবর।

এক মাস আগেও এগিয়ে থাকলেন কমলা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ট্রাম্পের চেয়ে দুই পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৬ শতাংশ।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা তাঁদের প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে আগামী ৫ নভেম্বর নির্বাচনে ভোট দেবেন। এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কি প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছে, নাকি দ্বিতীয় মেয়াদে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প?

নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন জরিপের ফল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির নানা প্রচার-কৌশল জরিপে সমর্থন বাড়া-কমার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে। তবে এক মাস আগেও জরিপে এগিয়ে থাকলেন কমলা।

এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জরিপের গড়ে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। গত জুলাই মাসে নির্বাচনে দৌড় শুরুর পর কমলা জাতীয় জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে থেকেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি নিউজের জরিপ বিশ্লেষণে কাজ করা ওয়েবসাইট ফাইভ থার্টি এইটের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় জরিপ গড়ে ট্রাম্পের চেয়ে দুই পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৬ শতাংশ।

এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর দুই প্রার্থী পেনসিলভানিয়ায় মুখোমুখি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। ওই বিতর্ক দেখেছিলেন ৬ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। ওই সপ্তাহে করা অধিকাংশ জরিপে দেখা যায়, বিতর্কে কমলার পারফরম্যান্সের প্রভাব ইতিবাচক।

এসব জরিপে মূলত দেশজুড়ে কোন প্রার্থী কতটা জনপ্রিয় অবস্থায় রয়েছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলো নিখুঁত পূর্বাভাস দিতে পারে না। এ মুহূর্তে জরিপ অনুযায়ী, সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে দুই প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দুই প্রার্থীর মধ্যে এক বা দুই পয়েন্টের পার্থক্য এসব অঙ্গরাজ্যে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় পেনসিলভানিয়াকে। ফাইভ থার্টি এইটের তথ্য অনুযায়ী, পেনসিলভানিয়ায় এক পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে এক পয়েন্টে এগিয়ে ট্রাম্প। কমলা নেভাডা এক পয়েন্টে, মিশিগান ও উইসকনসিনে দুই পয়েন্টে এগিয়ে। ট্রাম্প অ্যারিজোনা ও জর্জিয়ায় এক পয়েন্টে এগিয়ে।

পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের কারণে সার্ক এগোচ্ছে না : জয়শঙ্কর

এএনআই, *নয়াদিল্লি*

এস জয়শঙ্কর

পাকিস্তানের আন্তসীমান্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) কার্যক্রম এগোচ্ছে না। সংস্থাটি গতিশীল না হওয়ার এটাই প্রধান কারণ।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গতকাল শনিবার নয়াদিল্লিতে এক বক্তৃতায় এই অভিযোগ করেছেন। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানে যাবেন জয়শঙ্কর। এই সফরের অল্প কিছুদিন আগে তাঁর এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ।

গতকাল নয়াদিল্লিতে 'আইসি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স আয়োজিত সরদার প্যাটেল' বক্তৃতায় জয়শঙ্কর বলেন, 'এই মুহূর্তে সার্ক এগোচ্ছে না। সার্কের কোনো সভা না হওয়ার কারণ বেশ সোজা। সার্কের একটি সদস্যরাষ্ট্র সংস্থাটির আরও একটি সদস্যের বিরুদ্ধে আন্তসীমান্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। দেশটি হয়তো আরও বেশি সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একই ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা (সন্ত্রাসবাদ) নিয়ে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশ যদি তা অব্যাহত রাখে, তাহলে তো সার্কের মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারে না। এ কারণেই গত কয়েক বছরে সার্কের কোনো সভা হয়নি; কিন্তু তার অর্থ এই না যে আঞ্চলিক কার্যক্রম থেমে আছে।'

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে গত পাঁচ-ছয় বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক সমন্বয়মূলক কার্যক্রম বেড়েছে। এ সময়ে আমরা ভারতের অংশগ্রহণ (বাড়তে) দেখেছি। আজ আপনি যদি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার এবং শ্রীলঙ্কার দিকে তাকান; তাহলে দেখবেন, সেখানে নতুন সড়ক নির্মাণ ও ফেরি চালু করা হয়েছে। এসব দেশে (ভারত থেকে) সার রপ্তানি হচ্ছে। তাই আমি বলব, আশপাশের দেশগুলোতে যেসব (উন্নয়ন ও সহযোগিতামূলক কাজ) হচ্ছে, তা (আমাদের) "প্রতিবেশী প্রথম নীতি"র কারণে হচ্ছে।'

বক্তৃতায় জয়শঙ্কর আঞ্চলিক বিষয়ের পাশাপাশি চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য এখন একটি বড় উদ্বেগ ও গভীর আতঙ্কের কারণ। অঞ্চলটিতে সংঘাত বিস্তৃত হচ্ছে। প্রথমে সেখানে "সন্ত্রাসী" হামলা হলো। জবাবে পাল্টা হামলা শুরু হলো। এতে গাজায় কী হলো তা তো আমরা দেখলাম। এখন আমরা লেবানন-ইসরায়েল ও ইসরায়েল-ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা দেখছি।'

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে বহু পক্ষ এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সেখানে শান্তি আনতে বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ দরকার

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের নতুন মাত্রা নিয়ে ভারতের দ্য হিন্দুর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

আওয়ামী গডফাদার

মানুষ পুরোনো রাজনীতিতে ফিরতে চায় না

যেকোনো কর্তৃত্ববাদী শাসন ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে টিকে থাকে। কর্তৃত্ববাদী শাসন আর স্বজনতোষী পুঁজিবাদ কীভাবে হাত ধরাধরি করে চলে, তার একটা ধ্রুপদি উদাহরণ হয়ে থাকবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসন। কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সুশাসনের তোয়াক্কা না করে কেন্দ্রে যেমন এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একইভাবে প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও সংসদীয় এলাকায় এক ব্যক্তি কিংবা এক পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গডফাদারভিত্তিক ব্যবস্থা।

ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে থাকা এসব নেতা যেমন দুর্নীতি, অপকর্ম, দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে এমনভাবে সম্পদের মালিক হয়েছেন, যেন তাঁরা তাঁদের হাতে আলাদিনের চেরাগ পেয়েছিলেন। কেউ কেউ এ সম্পদের বড় একটি অংশই পাচার করে দিয়েছেন। নিপীড়নকে তাঁরা রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু বিরোধী দল নয়, নিজের দলের লোকদের দমন-পীড়ন করেই তাঁরা ক্ষমতায় টিকে ছিলেন।

প্রথম আলো 'আওয়ামী গডফাদার' শিরোনামে যে সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশ করছে, সেখানে আওয়ামী লীগ নেতাদের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, সম্পদ লুণ্ঠন ও নাগরিক নিপীড়নের এমন সব তথ্য উঠে আসছে, যাকে এককথায় বিভীষিকা বলা যায়। বাড়িতে টর্চার সেল বানিয়ে কেউ পোষা কুকুরের খাঁচায় লোকজনকে ছেড়ে দিতেন, কেউ জমিসংক্রান্ত বিরোধ-মীমাংসার কথা বলে নিজেই দখল করে নিতেন সেই জমি, কেউ দেশে-বিদেশে নিজের ও স্ত্রীর নামে প্রাসাদসম বাড়ি করে দেশজুড়ে আলোচনার ঝড় তোলেন, কেউ জমি বেচাকেনা ও ঠিকাদারিতে ১০ শতাংশ কমিশন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

দলীয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নকাজের বড় কমিশন আদায় এবং জমি দখলের মাধ্যমে কেউ কেউ গডফাদারদের গডফাদার হয়ে উঠেছিলেন। বরিশালে এমন একজন নেতা পুরো বিভাগে ১২ জন দলীয় গডফাদার তৈরি করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের গডফাদারদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠছে, তার সবই গুরুতর অপরাধ। ক্ষমতার অপব্যবহার ও ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব লোক ছিলেন জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও নিপীড়ক চরিত্রের। প্রায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জমি জোর করে দখলের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের অত্যাচারে অসংখ্য মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে।

দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, মাস্তানিতন্ত্র ও রাজনীতিকে বিনিয়োগ ছাড়া ব্যবসায় পরিণত করার ঐতিহ্য আমাদের এখানে বহুদিনের। যে দল যখন ক্ষমতায় এসেছে, সে দলই কমবেশি এই চর্চার বাইরে বের হয়নি। সর্বশেষ আওয়ামী লীগের আমলে সেটা এতটাই বেড়ে যায় যে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতন হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী গডফাদাররা যেসব অপকর্ম ও অপরাধ করেছেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে তাঁদের বিচার নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নতুন একটি জন-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, মানুষ আর পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরতে চায় না। একের পর এক বিতর্কিত ও কারসাজির নির্বাচনই ছিল আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনের মূল রক্ষাকবচ। সংবিধান, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও দুদকের মতো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেই তারা এটা করেছিল।

অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি প্রতিষ্ঠান সংস্কারে কমিশন করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও সংলাপ শুরু করেছে। পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পৌঁছাতে হলে প্রধানভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ও ঐকমত্য প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজ নিজ দলের মধ্যে নেতৃত্ব বাছাই থেকে শুরু করে সব জায়গায় গণতন্ত্র ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে কোনো সংস্কারই টেকসই হতে পারে না।

শেরপুরের বন্যা

ভুক্তভোগী মানুষের পাশে দাঁড়ান

গত দুই মাসে একের পর এক বন্যার কবলে পড়ল দেশ। সিলেটের একাংশ ও পূর্বাঞ্চলের বন্যার ক্ষত এখনো শুকায়নি। এরপর দেখা গেল উত্তরবঙ্গে রংপুর-কুড়িগ্রামের বন্যা। আর এখন ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হলো ময়মনসিংহ অঞ্চল। সেখানে টানা ভারী বৃষ্টি ও ভারতের পানির ঢলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার অনেক এলাকা। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে কয়েক শ গ্রাম। মারা গেছেন কয়েকজন। মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারিভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এখন জরুরি।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে গত বৃহস্পতিবার ভোগাই, চেল্লাখালী, নেতাইসহ অন্যান্য নদ-নদীর পানি বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে নদ-নদীগুলোর সঙ্গে বাঁধ ভেঙে পানি উপচে পড়ে। ফলে ময়মনসিংহ ও শেরপুরের বিভিন্ন উপজেলার গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়। বিশেষ করে আকস্মিক ঢলের কারণে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমন বন্যার কবলে পড়তে হবে, তা মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। প্রস্তুতি না থাকায় এখন চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। দুর্গম ও পাহাড়ের কাছাকাছি এলাকায় থাকা সমতলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর অবস্থাও শোচনীয়।

শেরপুরের নালিতাবাড়ী নয়াবিল ইউনিয়নের বয়স্ক বাসিন্দারা বলছেন, নদীতে এত পানি তাঁরা আগে কখনো দেখেননি। আটাশির বন্যার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবার। বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে দুর্গত এলাকাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। পরিচিতদের বাসাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। পানিবন্দী মানুষকে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ পরিচালনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার তরফ থেকে শুকনা খাবারের প্যাকেট ও খাওয়ার পানি দেওয়া হচ্ছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষার্থীরাও ত্রাণসহায়তা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অসংখ্য সড়ক ডুবে গেছে, ভেঙে পড়েছে যোগাযোগব্যবস্থা। মাছের অনেক খামার ভেসে গেছে। আমনের আবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় এ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলো। কৃষকেরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। বন্যার পরে কৃষকদের অন্য ফসলের বীজ ও সার দিয়ে সহায়তা দিতে হবে। যাঁদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের পাশেও দাঁড়াতে হবে প্রশাসনকে। বন্যা-পরবর্তী নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। বিশেষ করে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। এতে বেশি ভুক্তভোগী হয় শিশুরা। পূর্বাঞ্চলের বন্যার পর এ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আশা করি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসন সম্মিলিতভাবে বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সচেষ্ট থাকবে।

চিঠিপত্র

শিক্ষক-সংকট

দেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোর মধ্যে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ অন্যতম। গৌরবের ১৫১ বছর পার করলেও কাটেনি শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের সংকট। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় দুর্ভোগে রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে শিক্ষকদেরও। একটি কোর্স সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত ক্লাস পাচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা। একজন শিক্ষক একটি কোর্স পড়ানোর পরিবর্তে একাধিক কোর্স পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার মান। মাত্র ছয়জন শিক্ষক নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এই কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ। এর মধ্যে একজন শিক্ষক মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। বর্তমান পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে চলছে শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষা ও অফিস কার্যক্রম। এতে যেমন বেগ পেতে হচ্ছে শিক্ষকদের, তেমনি শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম না চলায় অসন্তোষও তৈরি হয়েছে।

পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাথী আক্তার
তৃতীয় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত বেকার তৈরির কারখানা

বিশেষ সাক্ষাৎকার

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ যুক্তরাজ্যের রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রফেসরিয়াল ফেলো। গ্লোবাল লেবার অর্গানাইজেশনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ক্লাস্টারের প্রধান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সংস্কার, উচ্চশিক্ষার বৈষম্য ও সংকট, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা—এসব বিষয়ে কথা বলেছেন *প্রথম আলোর* সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মনোজ দে**

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সংস্কারের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে। আপনার বিবেচনায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে প্রধান প্রধান সংস্কারের জায়গাগুলো কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : উচ্চশিক্ষায় সংস্কারের প্রথম ক্ষেত্র হলো প্রশাসন। কয়েক দশকে ব্যাপক রাজনৈতিকীকরণে আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার তিনটি স্তম্ভ—শিক্ষার মান, কর্মযোগ্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগামী দিনে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিপ্রক্রিয়া হতে হবে মেধাভিত্তিক। স্বজনপ্রীতি নির্মূল করতে সাময়িক কালের জন্য নিজের প্রতিষ্ঠানের বাইরের যোগ্য প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো উদ্যোগও বিবেচ্য হতে পারে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আন্তর্জাতিক মানের গবেষকদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা ও ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সংস্কারের ক্ষেত্র হলো ডিগ্রির মান ও স্বীকৃতি। বিদ্যমান তৃতীয় শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থাকে রূপান্তর করতে দরকার প্রথম গ্রেডের রেগুলেটরি ব্যবস্থাপনা। সব ডিগ্রি প্রোগ্রাম ও পাঠক্রম নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা প্রয়োজন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি কর্মক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের যা করণীয়, তা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে তাঁদের জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে একটি নিরপেক্ষ ও পেশাদার ইউজিসির কোনো বিকল্প নেই।

সংস্কারের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হতে হবে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের জন্য ক্যাম্পাসে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্বকে শিক্ষা ও পাঠদান কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত এবং গঠনমূলক মতামত প্রদান করতে পারে। সর্বোপরি বিগত সরকারের উচ্চশিক্ষার জন্য সংশোধিত কৌশলগত পরিকল্পনার (২০১৮-২০৩০) সমালোচনামূলক পর্যালোচনাও প্রয়োজন।

প্রথম আলো : দীর্ঘ বিরতির পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে একটা বড় আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের অবহেলা, শিক্ষার মানের নিম্নগতি, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং বহু বছরের অনিয়ম, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ও অব্যবস্থাপনা—এ সব মিলিয়েই আজকে আস্থার এ সংকট। এই অবস্থা নিরসনে প্রথমেই প্রয়োজন দায়বদ্ধতা ও সংলাপের সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নতুন বাস্তবতা স্বীকার করে শিক্ষার্থীদের মূল অংশীজন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠের মান, শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা এবং ক্যাম্পাসে সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রদান—এ-সংক্রান্ত সংস্কারের বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে খোলামনে আলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্র প্রতিনিধি যেন প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন দলীয় রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ সংস্থার ক্ষমতায়ন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক কর্মকাণ্ড ও আইনবহির্ভূত পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে, সে জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

প্রথম আলো : বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে এমনকি এশিয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জায়গা থাকছে না। সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার সংকটটাকে কীভাবে দেখছেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : আমাদের উচ্চশিক্ষার সংকটটাকে তিনটি মানদণ্ড দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—সমতা, ব্যবস্থাপনায় দায়বদ্ধতা এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণামুখী শিক্ষা। ১৯৭১-এর সাপেক্ষে উচ্চশিক্ষা খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। অবকাঠামো ও পরিসংখ্যান—দুই বিচারেই অগ্রগতি হয়েছে। স্বাধীনতার সময় আমাদের এখানে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। ২০১০ সাল নাগাদ এটা বেড়ে হয় ১০ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বা এক দশকে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের এই ঊর্ধ্বগতি সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ফল। মাথাপিছু (বিশ্ববিদ্যালয়) সংখ্যার বিচারে তাই বলা যায়, উচ্চশিক্ষা খাতে অগ্রগতি হয়েছে। এখন বাংলাদেশে ৫৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

দৃশ্যমান ও বাহ্যিক এই অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার সংকটের একটি বড় প্রেক্ষাপটও তৈরি করেছে। এখানে আমি উচ্চশিক্ষার তিনটি অসামঞ্জস্যের কথা বলব। এক. বিগত সরকার জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বললেও বাস্তবতাটা হলো, দেশের ৪১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। মোট ৫৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। সাধারণত বেসরকারি উদ্যোক্তারা ব্যর্থ হলে সরকার হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততা থাকলে রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। কিন্তু আমরা দেখছি উল্টোটা। ঢাকায় যখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ঘাটতি নেই, সেখানে সরকারি ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় কী দরকার?

দুই. আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি ছিল। আমরা গবেষণার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিনি। কয়টি প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হবে, কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় নেতৃত্ব দেবে, কী মানের গবেষণা হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা শিক্ষক হচ্ছেন ও প্রশাসনের দায়িত্ব পাচ্ছেন, শ্রমবাজারে বার্ষিক কত লাখ বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী কর্মী প্রয়োজন—এসব লক্ষ্য অর্জন করতে যথার্থ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বিনিয়োগ ছিল না।

একদিকে জিডিপি অনুপাতে যেমন শিক্ষা বাজেটের প্রবৃদ্ধি হয়নি, অন্যদিকে সীমিত বাজেটের অপচয় হয়েছে। সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলোতে রাজনৈতিক কারণে অগ্রাধিকার পেয়েছে। এশিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে এবং প্রযুক্তি, মাইক্রোচিপস ও এভিয়েশন শিল্পে এগিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশে (যেমন মালয়েশিয়ায়) পর্যন্ত বিশেষায়িত অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় নেই। অথচ ২০১৯ সালে অনুমোদিত হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন ও অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়'। এ রকম প্রশ্নবিদ্ধ 'শ্বেতহস্তী' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন কোন যুক্তিতে?

তিন. তরুণদের মধ্যে কোন জনগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে এবং তারা প্রস্তুত কি না, এ রকম মৌলিক আলোচনা উপেক্ষা করে একতরফা উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক 'লার্নিং গ্যাপ' আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ৮৮ লাখ শিক্ষার্থীর প্রায় ৭২ শতাংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২ হাজার ২৫৭টি কলেজের মাধ্যমে ন্যূনতম যাচাই-বাছাই ছাড়া অনিয়ন্ত্রিত অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের স্ফীতি বিদ্যমান সংকটকে আরও প্রকট করেছে।

সার্বিক বিবেচনায় উচ্চশিক্ষা খাত সম্প্রসারণের চিত্র ২০৩১ সালের মধ্যে আমাদের মধ্য আয়ের অর্থনীতি ও শিল্পায়ন স্বপ্নের পরিপন্থী। মধ্য আয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ—মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং মাধ্যমিক শিক্ষা মান যাচাইয়ের র‍্যাঙ্কিংয়েও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। অথচ বাংলাদেশের ১০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ও মান যাচাইয়ের আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং অনুশীলনে অংশ নেয় না। এর মূল কারণ হলো, উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষের মাধ্যমে টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়ন—এ রকম ফাঁকা বুলি ছাড়া সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কোনো দায়বদ্ধতা ও দিকনির্দেশনা নেই।

প্রথম আলো : শিক্ষা খাতে বাজেট না বাড়ালে শিক্ষার মান বাড়ার দৃশ্যমান কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : বিশ্বব্যাপী শিক্ষার মান নিয়ে হতাশা আজ কেবল বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৬-২০১৫ সালে শিক্ষায় সংস্কারের অংশ হিসেবে সরকারি স্কুলশিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের পাঠদানের মানের কোনো পরিবর্তন আসেনি। মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে প্রয়োজন সম্পূরক ও স্বচ্ছ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের নিকট অতীত অভিজ্ঞতা বিচারে দেখা গেছে, আমলাদের সক্ষমতার অভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি বড় অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। অন্যদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও উপাচার্য নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলীয়করণ—এসব মিলিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা একরকম ভেঙে পড়েছিল বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সরকারের সামগ্রিক প্রশাসনিক ও তদারকি দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার উন্নতি ছাড়া বাজেট বাড়ালেও শিক্ষার মানে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসবে না।

প্রথম আলো : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে গবেষণা হচ্ছে, সেগুলো কতটা মানসম্পন্ন? প্লেজারিজম, কপি পেস্টের নানা অভিযোগ উঠছে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : গবেষণা প্রকাশনার মান ও সংখ্যা—দুটোতেই আমাদের সরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভীষণভাবে পিছিয়ে। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ও জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার খ্যাতি ও অবদানের কারণে 'বিশ্বমানের ফ্ল্যাগশিপ প্রতিষ্ঠান' হিসেবে স্বীকৃত। এসব প্রতিষ্ঠানে গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও বাংলাদেশ একটি 'বিশ্বমানের ফ্ল্যাগশিপ ইউনিভার্সিটি' থেকে বঞ্চিত।

এর পেছনে মূল দুটি কারণ হলো—একাডেমিক্যালি অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত গবেষণা ব্যবস্থাপনা। প্লেজারিজম, চৌর্যবৃত্তি, কপি পেস্টের এই অপসংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক প্রিডেটরি জার্নালে প্রকাশনা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জার্নাল পরিচালনা ও প্রকাশনায় স্বজনপ্রীতি-অনৈতিক কর্মকাণ্ডের তালিকাটি অনেক লম্বা। গবেষণার নামে লেখক, সম্পাদক ও রিভিউয়ারদের সিন্ডিকেটের সহযোগিতায় ছাপা হচ্ছে অজস্র সাজানো প্রবন্ধ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অব্যবস্থাপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশ পাচ্ছে সহস্র জার্নাল, যার কোনো বৈশ্বিক স্বীকৃতি নেই। সম্পাদনা বোর্ডে নেই আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। আবার নেই কোনো সুস্পষ্ট প্লেজারিজম নীতি ও 'প্রকাশনা নীতিশাস্ত্র কমিটির' অনুমোদন। অধিকাংশ জার্নাল স্কোপাস ইনডেক্স না হওয়ায় বৈশ্বিক যে জ্ঞানভান্ডার, সেখানে এসব প্রকাশনার তেমন কোনো নলেজ ফুটপ্রিন্ট নেই। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নামে চলছে একরকম প্রহসন। নেই কোনো জবাবদিহি। গবেষক শিক্ষকের একটি বড় অংশের নেই কোনো যাচাইযোগ্য গবেষণা প্রোফাইল (যেমন অর্কিড, গুগল স্কলার পেজ)। এই দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার আঁতাত চক্রে সাদা ও নীল দলের কোনো ভেদাভেদ আমরা দেখিনি।

প্রথম আলো : এ ক্ষেত্রে রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে ইউজিসির ভূমিকাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : আমাদের গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা খাতের পিছিয়ে থাকার দায়ের অনেকটাই ইউজিসির ওপর বর্তায়। গবেষণা ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ, তদারকি, যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ—এ বিষয়গুলো রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিশ্চিত করবে ইউজিসি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ইউজিসি এসব ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি, অন্যদিকে 'বিশ্বমানের ফ্ল্যাগশিপ প্রতিষ্ঠান' গড়ে তুলতে যে দিকনির্দেশনা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রেও নেই কোনো দিকনির্দেশনা। ইউজিসি পরিচালনার দায়িত্বরত কর্মকর্তারা গবেষণা প্রশাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তেমন অবগত নন। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ইউজিসির ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বের অরাজনৈতিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণ এখন সময়ের দাবি।

প্রথম আলো : উচ্চশিক্ষার সঙ্গে আমাদের কর্মসংস্থানের সংযোগটা খুবই কম। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। তাঁদের মধ্যে দক্ষতার ব্যাপক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের পথ কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : তরুণ বেকারত্ব ও স্নাতক পাসদের বেকারত্ব—দুই ক্ষেত্রেই আমরা এক মহা সংকটে। আমাদের মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা এবং শ্রমবাজারে প্রস্তুতির যোগ্যতা ও প্রত্যাশার মধ্যে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলছেন, প্রয়োজনের তুলনায় আমরা উদ্বৃত্ত ডিগ্রিধারী তৈরি করছি। মূল সমস্যা হলো এই ডিগ্রিধারীরা চাকরির বাজার প্রয়োজনীয় দক্ষ যুবগোষ্ঠীর জোগান দিচ্ছে না। প্রতিবছর হার্ড স্কিল ও সফট স্কিলের ঘাটতি নিয়েই শ্রমবাজারে চাকরির খোঁজে প্রবেশ করছে লাখ লাখ তরুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের ভর্তি-বাণিজ্য চলে, তাতে একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার জন্য অপ্রস্তুত অনেক তরুণকে ভর্তি করা হচ্ছে, একইভাবে শ্রেণিকক্ষে মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। সে কারণে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আজ কর্ম অদক্ষ, শিক্ষিত বেকার উৎপাদনের কারখানা। আমাদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সংযোগটা শক্ত করতে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতি দূর করতে হবে। উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষার নিয়ন্ত্রিত প্রসার। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে নজর দিতে হবে : বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত স্নাতক শিক্ষার পাশাপাশি বাজারমুখী বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেটে প্রশিক্ষণ প্রদান; জনশক্তি পরিকল্পনা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং নতুন ডিগ্রি ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি ও অনুমোদন এবং নীতির নিয়মিত পর্যালোচনা।

প্রথম আলো : হাসিনা সরকারের শেষ সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় ইউজিসি। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত রয়েছে। আমাদের বেসরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে কতটা প্রস্তুত?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি—কোনো ক্ষেত্রেই অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও গবেষণার সক্ষমতা বিচারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের প্রস্তুতি নেই। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি) থেকে জেনারেল আজিজ আহমেদের এবং পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদের ঢাকা থেকে ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রি দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তা সত্ত্বেও একতরফা আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ সুযোগটা পাচ্ছে। তার সূত্র ধরেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার দাবি এসেছে।

এটা সত্যি যে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা বা পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্প্রসারণ হয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা এখন ১৫৫, যার অনেকগুলোর অনুমোদন প্রশ্নবিদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাজারমুখী সনদ বিক্রি করে বিনিয়োগটাকে উঠিয়ে আনা। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের বিবেচনায় প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এগিয়ে। তবে গবেষণার সক্ষমতা বিচারে সরকারি ও বেসরকারি, দুই খাতের একটিও সব বিষয়ে পিএইচডি প্রশিক্ষণের যোগ্য নয়।

তাই সময় এসেছে সরকারি না বেসরকারি, এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে উচ্চশিক্ষা খাতে মৌলিক সংস্কার শুরু করা প্রয়োজন। আমাদের একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু ও নিয়ন্ত্রণের কার্যকর নীতিমালা নেই, একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্রে গবেষণা ডিগ্রিকে অগ্রাধিকার দেয়নি। প্রস্তুতি ও সক্ষমতা-নির্বিশেষে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলেই পিএইচডি প্রোগ্রাম থাকবে, এই প্রথা বন্ধ করতে হবে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি সর্বজনীন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং মানদণ্ড সূচক নির্ধারণ, যা পূরণ সাপেক্ষেই কেবল গবেষণামুখী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

নিয়াজ আসাদুল্লাহ : আপনাকেও ধন্যবাদ।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

এই তাণ্ডবনৃত্য ইসরায়েল-ইরান উভয়ের জন্য বিপজ্জনক

আব্বাস মিলানি

ইরান ও ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে একটি উত্তেজনাকর অবস্থায় রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি শীতল যুদ্ধ চলছে এবং তা ক্রমাগত উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। জাতীয়তাবাদকে অপমান করে ইরানের ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী একটি বিশেষ ধরনের ইসলামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে এবং তারা তাদের ইমানি মিশনকে অংশত ইসরায়েলের ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইরান গাজা ও লেবানন থেকে শুরু করে সিরিয়া ও ইয়েমেন পর্যন্ত পুরো অঞ্চলে তাদের পোষ্য শক্তি তৈরি করেছে এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোয় এই প্রক্সি যুদ্ধ ও গোপন অপারেশনগুলো ছাপিয়ে একটি সরাসরি সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুই পক্ষই এই সংঘাতময় মুহূর্তের বিপদের কথা জানে। তারপরও ইরানি শাসকগোষ্ঠী নিজের সম্মান রক্ষার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তৎপর। অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে শত্রুর দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আঘাত হানতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।

হামাসের ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলাটি ইসরায়েলের জন্য একটি বেদনাদায়ক মোচড় ছিল। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি হামাসের সফল অভিযানকে 'ইহুদিবাদী চক্রের' আসন্ন পতনের প্রতীক হিসেবে প্রশংসা করেছেন। ইরানের প্রভাব বাড়াতে ও তাদের অধিকাংশ সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংগঠিত করতে ইরানের আল কুদস নামের যে সংগঠন বড় ভূমিকা রেখেছে, ২০২০ সালে কাসেম সোলাইমানিকে যুক্তরাষ্ট্রের হত্যা করাটা সেই আল কুদস ফোর্সের জন্য একটি বিধ্বংসী আঘাত ছিল। কাসেম সোলাইমানি হত্যার পর থেকে ইরান দেখেছে, কীভাবে ইসরায়েল আরও ইরানি কর্মকর্তাদের, হামাসের শীর্ষ নেতাদের এবং হিজবুল্লাহর নেতাদের হত্যা করেছে।

এই আঘাতগুলো (যেগুলো অনেক সময় সাহসী গুপ্তচরবৃত্তি ও কিলিং মিশনের মাধ্যমে ঘটেছে) দেখিয়েছে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ইরান ও তার প্রক্সি শক্তিগুলোর মধ্যে কতটা প্রবেশ করেছে। ইরান যে 'প্রতিরোধের অক্ষ' তৈরি করতে কয়েক দশক সময় ও কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে, তা এখন ইসরায়েলের অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতাকে খর্ব করছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইরানের শাসক তথা ধর্মীয় নেতারা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং শাসকদের নিজেদের দুর্নীতি ইরানের অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে ব্যাপক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়ই নারীদের নেতৃত্বে সাধারণ ইরানিরা সাহসিকতার সঙ্গে সমতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবনযাত্রার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ইরানের শাসনকে আরও অস্থিতিশীল করবে, এমনকি সেটি সরকারের পতনও ঘটাতে পারে। এ অবস্থায় তাদের বাইরের অন্য একটি সহিংস অভিযানের কারণে সৃষ্ট কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হতে হলে তারা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তা ছাড়া ইরান যেসব পোষ্য শক্তিকে ইসরায়েল, মার্কিন বাহিনী ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির (যেমন সৌদি আরব) বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সেগুলোকে কখনো কখনো ঘরোয়া বিক্ষোভ দমন করতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এসব প্রক্সি নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ইরানের ধর্মীয় নেতারা দ্বিগুণ দুর্বলতা বোধ করবেন। এর ফলে তাঁরা আঞ্চলিক শত্রু ও ঘরোয়া বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবেন। তবে তাঁদের সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইসরায়েলকে ঠেকানোর তাণ্ডবনৃত্যের অংশ ছিল। হামলার পরপরই ইরানের শাসকেরা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের 'প্রতিশোধ' অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। এতে বোঝা যায়, তাঁরা অধিকতর উত্তেজনা এড়াতে চান।

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনবে। ইরান জানে,

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করাটা ছিল ইরানের আল কুদস ফোর্সের জন্য একটি বিধ্বংসী আঘাত। এএফপি

তারা এমন একটি সম্মিলিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। নেতানিয়াহুও গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো সংঘাত ইসরায়েলের শক্তি ও সম্পদকে টেনে নামাবে এবং সম্ভবত ব্যাপক হতাহতের কারণ হবে। এমন একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধের কারণে ইতিমধ্যে ইসরায়েল গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটি সরকারের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা এখনই অনুমান করা কঠিন।

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র ইসরায়েলের স্বার্থ হাসিলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে—এ ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে নেতানিয়াহু তাঁর রাজনৈতিক ধারা তৈরি করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি ইরানকে জড়িয়ে এমন একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পান। পরিস্থিতি এখন এতটাই জটিল যে মনে হচ্ছে ইসরায়েল আক্রমণের মাত্রা বাড়ালে ইরান আরও বেশি মরিয়া হয়ে নিজেদের একটি পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ঘোষণা করে বসতে পারে। ইরান সে ধরনের ঘোষণা দিলে তা আরও বিপজ্জনক যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

খামেনি সব সময়ই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রধান স্থপতি ছিলেন এবং পশ্চিমারা দীর্ঘদিন ধরে এই বিভ্রমে রয়েছে যে ছাড় ও আপসের প্রতিশ্রুতি ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রের খাতায় নাম লেখানো থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে। ইরান দাবি করে আসছে, খামেনি ফতোয়া দিয়েছেন, ইরান সরকার গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না, তবে তারা শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাবে। সরকারের দিক থেকে দাবি করা হয়, তারা খামেনির এই ফতোয়া অনুসরণে বাধ্য।

তবে ইরানের যে নেতারা এত দিন বারবার এ কথা বলে এসেছেন, তাঁরা এখন বলছেন, পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাঁদের হাতে এখন রয়েছে।

এই দৃশ্যপট যে বিশাল ঝুঁকি তৈরি করছে, তা স্পষ্ট। ইরানের দ্রুত বোমা তৈরির চেষ্টা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ইসরায়েল ও সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় আগাম হামলা চালাতে প্ররোচিত করবে এবং সেটি প্রায় নিশ্চিতভাবে একটি বিস্তৃত সংঘাতের সৃষ্টি করবে।

সে ধরনের পরিস্থিতি ইরানের প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে মার্কিন ঘাঁটি, সৌদি তেলের স্থাপনা, আন্তর্জাতিক নৌপথে চলাচলকারী জাহাজ এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চল ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি নেমে আসবে।

ইসরায়েল ও ইরান উভয়েই একটি সংকটময় অবস্থায় রয়েছে। হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েল তার অমরত্বের মিথকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ইরান তার পোষ্য শক্তিগুলোর ক্ষতির মুখে আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য লড়াই করছে। উভয় পক্ষই ভালোভাবে জানে, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ বিপর্যয়কর হবে। তারপরও কেউই পুরোপুরি পিছু হটার অবস্থায় নেই।

● **আব্বাস মিলানি** স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানি স্টাডিজ প্রোগ্রামের পরিচালক এবং হুভার ইনস্টিটিউশনের একজন গবেষণা সহকর্মী

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

মানবাধিকার

মানবাধিকারের উৎস ও রক্ষক হলো জাতিসংঘ। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারা আছে ৩০টি।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

১০. 'ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।'—বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. অনুরোধ খ. বিনয়
গ. আকুতি ঘ. আবেদন

১১. 'পল্লিজননী' কবিতায় জোনাকি মেয়েরা কোন পথে চলে?
ক. গ্রাম্যপথে খ. মেঠোপথে
গ. বুনোপথে ঘ. পাহাড়িপথে

১২. 'পল্লিজননী' কবিতায় কোনটি জমাট বাঁধার কথা বলা হয়েছে?
ক. বুনো মশকের গান
খ. জোনাকির আলো
গ. হুতুমের ডাক
ঘ. কানাকুয়োর গান

১৩. 'সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি'—কথাটির মধ্যে কিসের ইঙ্গিত আছে?
ক. ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মায়ের আশঙ্কা
খ. ছেলের রোগমুক্তির বিলম্ব
গ. শীত ও কুয়াশার বৃদ্ধি
ঘ. প্রদীপ নিভে যাওয়ার ইঙ্গিত

১৪. 'আই ঢাই মার প্রাণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মায়ের কাকুতি-মিনতি
খ. মায়ের অভাব-অনটন
গ. মায়ের অস্থিরতা
ঘ. মায়ের দুশ্চিন্তা

১৫. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'—এ উক্তির সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার মিলগত দিক হলো—
i. সন্তানের শুভকামনা
ii. গ্রামীণ ঐতিহ্য
iii. চিরায়ত অপত্যস্নেহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. 'পল্লিজননী' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে—
i. সন্তানবাৎসল্য
ii. স্মৃতিকাতরতা
iii. দারিদ্র্য পীড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
পল্লিজননী : ১০. গ ১১. গ ১২. ক ১৩. ক ১৪. গ ১৫. খ ১৬. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

পদার্থবিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৬৪. কোন ধরনের মাটির ওপর হাঁটা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য?
ক. পাথুরে মাটি খ. শক্ত মাটি
গ. দো-আঁশ মাটি ঘ. বালুমাটি

৬৫. নিচের কোন সমতলে হাঁটা সবচেয়ে সহজ?
ক. পুরোপুরি মসৃণ ঘর্ষণহীন মাটি
খ. সামান্য ঘর্ষণযুক্ত মাটি
গ. কাদামাটি ঘ. কঠিন মাটি

৬৬. নৌকা থেকে লাফ দিলে নৌকা পেছনের দিকে ছুটে যায় কোন সূত্রের প্রযোজ্যতার কারণে?
ক. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র
খ. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র
গ. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র
ঘ. মহাকর্ষ

৬৭. রকেট ও জেটবিমান চালনা সম্ভব হয় কোনটির দরুন?
ক. মহাকর্ষ সূত্র
খ. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র
গ. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র
ঘ. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র

৬৮. মেঝের ওপর রাখা একটি বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলে তা একসময় থেমে যায়। বস্তুটি থেমে যাওয়ার কারণ কী?
ক. মহাকর্ষ বল খ. মাধ্যাকর্ষণ বল
গ. ঘর্ষণ বল ঘ. সবল বল

৬৯. ঘর্ষণ বল কাজ করে কোন ক্ষেত্রে?
ক. গতির দিকে খ. গতির বিপরীতে
গ. বেগ বেশি হলে ঘ. বেগ কম হলে

৭০. ঘর্ষণ বলের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT^{-2} খ. MLT^{-1}
গ. $ML^{-2}T^{-2}$ ঘ. $M^{-2}LT^{-2}$

৭১. দুটি তলের একটি অপরটির সংস্পর্শে থেকে গতিশীল না হলে এদের মধ্যে যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাকে কী বলে?
ক. স্থিতি ঘর্ষণ খ. পিছলানো ঘর্ষণ
গ. আবর্ত ঘর্ষণ ঘ. প্রবাহী ঘর্ষণ

৭২. গতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন বল কাজ করে?
ক. আবর্ত ঘর্ষণ বল
খ. স্থিতি ঘর্ষণ বল
গ. প্রবাহী ঘর্ষণ বল
ঘ. প্রবাহী ঘর্ষণ বল

৭৩. যখন কোনো বস্তু যেকোনো প্রবাহী পদার্থের মধ্যে গতিশীল থাকে, তখন যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করে, তাকে কী বলে?
ক. আবর্তন ঘর্ষণ খ. পিছলানো ঘর্ষণ
গ. প্রবাহী ঘর্ষণ ঘ. স্থিতি ঘর্ষণ

৭৪. দেয়ালে পেরেক স্থিরভাবে আটকে থাকে কোনটির জন্য?
ক. বল খ. ত্বরণ
গ. ওজন ঘ. ঘর্ষণ

৭৫. ঘর্ষণের ফলে শক্তির যে অপচয় হয়, তা কীরূপে আবির্ভূত হয়?
ক. আলো রূপে খ. শব্দ রূপে
গ. তাপ রূপে ঘ. বিকিরণ রূপে

৭৬. গতিশীল না হওয়া পর্যন্ত একটি বস্তুর ওপর কোন প্রকার ঘর্ষণ বল কাজ করে?
ক. স্থিতি ঘর্ষণ খ. পিছলানো ঘর্ষণ
গ. আবর্ত ঘর্ষণ ঘ. প্রবাহী ঘর্ষণ

৭৭. সাইকেলের চাকার সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণ কোন ধরনের ঘর্ষণ?
ক. স্থিতি ঘর্ষণ খ. গতি ঘর্ষণ
গ. আবর্ত ঘর্ষণ ঘ. প্রবাহী ঘর্ষণ

৭৮. প্যারাসুটে চড়ে নিচে নামার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঘর্ষণ বল কাজ করে?
ক. আবর্ত খ. প্রবাহী
গ. পিছলানো ঘ. স্থিতি

৭৯. গতি ঘর্ষণের গাণিতিক সমীকরণ $f = \mu W$; এখানে μ কে কী বলা হয়?
ক. স্থিতি সহগ খ. সংঘর্ষ সহগ
গ. ঘর্ষণ সহগ ঘ. গতি সহগ

৮০. কোন ঘর্ষণ কাজে লাগিয়ে মাছ পানিতে চলাচল করে?
ক. আবর্ত খ. পিছলানো
গ. স্থিতি ঘ. প্রবাহী

৮১. কীভাবে ঘর্ষণ বৃদ্ধি করা যায়?
ক. তলকে মসৃণ করার মাধ্যমে
খ. তলকে অমসৃণ করার মাধ্যমে
গ. তলের ভেতর লুব্রিকেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে
ঘ. তলকে প্রথমে মসৃণ ও পরে অমসৃণ করার মাধ্যমে

৮২. জুতার নিচে খাঁজকাটা থাকে কেন?
ক. সৌন্দর্য বাড়াতে
খ. ঘর্ষণ বলের জোগান দিতে
গ. ওজন কমাতে
ঘ. জুতা আরামদায়ক করতে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৬৪. ঘ ৬৫. ঘ ৬৬. গ ৬৭. ঘ ৬৮. গ ৬৯. খ ৭০. ক ৭১. ক ৭২. খ ৭৩. গ ৭৪. ঘ ৭৫. গ ৭৬. ক ৭৭. গ ৭৮. খ ৭৯. গ ৮০. ঘ ৮১. খ ৮২. খ

জীববিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

১১. ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে—
i. আয়রন
ii. নাইট্রোজেন
iii. ম্যাগনেশিয়াম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য দায়ী কোনটি?
ক. সালফার খ. লৌহ
গ. ম্যাগনেশিয়াম ঘ. ফসফরাস

১৩. উদ্ভিদে ফসফরাসের অভাব হলে কোনটি ঘটবে?
ক. খর্বকায় উদ্ভিদ খ. ক্লোরোসিস
গ. ডাইব্যাক ঘ. বিকৃত পাতা

১৪. কোনটির অভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়?
ক. ফসফরাস খ. পটাশিয়াম
গ. ম্যাগনেশিয়াম ঘ. লৌহ

১৫. পাতার সরু শিরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিসের জন্য কোনটি দায়ী?
ক. ফসফরাস খ. পটাশিয়াম
গ. ক্যালসিয়াম ঘ. ম্যাগনেশিয়াম

১৬. কোনটির অভাবে কাণ্ডের শীর্ষ মরে যায়?
ক. ক্যালসিয়াম খ. লৌহ
গ. সালফার ঘ. ম্যাগনেশিয়াম

১৭. নিচের কোনটির অভাবে ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়?
ক. লৌহ খ. সালফার
গ. ফসফরাস ঘ. বোরন

১৮. বোরনের অভাবে—
i. খর্বাকৃতির উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়
ii. কাণ্ড খসখসে হয়ে ফেটে যায়
iii. ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. কোনটিতে নাইট্রোজেন রয়েছে?
ক. শর্করা খ. আমিষ
গ. স্নেহ ঘ. খনিজ লবণ

২০. কোনটি এক অণুবিশিষ্ট শর্করা?
ক. সুক্রোজ খ. গ্লুকোজ
গ. ল্যাকটোজ ঘ. শ্বেতসার

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ১১. ঘ ১২. ঘ ১৩. ক ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. খ ২০. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক ১ম বর্ষে গুচ্ছ জিএসটি পদ্ধতিতে চূড়ান্ত ভর্তি তারিখ

■ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ১ম বর্ষে GST গুচ্ছ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আজ ৬/১০/২০২৪ থেকে ১০/১০/২০২৪ পর্যন্ত (সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৪টা) সাধারণ মেধাতালিকা থেকে চূড়ান্ত ভর্তি এবং ৮/১০/২০২৪ থেকে ১০/১০/২০২৪ (সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৪টা) পর্যন্ত কোটায় ভর্তি সশরীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্ত অতিথি ভবনের শিক্ষক ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ করে ২৫৮০ টাকা রকেটের মাধ্যমে নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় পূরণ করে ঘোষিত তারিখে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করে উপস্থিত হতে হবে।

ভর্তির সময় নিচের কাগজপত্র নিতে হবে
GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক ভর্তির সময় প্রদানকৃত মূল নম্বরপত্র জমা প্রদানের স্লিপ।
এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র।
এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র। এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র না থাকলে সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র।
ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র।
অনলাইনে পূরণ করে ভর্তি ফর্ম ও পেমেন্ট স্লিপ।
সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৩য় পর্যায়ের প্রাথমিকভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য যেসব শিক্ষার্থী মূল নম্বরপত্র জমা দেননি এবং ৪র্থ পর্যায়ের প্রাথমিকভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র ও নম্বরপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
ক্লাস শুরুর তারিখ পরে জানানো হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd

দরকারি তথ্য পেতে দেখুন
পড়াশোনা- অনলাইন
prothomalo.com/education/study

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ সেশন : ৩

১. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য জরুরি বিষয় কোনটি?
ক. সচেতনতা
খ. অ্যাকাউন্ট না খোলা
গ. অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট খোলা
ঘ. সব সময় অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখা

২. সাইবার অপরাধে মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাবের মাত্রা নিরূপণ করে?
ক. একমাত্রিক
খ. বহুমাত্রিক
গ. অ্যানালগ
ঘ. ডিজিটাল

৩. কোনো মানুষ বা কোনো গ্রুপ বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বিরক্ত করা বা ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়াকে কী বলে?
ক. সাইবার সিকিউরিটি
খ. সাইবারটেক
গ. সাইবারস্টকিং
ঘ. সাইবারনেট

৪. ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বিরক্ত করা বা ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত বার্তা বা ছবি বা ডকুমেন্ট পাঠানোকে কী বলে?
ক. সাইবারনেট খ. হ্যাকিং
গ. স্নিকিং ঘ. সাইবারস্টকিং

৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় পোস্ট করা হয়েছে, এ ধরনের ঘটনাকে কী বলে?
ক. সোশ্যাল মিডিয়া
খ. প্রোফাইল হ্যাকিং
গ. সোশ্যাল হ্যাকিং
ঘ. সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল হ্যাকিং

৬. কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয় নিচের কোনটির মাধ্যমে
ক. সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
খ. ফিশিং ও সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. ফিশিং ইঞ্জিনিয়ারিং
ঘ. ফিশিং

৭. ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অন্য কেউ প্রবেশ করে অনেক ধরনের অপরাধমূলক কাজ করাকে কী বলে?
ক. ফিশিং খ. হ্যাকিং
গ. হ্যাকার ঘ. মিডিয়া

৮. ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করলে কী ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে?
ক. দেশের বিপদ
খ. জনগণের বিপদ
গ. যেকোনো ধরনের বিপদ
ঘ. মেধার অবক্ষয়

৯. পাসওয়ার্ড শেয়ার করলে অ্যাকাউন্টে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?
ক. হ্যাক খ. ফিশিং
গ. হ্যাকিং ঘ. স্নিকিং

সঠিক উত্তর
সেশন ৩ : ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ ৭. খ ৮. গ ৯. ক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
শিখন অভিজ্ঞতা ৪

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

জাতিসংঘ
সাধারণ পরিষদ (General Assembly)
নিরাপত্তা পরিষদ Security Council)
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)
অছি পরিষদ (Trusteeship Council)
আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)
সচিবালয় (Secretariat)

 # এককথায় উত্তর

প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়বরণের পর কাদের ওপর কঠিন শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়?
উত্তর : জার্মানির ওপর।
প্রশ্ন : কার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় গিয়েছিল?
উত্তর : অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে।
প্রশ্ন : কত তারিখে পোল্যান্ড আক্রমণ করা হয়?
উত্তর : ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
প্রশ্ন : বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : সারায়েভো।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ হারান?
উত্তর : এক কোটি মানুষ।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধে কত মানুষ আহত হয়েছিল?
উত্তর : দুই কোটি মানুষ।
প্রশ্ন : প্রথম মহাযুদ্ধে দুই পক্ষ কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : কেন্দ্রীয় বা অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সংস্থার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের?
উত্তর : জাতিসংঘের।
প্রশ্ন : কততম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যোগদান করে?
উত্তর : ১৩৬তম।
প্রশ্ন : কত তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বক্তৃতা দেন?
উত্তর : ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।
প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে কোন ভাষায় বক্তৃতা দেন?
উত্তর : বাংলা ভাষায়।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে দায়িত্ব পালন করে?
উত্তর : ১৯৭৯-৮০ সালে।
প্রশ্ন : কত সালে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়?
উত্তর : ১৯৮৪ সালে।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশনে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করে?
উত্তর : ৪২তম অধিবেশনে।
প্রশ্ন : কোন সময় বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয়?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময়।
প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কত মানুষ আশ্রয় নেয়?
উত্তর : প্রায় এক কোটি মানুষ।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের কোন সংস্থাগুলো ভূমিকা রাখছে?
উত্তর : বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থা।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ করে কত তারিখে?
উত্তর : ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় কে?
উত্তর : জাতিসংঘ।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে?
উত্তর : ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।
প্রশ্ন : বিভিন্ন শরণার্থীশিবিরে শরণার্থীদের জন্য কাজ করে কোন কোন সংস্থা?
উত্তর : ইউএনএইচসিআর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
প্রশ্ন : দেশের তৃণমূল পর্যায়ের শাসন পরিচালনায় কোন সরকারব্যবস্থা আছে?
উত্তর : স্থানীয় সরকার।
প্রশ্ন : স্থানীয় সরকার কীভাবে নির্বাচিত হয়?
উত্তর : জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।
প্রশ্ন : স্থানীয় সরকারব্যবস্থার লক্ষ্য কী?
উত্তর : স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
প্রশ্ন : স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : ইউনিয়ন পরিষদ।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

২৮. ভিনেগার যোগে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি কোনটি?
ক. কিউরিং খ. পিকলিং
গ. সুপারিং ঘ. ট্যানিং

২৯. মাংসে সৃষ্ট কোন উপাদানটি ক্যানসার ও পিটিউমার সৃষ্টির জন্য দায়ী?
ক. নাইট্রোমিথেন খ. মিথেন
গ. ক্যালসিয়াম ফসফেট
ঘ. নাইট্রোসো অ্যামিন

৩০. মল্ট মিশ্রণে নিচের কোনটি আছে?
ক. ইথানল খ. মিথানল
গ. ইথান্যাল ঘ. ভিনেগার

৩১. ভিনেগার তৈরিতে নিচের কোন যৌগটির জলীয় দ্রবণ ব্যবহৃত হয়?
ক. ভিনাইল অ্যাসিটেট
খ. অ্যাসিটিক অ্যাসিড গ. মিথান্যাল
ঘ. ভিনাইল ক্লোরাইড

৩২. 100% বিশুদ্ধ ভিনেগারকে কী বলে?
ক. সাদা ভিনেগার খ. কালো ভিনেগার
গ. লাল ভিনেগার ঘ. সবুজ ভিনেগার

৩৩. ইথানোয়িক অ্যাসিডের শিল্পোৎপাদনে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. মিথেন খ. ইথেন
গ. ইথাইন ঘ. প্রোপেন

৩৪. বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইথানোয়িক অ্যাসিডের বিশুদ্ধতা কত?
ক. 97.6% খ. 98%
গ. 99.25% ঘ. 99.5%

৩৫. গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ভৌত অবস্থা কীরূপ?
ক. পানির মতো স্বচ্ছ
খ. রক্তিম বর্ণের গ. তুষারের মতো সাদা
ঘ. বরফের মতো স্ফটিক

৩৬. কুইক ভিনেগার পদ্ধতিতে কত % অ্যাসিটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়?
ক. 2-4% খ. 4-10%
গ. 6-10% ঘ. 8-10%

৩৭. লবণ দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণকে কী বলে?
ক. কিউরিং খ. ইথেনিং
গ. ক্যারোটিন ঘ. পিকলিং

৩৮. ভিনেগার দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণকে কী বলে?
ক. কিউরিং খ. ইথেনিং
গ. পিকলিং ঘ. প্রিজারভেটিভ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ২৮. খ ২৯. ঘ ৩০. ক ৩১. খ ৩২. ক ৩৩. গ ৩৪. ঘ ৩৫. গ ৩৬. গ ৩৭. ক ৩৮. গ

আগামীকাল থাকবে

■ **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, জীববিজ্ঞান
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র
■ **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
■ **পরীক্ষার সময়সূচি** : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১ সালের প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # মাগো, ওরা বলে (কবিতা)

৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'—কার লেখা?
ক. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৪. 'মাগো, ওরা বলে'—কবিতা কোন পটভূমিতে রচিত?
ক. মুক্তিযুদ্ধ
খ. ভাষা আন্দোলন
গ. তেভাগা আন্দোলন
ঘ. সাঁওতাল বিদ্রোহ

৫. কোন ফুলে লতাটা নুয়ে পড়েছে?
ক. ঘাস ফুলে খ. ঝিঙে ফুলে
গ. কদম ফুলে ঘ. কুমড়ো ফুলে

৬. খোকার মা কী শুকিয়ে রেখেছেন?
ক. চালের গুঁড়ো খ. লইট্টা শুঁটকি

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

গ. ডালের বড়ি ঘ. চিড়ার মোয়া

৭. চিঠিটি ছিল খোকার—
ক. হাতে খ. পকেটে
গ. মাথায় ঘ. পাশে

৮. খোকার কাছে পাওয়া চিঠিটি কোন অবস্থায় ছিল?
ক. ঘামে আর রক্তে ভেজা
খ. ময়লা আর রক্তে ভেজা
গ. ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা
ঘ. পুরোনো আর রক্তে ভেজা

৯. খোকা মায়ের জন্য কী নিয়ে ফিরে আসবে?
ক. কথার ঝুড়ি খ. টাকার পাহাড়
গ. আকাশের চাঁদ ঘ. অনেক সুখ

১০. কারা সবার কথা কেড়ে নেবে?
ক. ইংরেজরা খ. বিদেশিরা
গ. ওলন্দাজরা ঘ. পাকিস্তানিরা

১১. খোকার চিঠি পড়ে মা কী করে?
ক. হাসে খ. কাঁদে
গ. ঘুমায় ঘ. জাগে

১২. মা মুড়কি তৈরি করে কোন ধান থেকে?
ক. বিন্নি খ. উড়কি
গ. আউশ ঘ. আমন

১৩. মা খোকার জন্য কী কুটে রেখেছে?
ক. পাকা আম খ. নলিতার শাক
গ. হলুদ পেঁপে ঘ. নারিকেলের চিড়ে

১৪. ঝাপসা চোখে মা কোথায় তাকায়?
ক. বারান্দায় খ. দূরে
গ. উঠানে ঘ. কাছে

১৫. মায়ের চোখে কোন মাসের মতো রোদ?
ক. ফাল্গুন খ. চৈত্র
গ. বৈশাখ ঘ. জ্যৈষ্ঠ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. গ ৭. খ ৮. গ ৯. ক ১০. ঘ ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. খ

বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ | বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদ, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সংগ্রহ, নম্বরপত্র যাচাই ও সত্যায়ন অনলাইনের মাধ্যমে করার সুযোগ দিচ্ছে সরকার।

ক্যাম্পাস এখন শিক্ষার্থীদের

ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের পর নানা রকম পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। যে পরিবর্তনগুলো ইতিবাচক, সেগুলো ধরে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়মে ফিরেছে আবাসিকতা

এমন প্রাণবন্ত ক্যাম্পাসই ছিল শিক্ষার্থীদের চাওয়া। ছবি : শহিদুল ইসলাম

সাজিদ হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চলতি বছরেও হল থেকে শিক্ষার্থী নামিয়ে দেওয়া, আসন-বাণিজ্য, কিংবা শিক্ষার্থী নির্যাতনের মতো ঘটনায় একাধিকবার 'খবর' হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বদলে যাচ্ছে সেই চিত্র। আবাসিক হলে শৃঙ্খলা ফেরা থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে ইতিবাচক পরিবর্তন। শিক্ষার্থীরা এখন স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারছেন। অধিকার আদায়ের প্রশ্নেও হতে পারছেন সোচ্চার।

হলে শৃঙ্খলা ফেরার 'আভাস'

মাস দুয়েক আগেও আবাসিক হলগুলোতে ছিল ছাত্রলীগের একক দখল। প্রতিটি হলেই নেতা-কর্মীদের নামে কক্ষ কিংবা 'রাজনৈতিক ব্লক' ছিল। আসন দখলের কৌশল হিসেবে তাঁরা চালাতেন 'রুমওয়ার্ক' ও 'জয় বাংলা ব্লাড স্কিম'। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সুপারিশ ছাড়া আবাসিকতা পাওয়া যায় না, এই ছিল সংস্কৃতি। এ ছাড়া হলের আসন থেকে শিক্ষার্থীকে নামিয়ে দেওয়া, শিক্ষার্থী নির্যাতন হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনকার গল্প। ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ডাইনিং ও ক্যানটিনে খাবার খেয়ে টাকা না দেওয়ারও অভিযোগ ছিল। আবাসিকতার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া এবং যথাযথ নিয়মানুসারে আসন বরাদ্দ দেওয়ার রীতিটিও অচল হয়ে পড়েছিল।

৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে আবাসিক হলের সেই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে। হলে নেই কোনো দলীয় ছাত্রসংগঠনের দখলদারি। 'রাজনৈতিক ব্লক' বা কক্ষগুলোরও অবসান হয়েছে। প্রশাসনের আলটিমেটামের পর দখলদার ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করছেন। হল প্রশাসন, শিক্ষার্থী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অভিযানে হলগুলো অস্ত্রমুক্ত করা হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে হলে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবাসিকতার আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা গেস্টরুমে নির্দ্বিধায় আড্ডা দিতে পারছেন। হলের নানা সমস্যা সমাধানে এবং মেলবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখ্‌শ হলের ডাইনিংয়ে ২২ বছর ধরে টেবিল বয় হিসেবে কাজ করছেন আকবর আলী। শিক্ষার্থীদের কাছে 'আকবর ভাই' নামেই পরিচিত। বলছিলেন, 'আগে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হতো। টাকা চাইলে বলত "বড় ভাই" দেবে। কিন্তু সেই বড় ভাইয়ের দেখা মিলত না। টাকাও পাওয়া হতো না। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। হলের পরিবেশ শান্ত আছে।'

গত বছরের মার্চ মাসে হলে আসন পাওয়ার পরও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হয়রানির শিকার হয়েছিলেন প্রতিবন্ধী ছাত্র নাদিম আলী। পরে *প্রথম আলো*সহ বেশ কিছু গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর তিনি আসন বরাদ্দ পান। আইন বিভাগের এই শিক্ষার্থী বলেন, 'আগের চেয়ে হলের পরিবেশ এখন অনেকটাই ভালো। আগে টাকা দিয়ে সিটে উঠলেও হয়রানির শিকার হতে হতো। মিটিং-মিছিলে যেতে হতো। এখন সহজেই আসন পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ধরে রাখাটা জরুরি।'

ছাত্র সংসদভিত্তিক রাজনীতি চান শিক্ষার্থীরা

ক্যাম্পাসের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সর্বত্র চলছে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার' ও 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ' নামের ফেসবুক গ্রুপে কদিন পরপরই এ-সংক্রান্ত পোল করে মতামত নেওয়া হচ্ছে। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) চালুর পক্ষে সমর্থন দিতে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসে, সেই দলের ছাত্রসংগঠনই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তারা শিক্ষার্থী নির্যাতন, চাঁদাবাজি, হলে আসন-বাণিজ্যসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। তাই দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ চালু করতেই আগ্রহী তাঁরা।

অধিকার আদায়ে সোচ্চার

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হচ্ছেন। নানা অনিয়ম, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং ফলিত গণিত বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগে 'বিভাগ সংস্কার' নামে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত আলোচনা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সেশনজট নিরসন, দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও শিক্ষকদের রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নেওয়াসহ আরও বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন।

যৌন হয়রানি, অপেশাদার আচরণ, অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত পাঁচজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে চারজনকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাডেমিক কমিটি।

ছাত্রলীগের পদধারী এবং বিভিন্ন সময় যাঁরা শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করেছেন, তাঁদের ছবিসহ ব্যানার সাঁটিয়ে দিয়েছেন আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা। সেখানে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী নির্যাতন ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ সময়ের অস্থিরতা কাটিয়ে ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। একটা সময় শিক্ষার্থীরা কথা বলতে পারত না। সেই ভয়ভীতি তাঁরা কাটিয়ে উঠছেন। হলে মেধার ভিত্তিতে আবাসিকতা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে এগোচ্ছে, সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ক্যাম্পাসে যে পরিবেশ থাকা প্রয়োজন, সেটি অচিরেই ফিরে আসবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ছাত্র উপদেষ্টা আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলছিল। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছি। হলের অবৈধ আসনগুলো দখলমুক্ত করেছি। নিয়মানুসারে আবাসিকতা দেওয়ার নোটিশ দিয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে নানা রকম পদক্ষেপ নিচ্ছি। তা ছাড়া ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কাজ করছি।'

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইনিংয়ের খাবারের স্বাদও বদলে গেছে

খাবারের মান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে, যোগ হচ্ছে নতুন নতুন পদও। ছবি : তানিউল করিম

ইসরাত জাহান

খেতে বসে দেখা গেল, প্লেট থেকে ডিম উধাও। গেল কই! আরেকজনের পাতে চলে গেছে সেই ডিম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ডাইনিংগুলোতে আজকাল চোখে পড়ছে এমন ছোটখাটো খুনসুটি, আড্ডা।

সকাল থেকে টানা ক্লাস। দুপুরে মেলে ঘণ্টাখানেকের বিরতি। মধ্যাহ্নভোজ সারতে ওই সময়টুকুতেই হলের ডাইনিংয়ে ছোটেন শিক্ষার্থীরা। মাসখানেক আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। ছিল নিম্নমানের রান্না আর 'জোর করে কুপন কাটানোর' সংস্কৃতি। শিক্ষার্থীরা হলের ডাইনিংয়ে না খেলেও ছাত্রলীগ কর্মীদের চাপে পড়ে কুপন কিনতেই হতো। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর শুধু এই পদ্ধতির নয়, খাবারের মানও বদলেছে। প্রতিদিন খাবারের তালিকা বদলাচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও নানা স্বাদ চেখে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন।

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জাকিয়া জাহান বললেন বেগম রোকেয়া হলের ডাইনিংয়ের কথা। তাঁর বক্তব্য, 'আগে মাছ ও মুরগির তরকারির পাতলা, ফ্যাকাশে ঝোল দেখলেই খাওয়ার রুচি চলে যেত। মনে হতো পানির মধ্যে শুধু হলুদ আর মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে রেখেছে। ডাল নিয়ে তো কোনো কথাই নেই। এতটাই স্বচ্ছ ডাল দেওয়া হতো যে বাটির তলা পরিষ্কার দেখা যেত। এখন খাবারের মান অনেকটা ভালো হয়েছে। মাছ, মুরগির ঝোল থেকে শুরু করে ডাল, ভর্তা, ভাজি, সবজি, ছোট মাছ—সব খাবারেরই মান বেড়েছে। তবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে হাঁসের মাংস আর সুগন্ধি চালের খিচুড়ি। বৃষ্টির দিনের জন্য থাকে এই বিশেষ আয়োজন। এখন ডাইনিংয়ে গেলে খাবারের ঘ্রাণ পাই। আগে ঢুকলেই পচা গন্ধ এসে নাকে লাগত।'

আগে ডাইনিংয়ের পুরো পরিচালনা প্রক্রিয়াতেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আধিপত্য ছিল। ডাইনিংয়ে কারা খাবেন, কী খাবেন, কখন খাবেন, সব তাঁরাই নির্ধারণ করতেন। অভিযোগ আছে, শিক্ষার্থীদের কুপনের অর্ধেক টাকাও খাবারের পেছনে খরচ করা হতো না। কুপনের টাকা আত্মসাৎ, নেতা-কর্মীদের বিনা মূল্যে ডাইনিংয়ে খাওয়া—এসব ছিল খুব 'সাধারণ' রীতি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে ডাইনিংয়ের পরিচালনা পদ্ধতি বদলেছেন। হল প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ৫ থেকে ৬ জনের হল প্রতিনিধিদল নির্বাচন করা হয়েছে, তাঁরাই হলের শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো দেখছেন। তাঁরাই ঠিক করছেন, কোন দিন কোন বর্ষের শিক্ষার্থীরা ডাইনিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন। কোনো হলে বর্ষভিত্তিক, আবার কোনো হলে এটি ফ্লোরভিত্তিক। সপ্তাহের দিনগুলো ঘুরে ঘুরে হলের সবাইকেই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলের ডাইনিংয়ের দায়িত্বে আছেন কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. বাশিরুল ইসলাম। বললেন, 'তিনটি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে—টাটকা খাবার, মানসম্মত রান্না এবং বৈচিত্র্য। প্রতিদিন আড়াইশর বেশি শিক্ষার্থী ডাইনিংয়ে খাচ্ছেন। ৫০ টাকার মধ্যেই মাছ বা মাংস, ডিম, একাধিক ভাজি-ভর্তা পাওয়া যায়। বিনা মূল্যে থাকে ডাল। যার যত খুশি নিতে পারে। এ ছাড়া কখনো কখনো মিষ্টি বা দইও থাকে। খাবার খেয়ে এখন কমবেশি সবার মুখেই তৃপ্তির হাসি দেখা যায়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. রিয়াজ হোসাইন থাকেন ফজলুল হক হলে। বললেন, 'আগে হলের ডাইনিংয়ের খাবার নিম্নমানের হওয়ার কারণে বাইরে হোটেলে গিয়ে খেতে হতো। বাইরে দাম তুলনামূলক বেশি। ফলে পুষ্টিকর খাবার পাওয়ার আশাও করতাম না। কিন্তু এখন হলের খাবারের মান ভালো হওয়ায় কম খরচে মোটামুটি পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছি। গতকাল রাতেই ৫০ টাকার মধ্যে মোটামুটি ভালো সাইজের রুই মাছের টুকরা, লালশাক, আলুভর্তা আর মিক্সড সবজি খেলাম হলের ডাইনিংয়ে। মজার ব্যাপার হলো, ভাত ও ডাল যে যার ইচ্ছেমতো নিতে পারে।'

এখন আর শিক্ষার্থীদের জোর করে কুপন কাটানো হয় না

খাবারের মানের ব্যাপারে লিখিতভাবে মতামত জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ডাইনিং ঘুরে স্বাদ চেখে দেখছেন হলের প্রাধ্যক্ষ ও হাউস টিউটররাও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ শরীফ-আর-রাফি বলেন, 'খাবারের মান ও বৈচিত্র্যের কথা শুনেই মূলত আগ্রহ হয়েছিল। তাই একদিন ছাত্রদের সঙ্গে বসে পড়লাম। পরিবর্তন এসেছে বলতেই হয়। তবে এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।'

সবজি, ভর্তা, নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে ডাইনিংয়ে

বেগম রোকেয়া হলের সানজিদা শৈলী, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সাঈদা, নাজমুল আহসান হলের সিয়াম, ঈশা খাঁ হলের সৈকতের মতো শিক্ষার্থীদের এখন আর ডাইনিংয়ে খাবার খেতে বাধ্য করা হচ্ছে না। নিজ আগ্রহেই তাঁরা হাজির হচ্ছেন। একসময় হলের যেই পাচকের রান্না মুখে তোলা যেত না, সবাই এখন তাঁর রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

স্বাভাবিকভাবেই এসবের প্রভাব শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার ওপরও পড়েছে। প্রতি বেলা খাবারের আয়োজনই যেন একেকটা ছোটখাটো উৎসব। ডাইনিং এখন বন্ধুত্ব, আড্ডা, খুনসুটি আর স্মৃতি তৈরির জায়গা।

প্রস্তুতি

সদ্য স্নাতকদের মধ্যে চাকরিদাতারা কী খোঁজেন

জাহিদ হোসাইন খান

একদিকে তরুণেরা বলেন, শুধু সনদ থাকলেই চাকরি মেলে না। অন্যদিকে চাকরিদাতারা বলেন, তাঁরা যোগ্য লোক পান না। ঘাটতিটা আসলে কোথায়? সদ্য স্নাতকদের মধ্যে চাকরিদাতা বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত কোন কোন দক্ষতা দেখতে চান?

সৃজনশীলতা এখন সবার আগে

চাকরিদাতা একজন 'ফ্রেশারের' মধ্যে সবার আগে সৃজনশীলতা খোঁজেন। বলছিলেন পেট্রোম্যাক্স এলপিজি লিমিটেডের মানবসম্পদ পরিচালক লামিয়া বুশরা। লামিয়া এর আগে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের গ্রুপ মানবসম্পদপ্রধান, ব্র্যাক ব্যাংকের রিক্রুটমেন্ট ও রিলেশনশিপ-প্রধানসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'সৃজনশীল কর্মীরা সাধারণত সমস্যার নতুন নতুন সমাধান খুঁজতে পারেন। প্রচলিত চিন্তার বাইরে গিয়ে ভাবতে পারেন, উদ্ভাবনী সমাধান দিতে পারেন। করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এমনটাই চায়।' মনে রাখতে হবে, সৃজনশীলতা শুধু শিল্পকলা বা ডিজাইনের বিষয় নয়। বরং সমস্যার সমাধানে নতুন পদ্ধতি বের করা, দলগত কাজের মধ্যে নতুন ধারা আনা কিংবা বিপণন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন চিন্তাধারা যোগ করা—এসবও সৃজনশীলতারই অংশ।

শেখার আগ্রহ থাকতেই হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ বলেন, 'প্রযুক্তি ও বিশ্বব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই কাজের ধরন এবং চাহিদাও বদলে যাচ্ছে। কেউ যদি দ্রুত নতুন জিনিস শিখতে ও তা প্রয়োগ করতে পারেন, তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্যও অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। নিয়োগকর্তারা সব সময় এমন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করেন, যাঁর মধ্যে নমনীয় মানসিকতা আছে। যে নিয়মিত নিজের দক্ষতাকে আপডেট করে।'

ধৈর্য থাকতেই হবে

করপোরেট সংস্কৃতিতে 'ধৈর্য' একজন সদ্য স্নাতকের জন্য খুব জরুরি। চাপের মধ্যে থেকেও সময়মতো কাজ শেষ করতে পারা একটি বড় দক্ষতা। ধৈর্য না থাকলে আপনি এই দক্ষতা রপ্ত করতে পারবেন না। ইস্টার্ণ ব্যাংক পিএলসির (ইবিএল) মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মঞ্জুরুল আলম বলেন, 'ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে মানসিক স্থিরতা ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ।' বিজনেস ইনসাইডারের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৭১ শতাংশ নিয়োগকারী ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে মানসিক বুদ্ধিমত্তাকে অগ্রাধিকার দেন।

নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আগ্রহ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেলয়েটের একটি প্রতিবেদন বলছে, ৬৪ শতাংশ নিয়োগকর্তা কাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দেন। মূলত মহামারি-পরবর্তী সময়ে এই দক্ষতার চাহিদা বেড়েছে। কানাডার সেন্টেনিয়াল কলেজের এইচআর বিজনেস ফ্যাকাল্টি ও রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সাবেক প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফয়সাল ইমতিয়াজ খান বলেন, 'যাঁরা নতুন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, কাজের নতুন ক্ষেত্রে নিজেদের পরীক্ষা করতে চান, চাকরিদাতারা তাঁদেরই খোঁজেন। কারণ, এর মাধ্যমে একদিকে কর্মীর ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নতি হয়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানেরও লাভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানও কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে টেকনিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, আইটি, এ ধরনের খাতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সহশিক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা

নেতৃত্ব, দলের সঙ্গে কাজ করার সক্ষমতা—এসব যাচাইয়ের জন্য চাকরিদাতারা জানতে চান, সহশিক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা আছে কি না। যুক্তরাজ্যভিত্তিক রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান জোনস ল্যাং লাসালের জ্যেষ্ঠ পরিচালক এ এইচ এম সাইফ হোসেন বলেন, '৪০-৫০ মিনিটের ইন্টারভিউতে একজন প্রার্থীর সবকিছু বোঝা যায় না। তাই যোগাযোগের দক্ষতার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। করপোরেট সংস্কৃতিতে নেতৃত্ব এবং দলগত সহযোগিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ ধরনের অভিজ্ঞতা ফ্রেশারদের খুব কাজে লাগে। চাকরিদাতারা সব সময়ই এমন কর্মী চান, যাঁরা সঠিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে। দলগত কাজে অবদান রাখতে পারবে। শুধু ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারা মানেই কিন্তু যোগাযোগের দক্ষতা নয়। নিজের মাতৃভাষায় সে কতটা সাবলীল, ভাবনাটা কত ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারছে, এসবও যাচাইয়ের বিষয়।'

প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সময় ব্যবস্থাপনা

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের এক গবেষণায় বলা হয়, ৭৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান দক্ষতাভিত্তিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকছে। ফয়সাল ইমতিয়াজ বলেন, 'আজকের ডিজিটাল যুগে চাকরিদাতারা ফ্রেশারদের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা খোঁজেন। মাইক্রোসফট অফিস থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং, ডেটা অ্যানালিটিকস, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইত্যাদি বিষয়ে যত ভালো দখল থাকবে, আপনি তত এগিয়ে থাকবেন। বিশেষ করে আইটি খাতে কাজ করতে হলে নির্দিষ্ট সফটওয়্যার ও বিভিন্ন টুলস ব্যবহারের দক্ষতা আশা করে। ফ্রেশারদের মধ্যে সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতাও একটি বড় গুণ। সময় মেনে চলতে পারছেন মানে আপনি কাজের ব্যাপারে সিরিয়াস। এই সিরিয়াসনেসটাই অনেকে দেখতে চান।'

মেধাবী মুখ

নাটকের সঙ্গে আর্যর রসায়ন

মো. জান্নাতুল নাঈম

অফিস শেষে থিয়েটারে ছুটতেন অভিনয়শিল্পী মা, সঙ্গে যেত ছোট্ট আর্য। মহড়ায় ব্যস্ত থাকতেন মা-বাবা। আর আর্য শেষ করতেন গণিত, পদার্থ ও রসায়নের বাড়ির কাজ। নাটকের মহড়ার হইহট্টগোলের ভিড়ে আর্যর অবশ্য পড়ায় সমস্যা হতো না। এভাবে পড়ালেখা আর অভিনয়—দুটোর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন আর্য মেঘদূত। একদিকে মঞ্চে কাজ করেছেন, অন্যদিকে ও লেভেল পরীক্ষাতেও রসায়ন বিষয়ে পেয়েছেন সর্বোচ্চ নম্বর। দুইয়ের যোগফল—শতভাগ বৃত্তিসহ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিমানে চড়েছেন তিনি।

যাওয়ার আগেই মুঠোফোনে কথা হয় আর্যর সঙ্গে। বলছিলেন, 'থিয়েটারের গান, ঢোলের তাল, অভিনয়ের অনুশীলনের মধ্যেই দিনের পর দিন পড়াশোনা করেছি। পরদিনের স্কুলের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। অনুশীলন শেষেও আড্ডা দিতে অনেকে আমাদের বাসায় আসতেন। আমিও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম। আঙ্কেল-আন্টিদের সঙ্গে কথা বলতাম। এটাই প্রায় প্রতিদিনের রুটিন ছিল।' নাটকে মনঃসংযোগ, চরিত্র নিয়ে ভাবনা, একই চরিত্র বা সংলাপ ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরার চ্যালেঞ্জ—এই বিষয়গুলো পড়ালেখার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে বলে মনে করেন তিনি।

রূপবতী নামের একটি নাটকে মা সোনিয়া হাসান ও বাবা আসাদুল ইসলামের সঙ্গে প্রথমবার মঞ্চে ওঠেন আর্য। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বা ছয় বছর। পরে নাটকের দল ম্যাড থেটারে-এর অংশ হয়ে যান। ২০১৫ সালে মা-বাবার সঙ্গে আবার মঞ্চ ভাগাভাগির সুযোগ হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সে *নদ্দিউ নতিম* নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি।

ও লেভেল পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়ে সারা বিশ্বের সর্বোচ্চ নম্বরধারীদের একজন হয়েছেন। গণিতেও তাঁর নম্বর ছিল দেশসেরা। ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এই প্রাক্তনীকে নিয়ে অনুজেরা গর্ব করতেই পারেন।

অক্সফোর্ডে পড়ার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন রসায়ন। রসায়নের সঙ্গে আর্যর রসায়নটা ঠিক কেমন? হেসে বলেন, 'ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণিতেও রসায়ন নিয়ে খুব যে আগ্রহ ছিল, এমন নয়। ঠিকমতো বুঝতাম না। ও লেভেলে উঠে মামুন স্যারকে পাই। তাঁর রসায়নের ক্লাসগুলো করে খুব মজা পেতাম। বলা যায়, তখনই বিষয়টা নতুন করে আবিষ্কার করি।'

এ লেভেলের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায়ও এই বিষয়ে ৩০০-তে ৩০০ পেয়েছেন আর্য। অক্সফোর্ডে সুযোগ পাওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম আগ্রহ তৈরি করেছেন বাবা। ছোটবেলায় আমার জন্য নিজ হাতে একটা বই বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর পছন্দের শব্দগুলো ছিল। যেমন "পি ফর পর্তুগাল", "আর ফর রোনালদো" ইত্যাদি। ইউ দিয়ে ছিল "ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড", হা হা! গত বছর আবেদন করার সময় মা-বাবার পাশাপাশি স্কুলও সহযোগিতা করেছে। অক্সফোর্ডের ফলাফল বের হওয়ার দিন মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না আমার মনে থাকবে সারা জীবন। ওখানে পড়ার খরচ এত বেশি, বৃত্তি না পেলে হয়তো কখনোই সম্ভব হতো না।'

একদিকে মঞ্চে কাজ করেছেন, অন্যদিকে ও লেভেল পরীক্ষাতেও রসায়ন বিষয়ে পেয়েছেন সর্বোচ্চ নম্বর।

এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের স্বনামধন্য ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা (এনএসডি) আয়োজিত 'ভারত রঙ্গ মহোৎসব'-এ *অ্যান ফ্র্যাঙ্ক* নাটকে একক অভিনয় করেন এই তরুণ মুখ। প্রশংসাও কুড়িয়েছেন বেশ। উপমহাদেশের অন্যতম বড় এই থিয়েটার উৎসবের অভিজ্ঞতাও মুগ্ধ করেছে আর্যকে। তিনি বলেন, 'এনএসডিতে ১৯৩০-৪০ সাল থেকে হয়ে আসা প্রতিটি নাটকের পোস্টার আছে। হেঁটে হেঁটে সেগুলো দেখছিলাম। ভাবছিলাম, কয়েক বছর পর এখানে এলে নিজের নাটকের ছবিটিও দেখতে পাব। আসলে ওখানে পৌঁছাতে পারাটাই আমার জন্য বড় পাওয়া। আমরা এনএসডির মূল ভবন ও আসামের ডিব্রুগড়ে মোট দুটি শো করি। কিছু দর্শকের বইটা পড়া ছিল না। বাংলাও সেভাবে বোঝেন না। তবু নাটক বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। আমার একক অভিনয় দেখে দর্শকের প্রতিক্রিয়া অনেক ভালো লেগেছে।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আর্য বলেন, 'মঞ্চনাটক আমার জীবনের বড় একটা অংশ। পড়াশোনার পাশাপাশি সব সময়ই এটা চালিয়ে যেতে চাই। যতটা পারা যায়, অক্সফোর্ডে গিয়েও আমার সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমার সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ, আমাদের এখানে কত ভালো ভালো মঞ্চনাটক হয়, সেটা সবাইকে জানাতে চাইব।'

ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে চান এই শিক্ষার্থী। বিশেষ করে বাংলাদেশে এর প্রভাব বেশ ভাবায় আর্য মেঘদূতকে।

বুয়েট ক্যাম্পাসে দেখা হচ্ছে তো?

গত বছর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন **আদনান আহমেদ**। বুয়েট ভর্তি-ইচ্ছুকদের জন্য কী পরামর্শ দিলেন তিনি?

গত বছর বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন আদনান আহমেদ। ছবি : সংগৃহীত

উচ্চমাধ্যমিকের সময়ে প্রস্তুতি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাসের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকের (এইচএসসি) সিলেবাস বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে উচ্চমাধ্যমিক থেকেই বুয়েটের প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। কলেজের ওঠার পর থেকেই কেউ যদি বিষয়টি মাথায় রেখে পড়াশোনা করেন, নিঃসন্দেহে তিনি অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। কারণ, শুধু বুয়েট নয়, মেডিকেল কিংবা যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসির পাঠ্যক্রমের বইগুলোই প্রস্তুতির মূল ভিত্তি। এই বইগুলো যত বেশি আয়ত্তে আনতে পারবেন, একাডেমিক ও ভর্তির প্রস্তুতি তত ভালো হবে।

মূল বইয়ের প্রতিটি বিষয়, ধারণা (কনসেপ্ট) ও অনুশীলনীর প্রশ্ন যেন ভালোভাবে (বেসিকসহ) শেষ করা হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যাঁরা এইচএসসির পড়ালেখার পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চান, তাঁরা চাইলে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেলের প্রশ্নব্যাংক পড়তে পারেন। এতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন কোচিং বা প্রকাশনীর বই পড়ে মৌলিক বিষয়ের (বেসিক) ভিতটা মজবুত করার সুযোগ তো আছেই। এ যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উৎসাহ ধরে রাখা। পরীক্ষায় খারাপ ফল আসতেই পারে, মন খারাপ করা যাবে না; বরং কোন কোন প্রশ্নে ভুল হয়েছে, তা খুঁজে বের করে চর্চা করতে হবে। কেউ চাইলে ভুল করা প্রশ্ন আলাদাভাবে নোট করতে পারেন, এতে দ্বিতীয়বার ভুল করার আশঙ্কা কমে যাবে।

ভর্তি পরীক্ষার সময় প্রস্তুতি

এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বসার আগপর্যন্ত সময়টা অনেক চ্যালেঞ্জিং, একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণও। এ সময় বিভিন্ন কোচিংয়ের বই, প্রশ্নব্যাংক, রিসোর্সের ভিড়ে কোনটা পড়ব, কী পড়ব—ঠিক করাই শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। তাঁদের উদ্দেশে বলব, আগে নিজের অগ্রাধিকার ঠিক করুন। আপনি কী চান? অনেক শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে, কোনোমতে একটা আসন পেলেই চলবে। আবার অনেকে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থানে যেতে চান। দুই ধরনের শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির মধ্যে পার্থক্য আছে।

আপনি যদি প্রথম ধরনের মধ্যে পড়েন, আপনার উচিত হবে আগের বছর যেসব বিষয় থেকে প্রশ্ন এসেছে, সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। সঙ্গে মূল বইয়ের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে। মূলত পাঠ্যবই, প্রশ্নব্যাংক ও ক্লাসের বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলেই প্রস্তুতিটা হয়ে যাবে বলে মনে করি।

অন্যদিকে যাঁদের লক্ষ্য একটা ভালো অবস্থান, তাঁদের উচিত পাঠ্যবই, প্রশ্নব্যাংক, ক্লাসের পড়ার পাশাপাশি কোচিং থেকে যেসব রিসোর্স দেওয়া হয়, সেগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানো। ক্লাস ও মূল বইয়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা দরকার। অনেকে মনে করেন, খুব ভালো ফল করার জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (আইআইটি) প্রশ্ন সমাধান করা বাধ্যতামূলক। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। এগুলোর সমাধান না করেও ভালো করার নজির বহু আছে। আবার বাড়তি প্রস্তুতি নিতে গিয়ে মূল পড়ার ক্ষতি হয়েছে, এমন নজিরও কম নয়।

এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোচিংয়ে অনলাইন ও অফলাইন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এ প্রসঙ্গে বলব, পরীক্ষার সময় যতটা চাপমুক্ত থাকা যায়, ততই ভালো। অনেক সময় প্রত্যাশার তুলনায় কম নম্বর আসবে। এটা স্বাভাবিক, হতাশ হওয়া যাবে না। ছোটখাটো ভুলত্রুটি এড়ানোর জন্য চর্চার কোনো বিকল্প নেই। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে।

পরীক্ষার সময়ের কৌশল

ভর্তি পরীক্ষার সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো সময় ব্যবস্থাপনা। এর জন্য যথোপযুক্ত কৌশল জানা থাকা দরকার। আগের বছরের প্রশ্নগুলো দেখলে বোঝা যায়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের প্রশ্ন হয়। যেমন গত তিন থেকে চার বছর বুয়েটে গাণিতিক অংশ তুলনামূলকভাবে কঠিন (অ্যাডভান্সড) হচ্ছে। আবার রসায়ন সে তুলনায় অনেক সহজ ছিল। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করে কৌশল সাজানো বুদ্ধিমানের কাজ। কোন বিষয় কত গভীরে গিয়ে পড়তে হবে, এভাবেই তা বোঝা যাবে। পরীক্ষার হলে প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয় সবচেয়ে দ্রুত শেষ করা যাবে, তা আগে উত্তর করা শ্রেয়। যাঁদের ছোটখাটো ভুল বেশি হয়, তাঁরা চাইলে রিভিশনের জন্য আলাদা সময় রাখতে পারেন। অবশ্য রিভিশনের সময় পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। সব শেষে সবার জন্য শুভকামনা। বুয়েট ক্যাম্পাসে দেখা হচ্ছে তো?

অনুপ্রেরণা

ছোটবেলার আমিকে ধরে এনে আজকের আমিকে যদি দেখাতে পারতাম

ম্যাডাম ওয়েব চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন সিডনি সুইনি। বছর দুই আগে সিডনিকে 'দ্য ইয়ংগেস্ট ওম্যান ইন হলিউড' স্বীকৃতি দিয়েছিল *এল* ম্যাগাজিন। সেই অনুষ্ঠানে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন তিনি। পড়ুন তাঁর সেই বক্তব্যের অনুবাদ।

সমাজের বেড়াজাল ও প্রত্যাশার চাপ ভেঙে নিজেকে আবিষ্কার করতে আপনারা সবাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমার বড্ড ইচ্ছে, ছোটবেলাকে আমিকে ধরে এনে যদি আজকের আমিকে দেখাতে পারতাম। কারণ, এখানে যেসব নারী আমাকে ঘিরে আছেন, তাঁরা সবাই সেই ছোট্ট মেয়েটিকে অভিনেত্রী হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

বক্তব্য দেওয়ায় আমি খুব পারদর্শী নই। মঞ্চভীতিও কাজ করে প্রচণ্ড। আমি বরং সিনেমার চরিত্রেই স্বাচ্ছন্দ্য। ভেবে দেখলাম, ছোট্ট সিডকে (সিডনি) চিঠি লিখে নিজেকে প্রকাশ করলে মন্দ হয় না। এমন কিছু লিখতে চেয়েছিলাম, যা ছোট্টবেলার 'আমি'র শোনা প্রয়োজন ছিল। অন্যদের মধ্যেও যাঁদের দরকার, তাঁদের কাছে এই লেখা পৌঁছে যাবে বলেই আশা করি।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ ও নির্ভীক মানুষগুলোর মতো যাঁরা হতে চান, তাঁদের জন্য এই চিঠি।

প্রিয় ছোট্ট সিড,

যা যা এখন আমরা করছি, শুনলে তুমি বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানানো দরকার। কখনোই হাল ছেড়ে না দেওয়া বা 'না'কে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য। নিজেকে বিশ্বাস করা এবং স্বপ্ন দেখা থেকে দমানোর সুযোগ তুমি কখনোই কাউকে দাওনি। এমনকি যখন একজনও তোমাকে বিশ্বাস করেনি, তখনো নয়। জীবনের এই সময়ে এসে মনে হয়, তিনটি বিষয়ে আমরা আগেই শিখতে পারতাম। এখন তোমাকে সেগুলোই জানাতে চাই।

পাঠ ১ : নিজেকে এবং অন্যদেরকে ক্ষমা করতে ও সহানুভূতি দেখাতে কখনোই ভুলবে না। আমি জানি, তোমার ছোট শহর ছাড়ার সময় তুমি ভীত ছিলে। কারণ, মানুষ সাধারণত শিকড় ছেড়ে যেতে চায় না। তুমি কোথা থেকে এসেছ বা কোথায় যাচ্ছ, সবাই বুঝবেও না। কেউ এমন থাকবে যে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে দেখবে না, সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর হবে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তারা তোমার স্বপ্ন পূরণ হওয়া নিয়ে ভয় দেখাবে। কিন্তু সেই ব্যথা এবং নেতিবাচকতাকে প্রেরণায় রূপান্তর কোরো। বড় হতে হতে নিজের প্রতি সদয় হও। ব্যর্থ হলে ক্ষমা কোরো।

পাঠ ২ : বর্তমান নিয়ে বাঁচো। মা সব সময় বলতেন, সুযোগ পেলেই দড়ি লাফাবে। আমরা ভাবতাম, মা এ কথা বলেন, যেন আমাদের শারীরিক গড়ন ভালো হয়। পরে বুঝেছি, এর গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি। এই যে ছোটার জন্য একধরনের তাড়না, আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এসব তুমি ভালোবাসবে। কিন্তু সময়টা উপভোগ করতে হলে তোমাকে গতি কমাতেও হবে। অনেক কঠিন কঠিন কাজ করলেই-বা কী লাভ, যদি জীবনের মুহূর্তগুলো উপভোগ করতেই না পারো? দুনিয়াটা বড্ড কঠিন।

পাঠ ৩ : যত কিছু সম্ভব, সবকিছুকেই ভালোবাসো। শিল্প, গান, ভ্রমণ, গাড়ি, খেলাধুলা, শিক্ষা এবং আরও নানা কিছুর পাশাপাশি নিজের প্রেমেও পড়ো। মন খোলা রেখে কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রাখো। সব সময় নতুন সম্ভাবনার খোঁজে থাকো। ভালোবাসার ব্যান্ডউইথকে সীমায় বাঁধবে না, বরং সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবে। কারণ, পৃথিবীতে আরও ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন।

আমি আজও শিখছি এবং আগামীকালও শিখে যাব। এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, কেউই সবকিছুর সমাধান শিখে ফেলেনি। তোমাকে মানুষ প্রশ্ন করবে, বড় হয়ে কী হতে চাও? আশা করি বর্তমানের আমিকে নিয়ে তুমি গর্বিত হবে।

ভালোবাসা নিয়ো, সিড।

অনুবাদ : **মো. জান্নাতুল নাঈম**

উদ্ভাবন

বাজারের সিন্ডিকেট ভাঙতে ইব্রাহিমের অ্যাপ

তানভীর রহমান

'চালের দাম..., ডালের দাম..., ডিম... টাকা হালি, কেউ বেশি চাইলে শিক্ষার্থী অথবা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন', ৫ আগস্টের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ রকম একটি পোস্ট মো. ইব্রাহিম মোল্লার চোখে পড়ে। ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটির কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের এই শিক্ষার্থী তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেন, যদি এক প্ল্যাটফর্মেই দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম পাওয়া যেত, কেমন হতো?

এভাবেই শুরু।

দুই সপ্তাহের প্রচেষ্টায় 'বাজারদর' নামে একটি অ্যাপ তৈরি করেন ইব্রাহিম। এর মাধ্যমে বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য এবং এই মূল্য কখন হালনাগাদ করা হয়েছে, তা সহজেই জানা সম্ভব। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরে যোগাযোগের একটি নম্বরও দেওয়া আছে। অ্যাপটি থেকে কেবল ক্রেতাই নন, বিক্রেতাও সুবিধা পাবেন, জানালেন ইব্রাহিম। তিনি বলেন, 'পরিবেশকেরা অতিরিক্ত দামে পণ্য সরবরাহ করতে চাইলে দোকানদাররাও প্রতিবাদ করতে পারবেন। বলতে পারবেন, অ্যাপের চেয়ে বেশি দামে কেউ কিনছে না। এর বেশি তিনি দিতে পারবেন না।'

এভাবে বাজার সিন্ডিকেটও ভাঙা সম্ভব, মনে করেন ইব্রাহিম মোল্লা। তাঁর মতে, 'সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য নানাভাবেই তো চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণেই হোক বা ক্ষমতাশালীদের কারণে হোক, সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এবার উল্টোভাবে কাজটা করা উচিত। তৃণমূল পর্যায় থেকে সিন্ডিকেটের বিপক্ষে দাঁড়াতে চাই। কারণ, জনগণ বেশি দামে না কিনলে দোকানদার বেশি দাম রাখতে পারবেন না। অথবা সেই পণ্য দোকানে রাখবেন না। তখন পরিবেশকেরা চাপে পড়বেন, ঊর্ধ্বতনকে জানাতে বাধ্য হবেন। ফলে দাম কমে আসবে।'

বিনা মূল্যেই সরকারকে অ্যাপটি উপহার দিতে চান এই তরুণ। কারণ হিসেবে বলেন, 'আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অ্যাপটি চালু হলে নিজেও কম মূল্যে কিনতে পারব। তাই বলা যায়, কিছুটা ব্যক্তিগত; কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এটা দিতে চাইছি।'

অ্যাপটি ব্যবহারকারীর কোনো তথ্য নেয় না। এতে বিজ্ঞাপনের ঝুটঝামেলা নেই। ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া অফলাইনেও ব্যবহারের সুযোগ আছে। ইব্রাহিম মোল্লা উল্লেখ করেন, 'আমরা তরুণেরা প্রযুক্তিগত বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখি। কিন্তু যাঁরা বয়স্ক বা প্রান্তিক এলাকার মানুষ, তাঁরা এসব বোঝেন না। অ্যাপের ব্যবহারবিধি তাই সহজ রাখার চেষ্টা করেছি, যেন তাঁদেরও সমস্যা না হয়।'

বর্তমানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন এই শিক্ষার্থী। বিভিন্ন জায়গায় মেইল ও চিঠি-চালাচালি করছেন। সবার সহায়তা পেলে অ্যাপটি আরও উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

ভারতে রিজার্ভ ৭০ হাজার কোটি ডলার

ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে সম্প্রতি ৭০ হাজার ৪৮৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারে উঠেছে। বিজনেস লাইন

সংক্ষেপে

ভারতে অ্যাপলের আরও চার বিক্রয়কেন্দ্র

ভারতে ব্যবসা বাড়াতে নতুন চারটি বিক্রয়কেন্দ্র খুলছে মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপল। বিক্রয়কেন্দ্রগুলো আগামী বছর চালু হবে। এসব বিক্রয়কেন্দ্রে ভারতের উৎপাদিত আইফোন বিক্রি হবে। এত দিন ভারতের কারখানায় শুধু ফোন সংযোজন করত অ্যাপল। তবে এখন দেশটিতে আইফোন ১৬ ও আইফোন ১৬ ম্যাক্স প্রো উৎপাদন শুরু হয়েছে। চলতি অক্টোবর মাসেই মডেল দুটি বাজারে ছাড়া হবে। ভারতের উৎসব মৌসুমের আগেই অ্যাপল এসব পণ্য বাজারে আনছে। অ্যাপল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারতের পুনে, বেঙ্গালুরু, দিল্লি-এনসিআর ও মুম্বাইয়ে নতুন চারটি বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হবে। বর্তমানে ভারতে আইফোনের দুটি বিক্রয়কেন্দ্র আছে, যার একটি দেশটির রাজধানী দিল্লিতে, আরেকটি মুম্বাইয়ে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে এই দুটি বিক্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়।
বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

এফবিসিসিআইয়ের চাকরিচ্যুত কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) থেকে 'অবৈধভাবে ও জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা' চাকরিতে পুনর্বহালের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। গতকাল শনিবার সকাল থেকে তাঁরা এফবিসিসিআই ভবন ঘেরাও এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এরপর বেলা দুইটায় আন্দোলনকারীরা এফবিসিসিআইয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসকের আশ্বাসে তাঁরা গতকালের মতো কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। আজ বিকেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসকের বৈঠক করার কথা। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সরকার এফবিসিসিআইয়ে প্রশাসক নিয়োগ দেয়। এরপর তাঁর কাছে আন্দোলনকারীরা নিজেদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেন। পাশাপাশি কয়েকজন উপদেষ্টার কাছেও স্মারকলিপি দেন; কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়ায় গতকাল অবস্থান কর্মসূচি ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে

ভূরাজনৈতিক সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহব্যবস্থায় চাপ বাড়ছে। ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার আশঙ্কায় এমনিতেই অনেক জাহাজ লোহিত সাগর এড়িয়ে চলত। এখন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে ইসরায়েল-ইরান-লেবানন সংঘাতের কারণে আরও অনেক জাহাজ এ পথ এড়িয়ে চলছে। লোহিত সাগর এড়িয়ে আফ্রিকা ঘুরে চলাচল করতে চার সপ্তাহ বাড়তি সময় লাগছে। এ ছাড়া মধ্য আমেরিকার খরা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় বন্দরগুলোতে ধর্মঘটের কারণেও বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহব্যবস্থায় চাপ বেড়েছে। এসব কারণে সার্বিকভাবে বৈশ্বিক পণ্য পরিবহনের খরচ বাড়ছে। এতে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ কমে মূল্যস্ফীতি বাড়বে, এমন ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, চলমান সংকটের প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোক্তার ওপর পড়বে। কারণ, একদিকে পণ্যের সংকট দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে দাম বাড়তে পারে।
দ্য গার্ডিয়ান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ' শীর্ষক সেমিনারে ব্যবসায়ী নেতারা। গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি দাবি

সেমিনারে ব্যবসায়ীরা

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে তাঁরা বলেন, শুধু প্রবাসী আয়, দাতাদের ঋণ ও সহায়তায় দেশ চলবে না। ব্যবসায়ীদেরও সব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

> আমরা কষ্টে আছি। আজকে আমার কারখানায় যেতে ভয় লাগে। ভয় লাগে এই জন্য যে আমি কি নিজের জীবন নিয়ে বের হয়ে আসতে পারব?
>
> **আহসান খান চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারা ব্যবসার পরিবেশের দ্রুত উন্নতি চান। তাঁরা বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা কারখানায় যেতে ভয় পাচ্ছেন। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে ব্যবসায়ীরা দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অস্থিতিশীলতায় বেসরকারি খাত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আছে। গ্যাসের সংকটের কারণেও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান না হলে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি থমকে যাবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ' শীর্ষক সেমিনারে এ কথাগুলো বলেন ব্যবসায়ী নেতারা। গতকাল শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

সেমিনারে ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, শুধু প্রবাসী আয়, দাতাদের ঋণ ও সহায়তায় দেশ চলবে না। ব্যবসায়ীদেরও সব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁদের কথা বলার একটা জায়গা লাগবে। এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তাঁরা।

ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, ভালো ব্যাংকগুলোয় তারল্যসংকট আছে। ফলে উদ্যোক্তারা প্রত্যাশিত মাত্রায় ঋণ পাচ্ছেন না। কাঁচামাল আমদানিতে ঋণপত্র (এলসি) খোলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার কারণে পণ্য উৎপাদন ব্যাহত করছে। এ ছাড়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে স্বল্পমূল্যে আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

মেট্রো চেম্বারের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, প্রশাসন পুরোপুরি কাজ করছে না। চাকরি থাকবে কি থাকবে না, নতুন করে আবার কী বের হয়ে আসে—এমন সব কারণে কাজ করতে চাইছেন না অনেকে। ফলে সরকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে কর্মকর্তাদের বার্তা দিতে হবে।

শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী বলেন, 'আমরা কষ্টে আছি। আজকে আমার কারখানায় যেতে ভয় লাগে। ভয় লাগে এই জন্য যে আমি কি নিজের জীবন নিয়ে বের হয়ে আসতে পারব? এভাবে ব্যবসায়ীরা যদি নিজেদের কারখানায় যেতে শঙ্কিত হন, তাহলে তাঁরা আগামী দিনে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না।'

যারা শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষ উসকে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দাবি জানিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, 'যারা আইনশৃঙ্খলার বর্তমান দুর্বল পরিস্থিতিতে অন্যায় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দেশে কখনোই 'দিতে হবে, দিতে হবে'; 'দাবি মানতে হবে' এমন সংস্কৃতি ছিল না। আমরা বিগত দিনে কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজে করেছি। আমরা সেই সংস্কৃতি ফিরে পেতে চাই।'

চলমান শ্রমিক অসন্তোষে অনুপ্রবেশকারীদের হাত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। তিনি বলেন, 'বর্তমানে বড় সমস্যা হলো গ্যাসের সংকট। আমরা গ্যাসের অভাবে সময়মতো পণ্য উৎপাদন করতে পারছি না।'

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক শামস মাহমুদ বলেন, 'তৈরি পোশাকের ভরা মৌসুম ডিসেম্বরে। অথচ ক্রেতারা ইতিমধ্যে ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছে। তাই আমাদের ভাবতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে।'

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'ঠিক জায়গায় ঠিক লোক বসালে ভালো ফল দেয়। এ সরকারের আমলে সেই প্রমাণ পাচ্ছি। ইতিমধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। বিনিময় হার অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে। বর্তমান গভর্নরের ওপর ব্যবসায়ীদের আস্থা আছে। তবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় আছে। গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রম অসন্তোষের নামে দুর্বৃত্তায়ন চলছে। এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি থাকলে নতুন কর্মসংস্থানে কীভাবে হবে?'

ভোক্তাদের ব্যয়ের প্রবণতা কমেছে বলে জানান মাস্টার কার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। তিনি বলেন, ডিজিটাল লেনদেন গত জুলাইয়ে ৪০ শতাংশ কমেছে। দুর্গাপূজার কেনাকাটার জন্য সেপ্টেম্বরে কিছুটা বেড়েছে।

ফুডপ্যান্ডা বাংলাদেশের সহপ্রতিষ্ঠাতা আমব্রিন রেজা বলেন, এখনো বড় কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিক্রি জুলাইয়ের আগের অবস্থানে আসেনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কম সুদে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে জোর দেন তিনি।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, সরকার ব্যাংক খাত সংস্কারে নজর দিয়েছে। তবে অন্যান্য জায়গায় এখনো নজর দেওয়া হয়নি। এমনটি হলে আস্থা আসবে না।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন বলেন, কাস্টমস হাউসগুলোর দুর্নীতির কারণে ব্যবসায়ীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সংস্থাটির সংস্কার জরুরি। বর্তমান সরকার এখনো ব্যবসায়ীদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

'পুরোনো সিন্ডিকেটের বদলে নতুন সিন্ডিকেট চাই না'

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সভা

কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সুযোগ যদি আমরা হারাই, আবার কোনো দিন খুঁজে পাব কি না, জানি না।'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, বাংলাদেশে গত ১০-১৫ বছরের অন্যতম একটি বিষয় হলো, কেমন করে আমলারা ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন। আর ব্যবসায়ীরা কেমন করে রাজনীতিবিদ হয়ে গেলেন। অনেকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ব্যবসায়ীরাই শুধু রাজনীতিবিদ হননি, রাজনীতিবিদেরাও ব্যবসায়ী হয়ে গেছেন। এখন কোনটা বেশি, কোনটা কম; সেটি দেখার বিষয়। তবে একটা বড় কারণ হলো, যে যাঁর দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে অন্যান্য সুবিধা নিয়েছেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামে এক মতবিনিময় সভায় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি নগরের একটি তারকা হোটেলে এই সভার আয়োজন করে। এতে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সম্প্রতি সিলেটে অনুষ্ঠিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ওই আলোচনায় উঠে এসেছিল যে এত পরিবর্তনের পরও এখনো কোথায় যেন একটা ভীতি ও আস্থাহীনতা কাজ করে।

মতবিনিময় সভায় সমাজসেবী, মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কর্মী, শ্রমজীবী সংগঠন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। সভায় নাগরিক সেবা, প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া না-পাওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীদের আত্মপরিচয়, পর্যটনের অভিঘাত, শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসে। এসব বিষয়ে অতিথিরা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন এবং পরামর্শ দেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'চট্টগ্রামের আলোচনায় দুটি বিষয় উঠে এসেছে। একটি হলো পুরোনো সিন্ডিকেটের বদলে আমরা নতুন সিন্ডিকেট চাই না। রাজনীতির বদল করলাম না, শুধু রাজার বদল করে ফেললাম—এটা হতে পারে না। এক অত্যাচারীর বদলে আরেক অত্যাচারীকে আমরা বিকল্প হিসেবে দেখছি না।'

আলোচনার আরেকটি দিক উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সভায় উঠে এসেছে যে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। যাঁদের আইন প্রণয়ন করার কথা, তাঁরাও যুক্ত হয়েছেন। যাঁদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার কথা, তাঁরাও যুক্ত হয়ে গেছেন। আবার যাঁদের আইন প্রয়োগ করার কথা, তাঁরাও যুক্ত হয়ে গেছেন। এমনকি যাঁরা উর্দি পরেন, তাঁরাও যুক্ত হয়ে গেছেন। এতে বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে আমরা যে সমস্যার মোকাবিলা করছি, তার আয়তন ও ব্যাপ্তি কত ব্যাপক এবং গভীর। এটাই সুযোগ—এমন মন্তব্য করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এ সুযোগ যদি আমরা হারাই, আবার কোনো দিন খুঁজে পাব কি না, জানি না।'

'দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে'

সভায় শিক্ষাবিদ মু. সেকান্দার খান বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। দাম বাড়ার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে এসব কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

গবেষক অধ্যাপক ইদ্রিস আলী বলেন, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। নদীদূষণ, পাহাড় ও জঙ্গল কাটা, খাল-নালা ভরাট—এ ধরনের অনেক কিছুই জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী। এ জন্য যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর ব্যয় বেড়েছে দফায় দফায়।

ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমের আলীহুসাইন বলেন, দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রকট। লাইসেন্স পাওয়া থেকে শুরু করে সিটি করপোরেশনের কোনো সেবা নিতে গেলেও অনেক সময় চলে যায়। এ ছাড়া কোনো প্রকল্প নেওয়ার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় অন্য বক্তারা বলেন, সিটি করপোরেশন, সিডিএ ও ওয়াসাসহ প্রায় সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, বিচারহীনতা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নির্লিপ্ততার কারণে এসব ঘটেছে। সে জন্য দুর্নীতিবাজদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, ফেরদৌস আরা বেগম, ইমরান মতিন, কাজী ইকবাল, মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সেলিম রায়হান, শরমিন্দ নীলোর্মি। সভা আয়োজনে সহযোগিতা করে 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ'।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন। গতকাল চট্টগ্রামের একটি হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ সারিতে

বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিবেদন

কোনো কোম্পানির কাজ শুরু, পরিচালনা ও বন্ধ করা বা কাজের ধরন পরিবর্তনের মতো ১০টি বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতীক বর্ধন, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো অবস্থায় নেই। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ সারিতে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৫৩ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে আইনি কাঠামোতে ৫১ দশমিক ৫৬, সরকারি সেবায় ২৯ দশমিক ৫২ ও পরিচালনাগত দক্ষতায় ৮০ দশমিক ৫০ পয়েন্ট পেয়েছে। গড় পয়েন্ট ৫৩ দশমিক ৮৬। এর অর্থ হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, সরকারি সেবা ও পরিচালনাগত সমস্যা আছে। সে কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেমন বাংলাদেশে আসতে খুব একটা আগ্রহ দেখান না, তেমনি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও গতি আসে না।

গত বুধবার বিশ্বব্যাংক 'বিজনেস রেডি' শীর্ষক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এটি মূলত 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' বা 'সহজে ব্যবসার সূচক' শীর্ষক প্রতিবেদনের বিকল্প। একসময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ কেমন, তা নিয়ে নিয়মিত সহজে ব্যবসার সূচক প্রকাশ করত বিশ্বব্যাংক। কিন্তু একসময় সেই প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় বহুজাতিক সংস্থাটি সেটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। এখন তারা নতুন করে বিজনেস রেডি প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

কোনো কোম্পানির কাজ শুরু করা, পরিচালনা ও বন্ধ করা এবং প্রতিযোগিতার কাজের ধরন পরিবর্তনের মতো ১০টি বিষয়ের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

এবারের প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণিতে ৫০টি দেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ কেবল একটি শ্রেণিতে প্রথম সারিতে আছে। সেটি হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থান। এই শ্রেণিতে বাংলাদেশ পেয়েছে ৬৬ দশমিক ৯১ পয়েন্ট। ব্যবসা শুরু, শ্রম ও আর্থিক সেবায় আছে দ্বিতীয় সারিতে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থান বিরোধ নিষ্পত্তিতে। এই শ্রেণিতে বাংলাদেশ একদম নিচের সারিতে, অর্জিত মান ৪১ দশমিক ৯০। এ ছাড়া বাজারের প্রতিযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসচ্ছলতা ও পরিষেবায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ সারিতে। কর ও আর্থিক সেবায় বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় সারিতে, মান ৫৬ দশমিক ৩৬।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হওয়ার কথা। এসডিজি অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য, আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চতুর্থ সারিতে থেকে সেই লক্ষ্য কতটা অর্জন করা সম্ভব, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশগুলোকে ভবিষ্যতের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেসরকারি খাতকে আরও গতিশীল করতে হবে। আগামী এক দশকে গড়ে প্রতিবছর ৪ কোটি ৪০ লাখ তরুণের কর্মসংস্থান হতে হবে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশই আফ্রিকায়। চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে অধিকাংশ নিম্ন আয়ের দেশকে আগামী এক দশকে গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। মধ্য আয়ের ফাঁদ এড়াতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দীর্ঘ সময় গড়ে ৫ শতাংশের বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনসহ টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল বিনিয়োগ দরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে গড়ে প্রতিবছর ২ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন বা ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নে জোর দেওয়ার বিকল্প নেই। যে বিনিয়োগে কেবল উদ্যোক্তা নন; বরং ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, শ্রমিক ও সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন হবে, তেমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান হতাশাজনক বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ও অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, 'এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তখন বাজার সুবিধা থাকবে না, ফলে সক্ষমতা না বাড়লে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।'

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে অনেকগুলো সূচক ও উপসূচক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এসব বিষয় নতুন কিছু নয়। দেশের অর্থনীতিবিদেরাও অনেক দিন ধরে এ কথাগুলো বলে আসছেন। কিন্তু দেশের বিশেষ উন্নতি হয়নি বলে মনে করেন মোস্তাফিজুর রহমান। বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমদানি ব্যয় যেমন বেড়ে যায়, তেমনি রপ্তানির বহুমুখীকরণ হয় না। বেড়ে যায় উৎপাদন ব্যয়। শেষমেশ যার চাপ গিয়ে পড়ে ভোক্তাদের ওপর। ফলে এসব সমস্যা ধরে ধরে এখন সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

অন্যান্য প্রতিবেদনেও দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ের পরিবেশের অবনতি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্বিকভাবে ব্যবসা পরিবেশ সূচকে স্কোর ছিল ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৭৫; ২০২২-২৩ অর্থবছরে যা ছিল ৬১ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট। অর্থাৎ এক বছরে স্কোর ৩ দশমিক ২ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ঢাকা ও গবেষণা সংস্থা পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের (পিইবি) যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ বিজনেস ক্লাইমেট ইনডেক্স (বিবিএক্স) প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতেই দেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরও দেশে এখনো পুরোপুরি স্থিতিশীলতা আসেনি। ফলে চলতি অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমবে বলে ইতিমধ্যে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

নতুন কাগুজে নোটে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বাদ যেতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকার ২০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নতুন নোট ছাপাবে। এসব নোটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি থাকার সম্ভাবনা কম। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে।

আপাতত এই চার ধরনের নোটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি না রাখার চিন্তা করা হলেও পর্যায়ক্রমে সব টাকার নোট থেকেই বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলে দেওয়া হতে পারে। নতুন নোট বাজারে আসতে দেড় বছরের বেশি সময় লাগতে পারে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে নতুন নোটের বিস্তারিত নকশার প্রস্তাব জমা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করেছে। নতুন নোট ছাপানোর বিষয়ে মূল সুপারিশ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা ও নকশা উপদেষ্টা কমিটি। কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর-১। কমিটিতে চিত্রশিল্পীরাও রয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের ২ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পর্যন্ত সব কাগুজে নোটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রয়েছে। কোনো কোনো নোটের উভয় পাশেই রয়েছে তাঁর ছবি। ধাতব মুদ্রাগুলোতেও তাঁর ছবি রয়েছে।

অর্থ বিভাগের চিঠিতে নতুন নোট প্রচলনে কী ধরনের নকশা করা যায় তা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও নকশা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অর্থ বিভাগকে জানাতে বলা হয়েছে।

গত ৩ আগস্ট ২০ টাকা ও ১০০ টাকার নোটের মুদ্রণপদ্ধতির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছিল অর্থ বিভাগ। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর অর্থসচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদারকে পাঠানো এক চিঠিতে আগের চিঠির বিষয়বস্তু ঠিক থাকবে কি না, তা জানতে চেয়ে চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তখন অর্থ বিভাগ চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। তবে নতুন নোট বাজারে এলেও বর্তমানে প্রচলিত সব নোটই চালু থাকবে।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মতো বাজারে ১, ৫, ১০ ও ১০০ টাকার নোট ছাড়া হয়। এসব নোটের প্রতিটিতেই শেখ মুজিবের ছবি ছিল। পরে বিভিন্ন সরকারের সময়ে নতুন নতুন নোট প্রচলনের পাশাপাশি পুরোনো নোটগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আবার শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি-সংবলিত ১০ ও ৫০০ টাকার নোট ছাপে।

দেশের ব্যাংক নোট বা ব্যাংক মুদ্রা হচ্ছে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট। এগুলো বের করে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর ১, ৫, ১০, ২৫ ও ৫০ পয়সা; এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা হচ্ছে সরকারি মুদ্রা। এগুলো অর্থ বিভাগ বের করে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে

নাগরিক সংলাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শুধু বাজার তদারকি কিংবা চাঁদাবাজি কমানোর মাধ্যমে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমানো যাবে না। দীর্ঘ মেয়াদে নিত্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সরকারের নীতির স্থিতিশীলতা থাকতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ভয়েস ফর রিফর্ম আয়োজিত এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি : সংকট সমাধানের আশু উপায়' শীর্ষক এই সংলাপে বক্তারা বলেন, সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভুল নীতির কারণে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি তৈরি হয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে নীতি সংশোধন করতে হবে।

সংলাপ সঞ্চালনা করেন ভয়েস ফর রিফর্ম প্ল্যাটফর্মের সহ-আহ্বায়ক ও তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা ফাহিম মাশরুর। তিনি বলেন, 'আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পরে আমরা আশা করেছিলাম, জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমবে; কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এমন প্রেক্ষাপটে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রের (সিরডাপ) পরিচালক মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পেছনে যে সিন্ডিকেটের কথা বলা হয়, আমি তা ঠিক মনে করি না। কোনো সিন্ডিকেট দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ দাম ধরে রাখতে পারে না, বরং অতীতে নেওয়া বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির কারণে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে।

ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন হওয়া জিনিসপত্রের দাম বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ বলে মনে করেন চালডালের সিইও ওয়াসিম আলীম।

অর্থনীতিবিদ জ্যোতি রহমান বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সামষ্টিক নীতির মাধ্যমেই করতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাময়িকভাবে প্রবৃদ্ধি কমে গেলেও তা মেনে নিতে হবে।

শপআপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান মোকামের চিফ অব স্টাফ জিয়াউল হক ভূঁইয়া বলেন, 'দেশে পণ্য উৎপাদন ও চাহিদার বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ (বিবিএস) অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

এসিআই লজিস্টিকসের (স্বপ্ন) হেড অব বিজনেস (কমোডিটি) নিয়াজ মোর্শেদ বলেন, 'পচনশীল পণ্যের জন্য আমাদের সরবরাহ খাত উপযোগী নয়। পণ্যের অপচয় কমিয়ে আনা গেলে জিনিসপত্রের দাম অনেকটা কমবে।'

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বাজার তদারকিতে জোর দেন। তাঁরা বলেন, গত দেড় মাসের মধ্যে চালের দাম তিন থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে; এর কারণ ধানের দাম বেড়েছে। কিন্তু ধানের বাজার তদারক করা হয় না। এ ছাড়া পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের ওপর অতিনির্ভরতা কমিয়ে আনারও পরামর্শ দেন তাঁরা।

করপোরেট সংবাদ

এক্সিম ব্যাংকের ত্রৈমাসিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন

গতকাল শনিবার এক্সিম ব্যাংকের ত্রৈমাসিক ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম স্বপন। ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ ফিরোজ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মো. নূরুল আমিন ফারুক; স্বতন্ত্র পরিচালক এস এম রেজাউল করিম ও খন্দকার মামুন; এএমডি মো. হুমায়ূন কবীর; ডিএমডি মোহা. জসিম উদ্দিন ভূঞা, মাকসুদা খানম, মো. মইদুল ইসলাম প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২ ব.ফু., মেরুল-বাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৫, ০১৭৩০০৮৮০০৬। ডি-৬০০৬৮৮

✸ **বসুন্ধরা আফতাবনগর, সাভার ডিওএইচ-এর আকর্ষণীয় লোকেশনে প্রায় রেডি ১১৭৫-২১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। (এনপিএল) ০১৩২৯৭০৭৭২৬, ০১৩২৯৭০৭৭২৭।** ডি-৬০০৩৯৫

✸ বসুন্ধরা জি-ব্লকের অ্যাভিনিউ রোডের সাথে কর্নার প্লটে রেডি ২৯০০ বর্গফুটের ৪ বেডের সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। ডি-৬০০৭০৩

✸ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০০৫৫৮

পাত্রী চাই

✸ ক্যাপ্টেন ডাক্তার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মেডিকেল কোর, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (অবসর) ঢাকায় সেটেল্ড (২৯-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০০৬৯৯

✸ সপরিবারে কানাডার সিটিজেন, ও/এ লেভেল ঢাকা, বিএসসি সিএসই টরন্টো ইউনিভার্সিটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টরন্টো (৩১-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। মোবাইল: ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০০৭০০

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ইইই এমএসসি সিডনি পিএইচডি অস্ট্রেলিয়া বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর ছোট পরিবার (৩৫-৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজি (ছুটিতে ঢাকায়) পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫।

✸ পাত্র শর্ট ডিভোর্স সুনামধন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত এমবিএ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ঢাকাতে সেটেল্ড (৩৮-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৬৭০০১২৫৫। ডি-৬০০৭৫৭

✸ নিউইয়র্ক টেক্সাস ক্যালিফোর্নিয়া বোস্টন ফ্লোরিডা, ডালাস ও ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com ডি-৬০০৭১৬

✸ আমেরিকার সিটিজেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অ্যামাজন, বিএসসি কম্পিউটার বুয়েট, এমএসসি পিএইচডি আমেরিকা (৩৫-৫´+১০´´) পাত্র ঢাকায় দেশের সিটিজেন আর্জেন্ট। # ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০০৭০৫

✸ বুয়েট গ্র্যাজুয়েট পিএইচডি (৫´-৭´´+২৭), (৫´-৫´´+৩২), (৫´-৮´´+৩৯) ইউএসএ সুদর্শন পদস্থ কর্মকর্তাদের। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪। www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০০৭২৯

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এলেভেল ইউল্যাব হতে বিবিএ (৩১-৫´-১১´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা: ০১৬১৮-৮৭০৬৮৪/০১৬১৮-৮৭০৬৮৬। ডি-৬০০৭২৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮ ব.ফু., বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯ ব.ফু., বারিধারায় ২০৩৯ ব.ফু. ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৩০০৮৮০০৬, ০১৭২৯২০২০০৭। ডি-৬০০৬৯০

✸ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ ব.ফু. রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০০৬৮৭

✸ দক্ষিণমুখী প্রায় রেড়ি ফ্ল্যাট বিক্রয়। পূর্ব রামপুরা পোষ্ট অফিসের গলিতে ১৫৩২ ও ১৩০৮ ব.ফু.। ০১৭১৩১৭৮৬০১, ০১৭১৩১৭৮৬২০। টিবু-৬০০৭০৭

✸ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৬তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। ডি-৬০০৭১৮

পাত্র চাই

✸ বিএসসি (সিএসই) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, আইটি ইঞ্জিনিয়ার গুলশান, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (২৫-৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য দেশে/প্রবাসে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০০৬৯৭

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইন্টার্নিরত, ঢাকায় সেটেল্ড পরিবার (২৪-৫´-৩´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০০৬৯৮

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এলেভেল কানাডা ও লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন (৩৪-৫´-৭´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৬১৮-৮৭০৬৮৩/ ০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০০৭২৬

জমি বিক্রয়

✸ জমির শেয়ার: উত্তরায় ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে যৌথভাবে জমির শেয়ার ক্রয় করে ১২৩৫/২৪৭০ স্কয়ার ফুট ফ্ল্যাটের মালিক হোন। মোবাইল: ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪। ডি-৬০০৬৭০

✸ ঢাকা মানিকগঞ্জ মহাসড়ক সংলগ্ন বাথুলী বাজারের পূর্ব পার্শ্বে ৫২ শতক জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪০০৪০১২। টিবু-৬০০৭০৮

✸ আসাদ এভিনিউ মেইন রোডে উত্তরমুখী ৩ কাঠা জমিসহ ৩ তলা ভবন ও বসিলা আরশীনগর ৩ কাঠা উত্তর-পূর্ব কর্ণারে ১২/১২ রাস্তায় জমি বিক্রয়। ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০০৭১৭

✸ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লিঃ.: ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। ডি-৬০০৭১৩

বিবিধ

✸ **ইন্টেরিয়র সোর্স:** ফায়ার প্রুফ সিলিং মেটালিক সিলিং ও জিপসাম সিলিং এর কাজ করি। অফিস: ধানমন্ডি, রোড-৬/এ, বাড়ি-৬৯/বি। ০১৩০২৩০৬৮১৯। যাবু-৬০০৭৪৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭ ব.ফু., ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১ ব.ফু., পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩ ব.ফু. ও শ্যামলী রিং রোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭২৯২০২০০৭, ০১৭০৮১৪৬৩৭৫। ডি-৬০০৬৯১

✸ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে সুনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০০৭১৯

✸ আসাদ এভিনিউ ব্র্যান্ডনিউ ২০৫০ ব.ফু. সিঙ্গেল ইউনিট ও লালমাটিয়া ব্লক-জি ২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ৪ বেড ২ পার্কিংসহ ও ডি-ব্লকে ১৪৯৫ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৬০০৭২০

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০০৬৭৮

✸ আপনার কাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গী খুঁজতে সেটেল ম্যারেজ ১০০% নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ভিজিট করুন হোয়াটসঅ্যাপ। # ০১৭১১১৬৮২৭৭। www.settlemarriage.com ডি-৬০০৭২১

✸ ডিভোর্সী/বয়স্ক ছেলেমেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com ডি-৬০০৭১১

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫। ডি-৬০০৭২৮

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) সংলগ্ন প্রকল্প, এককালীনে কাঠা ৩.৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের নিশ্চয়তা। ০১৮৯৪৮৪১৭০৯। ডি-৬০০৭০১

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন প্লট বিক্রয়। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এককালীনে ৩০% মূল্য ছাড়। মোবাইল: ০১৮৯৪৯৩৯২৩৭। ডি-৬০০৭০২

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৯৭-৬২৩৯৮৭। টিবু-৬০০৭০৯

✸ ১২০´ মাদানী এভিনিউ আর্মি জলসিঁড়ির সাথে বালুভরাটকৃত প্লট। কাঠা প্রতি ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪৩৩৯২৭। ডি-৬০০৭১৫

রিক্রুটিং লাইসেন্স চাই

হালনাগাদ নবায়নকৃত সুন্দর নামের একটি রিক্রুটিং লাইসেন্স ক্রয় করতে চাই।

আলহাজ্ব মোঃ জহিরুল ইসলাম সোহাগ

মোবাইল: ০১৭৭২৯৬২৯২০-২২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ সাভার ডি ও এইচ এস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭০৮১৪৬৩৮১, ০১৭০৮১৪৬৩৮২। ডি-৬০০৬৯২

✸ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মালিবাগ, খিলগাঁও, খিলক্ষেত, বসুন্ধরায় ৩/৪ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৯, ০১৭৫৫৫১১০২৬। ডি-৬০০৭২৩

✸ কাঁঠালবাগান মেইন রোডের পাশে নির্মাণাধীন ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা প্রজেক্টে ফ্ল্যাট বুকিং ও শীঘ্রই হস্তান্তরিত। ফ্ল্যাট সাইজ: ১২১৫ ও ১১৫০ ব.ফু.। ০১৯৯৯-৭১৪৫৫৪, ০১৭১০-০৩৩৪৯৪। ডি-৬০০৭১৪

বাড়ি বিক্রয়

✸ কচুক্ষেত সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর বাজারের পেছনে ৩ কাঠার উপর ৩তলা বাড়ি গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎসহ বিক্রি হবে (বর্তমানে ৭৫ হাজার টাকা মাসিক ভাড়া আসে)। যোগাযোগ: ০১৩১৬৯৭৯৩১৯। ডি-৬০০৭২৫

ফ্ল্যাট ভাড়া

✸ ডিওএইচএস বারিধারা, হাউজ-৩৯৮, রোড-৬, ৪ বেড, ৪ বাথ, ২ বারান্দা, ড্রয়িং-ডাইনিং গ্যারেজসহ ২৬০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট। যোগাযোগ: ০১৯৩৩২২৭৬৫৭, ০১৭৫৮৩০৫৬৭১। ডি-৬০০৬৯৪

বি এস সি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক

ডেভেলপার কোম্পানীতে কাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এবং মেধাবী বি এস সি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ ঃ রুম নং ৩০১, (৩য় তলা) মেইন বিল্ডিং সুপ্রীম কোর্ট বার ভবন, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯০৬৮৩৪৬৬২।

The First Private University with Permanent Government Charter

Ahsanullah University of Science and Technology

141-142 Love Road, Tejgaon I/A, Dhaka-1208

Phone: PABX 8870422 (Extn: 103, 107 & 117), Website: www.aust.edu

INVITATION TO APPLY FOR DIFFERENT POSTS

Applications are invited for the posts of

1) Assistant Administrative Officer (Department of Arts & Sciences)
2) Laboratory Attendant (Department of Civil Engineering)

Details can be obtained from the website (www.aust.edu)

Candidates are requested to fill up the online form, download the online generated CV and send it to regr@aust.edu with cc to vc@aust.edu. Send the hard copy of the online generated CV to the Registrar along with a full resume, two recent passport-size colored photographs, and attested copies of all certificates, mark sheets/ transcripts, testimonials, etc. on or before **17 October 2024**.

INNOVATION :: CREATION :: LEADERSHIP

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
এয়ারপোর্ট রোড, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম-৪২০৪।
Website: www.erl.com.bd
E-mail: md-office@erl.com.bd

বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ২৮.২৫.০০০০.০৫৩.১১.০০৭.২৪-০২ তারিখ: ০৬/১০/২০২৪

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল শোধনাগার ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ শ্রমিক-কর্মচারী পর্যায়ে "শিক্ষাধীন (Apprentice)" নিয়োগের লক্ষ্যে প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে অনলাইনে (http://erlb.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে) দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। অনলাইন (Online) ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স
১	শিক্ষাধীন (Apprentice)	৩০টি	ক) এসএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমান এবং এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমান উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ: ৩.০০ (তিন) (৫ পয়েন্ট স্কেলে) অর্জন করতে হবে। খ) বয়স সীমা: ১৮ (আঠারো) থেকে ২৫ (পঁচিশ) বছর।

আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি:

১) প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল: "শিক্ষাধীন" হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থীগণ ০২ (দুই) বছর মেয়াদি বাস্তব কাজে (On-the-Job) পালায় বা সাধারণ পালায় প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকবেন (প্রশিক্ষণের মেয়াদ প্রয়োজনবোধে ০৬ মাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে)।
২) প্রশিক্ষণ ভাতা: শিক্ষাধীনগণ ১ম বছর- ৳.১৬,৫০০/- (ষোলো হাজার পাঁচশত টাকা); ২য় বছর-৳.১৭,৩০০/- (সতেরো হাজার তিনশত টাকা) [মাসিক সর্বসাকূল্যে] প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।
৩) সন্তোষজনকভাবে "শিক্ষাধীন" হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন প্রার্থীদের যাবতীয় ভেরিফিকেশন ও প্রচলিত নিয়োগ নীতিমালা অনুসরণে ভবিষ্যতে কোম্পানিতে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে শ্রমিক: গ্রেড-৩; বেতন স্কেল: ৳.১১,০০০-২৬,৫৯০/- এর প্রারম্ভিক মূল বেতনে নিয়োগ প্রদান করা হবে।
৪) নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপিসি কর্তৃক অনুমোদিত "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা-২০২৩", সংশ্লিষ্ট সরকারি নির্দেশনা এবং কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
৫) লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
৬) জিপিএ তে ফলাফল প্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণের জন্য এতদ্‌বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণ করা হবে। সকল পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অর্জন করতে হবে।
৭) সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় তা প্রদর্শন করতে হবে।
৮) অসম্পূর্ণ/ভুল তথ্য/ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯) আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখে প্রার্থীর নির্ধারিত বয়স থাকতে হবে।
১০) বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ জন্ম তারিখ প্রকৃত জন্মতারিখ হিসেবে গণ্য হবে এবং বয়স সংক্রান্ত কোনো এফিডেভিট (Affidavit) গ্রহণযোগ্য হবে না।
১১) নিয়োগের বিষয়ে কোনো প্রকার সুপারিশ বা তদবির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
১২) প্রার্থীদের নিয়োগ যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
১৩) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নোটিশ প্রার্থীর মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে ও ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.erl.com.bd) এর মাধ্যমে জানানো হবে।
১৪) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যে কোনো সংশোধন, সংযোজন (যদি থাকে) এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য www.erl.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১৫) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য দিয়ে পূরণকৃত আবেদন নিয়োগের যে কোনো পর্যায়ে বাতিল হবে এবং এ বিষয়ে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনো প্রার্থী নিয়োগ লাভের পরও তার প্রদত্ত কোনো তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে নিয়োগ বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৬) মৌখিক পরীক্ষার সময় Online এ পূরণকৃত Application Form সহ নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে:
  ক) লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র;
  খ) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদে শ্রেণি/গ্রেড উল্লেখ না থাকলে মার্কশিট/ট্রান্সক্রিপ্ট;
  গ বিদেশি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্জিত ডিগ্রির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সমমানের সনদ;
  ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
  ঙ) কোটা সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
  চ) জাতীয় পরিচয় পত্র ও নাগরিকত্ব সনদের কপি এবং
  ছ) সম্প্রতি তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।
১৭) প্রার্থীগণকে চূড়ান্ত নিয়োগ লাভের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
১৮) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এ নিয়োগ কার্যক্রমের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন/বাতিল বা পদসংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
১৯) নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
২০) অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও করণীয়:
  ক) পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে http://erlb.teletalk.com.bd-এ আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপঃ-
   i. অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ০৬ অক্টোবর, ২০২৪: সকাল ১০:০০ টা।
   ii. অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ০৫ নভেম্বর, ২০২৪: সন্ধ্যা ০৬:০০ টা।
  খ) উক্ত সময়ের মধ্যে বর্ণিত ওয়েবসাইটে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণকে অনলাইনে আবেদনপত্র Submit এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএস (SMS) এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।
  গ) অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থী তাঁর সদ্যতোলা রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ × প্রস্থ ৩০০) pixel এবং স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ × প্রস্থ ৮০) pixel স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করতে হবে। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ 100KB ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ 80KB হতে হবে।
  ঘ) অনলাইনে আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্যই যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু অনলাইনে আবেদনপত্র Submit করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন।
  ঙ) প্রার্থী অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি প্রিন্টকপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় এক কপি জমা দিবেন।
২১) SMS প্রেরণের নিয়মাবলি ও পরীক্ষার ফি প্রদান:
  ক) অনলাইনে আবেদনপত্র (Application Form) যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর Upload করে আবেদনপত্র submit করা সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র submit সম্পন্ন করা প্রার্থী User ID, ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's copy পাবেন। যদি Applicant's copy তে কোনো তথ্য ভুল থাকে বা অস্পষ্ট ছবি (সম্পূর্ণ কালো/সম্পূর্ণ সাদা ঘোলা) বা ছবি/স্বাক্ষর সঠিক না থাকে তাহলে পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদন ফি জমাদানের পরে আর কোনো পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আবেদন ফি জমাদানের পূর্বে প্রার্থী অবশ্যই উক্ত Applicant's copy তে তার সাম্প্রতিক তোলা রঙিন ছবি, নির্ভুল তথ্য ও স্বাক্ষর সংযুক্ত থাকা ও এর সঠিকতার বিষয়টি পিডিএফ কপি ডাউনলোড পূর্বক নিশ্চিত করে রঙিন প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's copy তে একটি User ID number দেওয়া থাকবে এবং User ID number ব্যবহার করে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো Teletalk Pre-Paid Mobile Number এর মাধ্যমে ০২ (দুই)টি SMS করে পরীক্ষার ফি বাবদ ৳.২২৩/- (দুইশত তেইশ টাকা) (অফেরতযোগ্য) অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে জমা দিবেন।
  খ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অনলাইনে আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে submit করা হলেও পরীক্ষার ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।
  গ) SMS এর নিয়মাবলি:
   ১) **প্রথম SMS: ERLB** <space> **User ID** লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।
   Example: **ERLB ABCDEF**
   Reply: Applicant's Name. TK. 223 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type ERLB <space> Yes < Space > PIN and send to 16222
   ২) **দ্বিতীয় SMS: ERLB** <space> **Yes** <Space> **PIN** লিখে send করতে হবে 16222 নম্বরে।
   Example: **ERLB Yes 12345678**
   Reply: Congratulation Applicant's Name, payment completed successfully for ERLB Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxx).
  ঘ) দ্বিতীয় SMS টি পাঠানোর পর ফিরতি এসএমএস-এ Password পাবেন। SMS এর মাধ্যমে প্রাপ্ত User ID এবং Password টি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিমিত্ত সংরক্ষণ করতে হবে।
  ঙ) SMS এর প্রাপ্ত User ID এবং Password ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময়/কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূর্বক রঙিন প্রিন্ট করে নিবেন। প্রার্থী প্রবেশপত্রটি পরবর্তীতে সকল পরীক্ষার সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন।
  চ) শুধুমাত্র টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ User ID এবং Password পুনরুদ্ধার করতে পারবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
   ১) **User ID জানা থাকলে: ERLB**<space>**Help**<Space>**User**<Space>**User ID** & Send to 16222.
   Example: **ERLB HELP USER ABCDEF**
   ২) **PIN Number জানা থাকলে: ERLB** <space>**Help**<Space>**PIN**<Space>**PIN No** & Send to 16222.
   Example: **ERLB HELP PIN 12345678**
  ছ) অনলাইনে আবেদন এবং টাকা জমার কাজটি প্রার্থী নিজে করবেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে প্রার্থী প্রতারিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।
  জ) পত্রিকা ছাড়াও ইআরএল এর ওয়েবসাইট (www.erl.com.bd) এর নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তিসহ এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য দেখা যাবে। নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.erl.com.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।
  ঝ) অনলাইনে আবেদন করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে 121 অথবা এ ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে। এছাড়া টেলিটকের জবপোর্টাল এর ফেইসবুক পেজ https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এ মেসেজ-এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যাবে (Mail/Message এর Subject-এ Organization Name: ERLB, Post Name****, Applicant's User ID ও Contact Number অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)।
  ঞ) **ডিক্লারেশন:** প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রের প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে, পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থীতা বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
২২) শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

(মোঃ আবু হাসনাত)
এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনেল)
ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

Sylhet Gas Fields Limited

(A Company of Petrobangla)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গ্যাস জাতীয় সম্পদ। এর অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

INTERNATIONAL TENDER NOTICE

Tender No. SGFL/MSTE/24-25/FP-04 Date: 03-10-2024

No.	Item		Details
1.	Ministry/Division	:	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources division
2.	Agency	:	Sylhet Gas Fields Limited (A company of Petrobangla)
3.	Purchaser Name	:	Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)
4.	Purchaser District	:	Sylhet
5.	Invitation for	:	Tender for Procurement of Installation of Thermal Insulation of Cryogenic section Including supply of materials, removal of existing insulation and associated works on Turnkey Basis
6.	Invitation Ref No	:	SGFL/MSTE/24-25/FP-04
7.	Date	:	03-10-2024.
KEY INFORMATION			
8.	Procurement method	:	Open Tendering Method (International Competitive Bidding), Single stage two envelope system. Tenderer are to submit simultaneously two (2) sealed envelopes, one containing the Technical Tender and the other one containing the Price Tender. The Technical Tender will be opened on the date and time mentioned at Sl. no.15 of this tender notice and the Price Tender of the technically responsive Tenderer(s) will be opened later on.
FUNDING INFORMATION			
9.	Budget and Source of Funds	:	SGFL's Own Fund.
PARTICULAR INFORMATION			
10.	Tender Package No.	:	N/A
11.	Tender Package Name	:	N/A
12.	Tender Publication Date	:	03-10-2024
13.	Tender Last Selling Date	:	02-12-2024
14.	Tender Closing Date & Time	:	03-12-2024 and 12:00 hrs (BST)
15.	Tender Opening Date & Time	:	03-12-2024 and 12:15 hrs (BST)
16.	Name and Address of Office(s)	:	
	- Selling Tender Document (Principal)	:	Sylhet Gas Fields Limited, Dhaka Liaison Office, Petrobangla (13th Floor), 3, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215, Bangladesh.
	- Receiving Tender Document	:	Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, P.O.-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
	- Opening Tender Document	:	Sylhet Gas Fields Limited, Head Office, P.O.-Chiknagool, Sylhet-3152, Bangladesh.
17.	Date & Time of Selling of Tender Document.	:	The tender document will be available for sale from 08-10-2024 to 02-12-2024 during office hours on all working days.
INFORMATION FOR TENDERER			
18.	Eligibility of Tenderer	:	Bonafide manufacturers/suppliers or their authorized agents of all countries except the country/countries having no trade link with GoB.
19.	Brief Description of Goods	:	Installation of Thermal Insulation of Cryogenic section Including supply of materials, removal of existing insulation and associated works on Turnkey Basis.
20.	Brief Description of Related Services	:	Supply, Installation, Testing & Commissioning on Turnkey Basis.
21.	Price of Tender Document (Tk)	:	5,000.00 (non refundable).
PURCHASER DETAILS			
22.	Name of the Official Inviting Tender	:	Deputy General Manager (Procurement)
23.	Address of the Official Inviting Tender	:	Sylhet Gas Fields Ltd, P.O. Chiknagool, Sylhet, Bangladesh.
24.	Contact Details of the Official Inviting Tender	:	Phone: +88880-2996641630 ; E-mail: dgmpr@sgfl.org.bd
25.	**SPECIAL INSTRUCTIONS**	:	a) Tender must remain valid for 150 days from the date of opening of the Tender.
			b) Tenderer shall furnish with the Tender (Technical Tender) an acceptable Tender Security in the form of Bank Guarantee (as per format provided in the Tender Document) issued by a scheduled bank of Bangladesh or by any reputed foreign bank duly endorsed with full obligation and liability by a scheduled bank of Bangladesh in the amount of BDT 3,75,000.00 or USD 3,125.00.
			c) The Tender security must remain valid for one hundred and seventy eight (178) days from the date of opening of the tender.
			d) The Scope of Supply, Terms of Supply & Related Services and other necessary information are given in the Tender document.
			e) Tender(s) submitted after the deadline for receiving of Tender(s) will be rejected and returned unopened to the Tenderer.
			f) The Tender must not be submitted by Fax or email.
			g) If it is not possible to receive/open the tender on the scheduled date for any unavoidable circumstance (Strike, Holiday etc) the same will be received/ opened on the next working day at the same time and Venue.
			h) This tender notice will also be available at SGFL Website: www.sgfl.org.bd,Petrobangla Website: www.petrobangla.org.bd and CPTU Website: www.cptu.gov.bd.
26.	Sylhet Gas Fields Limited reserves the right to reject any or all tender or annul the tendering process at any stage prior to award of contract without assigning any reason whatsoever and without incurring any liability to the affected Tenderer(s).		

Deputy General Manager (Procurement)

ডলির অনুদান

যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন হেলেনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ১০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছেন ডলি পার্টন। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

প্রেক্ষাগৃহে ‘জিম্মি’

দৃশ্যমান কোনো প্রচার ছাড়াই মুক্তি পেয়েছে *জিম্মি*। গত শুক্রবার দেশের ২০টি প্রেক্ষাগৃহে এই বাংলা সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। মনোয়ার হোসেন ডিপজল পরিচালিত এই সিনেমায় আছেন শিরিন শিলা, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ। সিনেমা হিসেবে মুক্তি পেলেও ওয়েব সিরিজ হিসেবে তৈরি হয়েছিল *জিম্মি*। ২০২২ সালের প্রথম ভাগে শুরু হওয়া সাত পর্বের সিরিজটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মনতাজুর রহমান আকবর। কনটেন্টের ধরনের সঙ্গে বদলে গেছে পরিচালকের নামও।
বিনোদন ডেস্ক

শিরিন শিলা ও ডিপজল। ছবি : ফেসবুক থেকে

শুটিং শুরু

দক্ষিণি তারকা থালাপাতি বিজয়ের *দলপতি ৬৯* ছবির শুটিং গতকাল শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ ছবি বলে আগেই ঘোষণা দিয়েছেন বিজয়। ছবিতে আরও আছেন ববি দেওল, প্রিয়ামণি, পূজা হেগড়ে ও প্রকাশ রাজ।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

বিজয়। ছবি : আইএমডিবি

বুসানে ‘বয়ান’

বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেটে জায়গা পেয়েছে ভারতীয় সিনেমা *বয়ান*। পুলিশি তদন্ত নিয়ে নির্মিত এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন হুমা কুরেশি। তাঁকে দেখা যাবে গোয়েন্দা চরিত্রে। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বিকাশ রঞ্জন মিশ্র। ছবিতে হুমা ছাড়াও আছেন চন্দ্রচূড় সিং, অভিজিৎ দত্ত, শম্পা মন্ডল প্রমুখ।
বিনোদন ডেস্ক

বয়ান-এ হুমা কুরেশি। ছবি : আইএমডিবি

কী করছেন তাঁরা

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, রায়হান রাফী, হিমেল আশরাফ, আশফাক নিপুন ও সৈয়দ আহমেদ শাওকী—গত কয়েক বছরে প্রেক্ষাগৃহ ও ওটিটিতে তাঁদের নির্মিত বেশ কয়েকটি কাজ প্রশংসিত ও দর্শকনন্দিত হয়েছে। কী করছেন আলোচিত এই নির্মাতারা? খোঁজ নিয়েছেন **মনজুর কাদের**

আলোচিত ৫ পরিচালক

‘আগের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বানাই ৪২০। প্রকৃতির কী বিচিত্র খেয়াল, আবার আসছে সে রকম একটা দুষ্টু কিছু, তা-ও আরেক অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। যেটার শুটিং করেছি ফ্যাসিবাদের কালে। খোদার কসম, এটা মুক্তি পাওয়ার পর তোমরা ভেবো না আমি আগেই জানতাম, এই সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার থাকবে! তা না হলে এটা কোন সাহসে বানালাম?’ নিজের নতুন কাজ নিয়ে গত আগস্ট মাসে ফেসবুকে লিখেছিলেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তবে তাঁর নতুন কাজ কী নিয়ে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি। জানা গেছে, ফারুকীর এই নতুন প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনের জন্য। সিরিজটির একজন অভিনেতা *প্রথম আলো*কে জানান, এই কাজ নিয়ে খুবই রোমাঞ্চিত তিনি। তবে কাজ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে চাননি তিনি। ফারুকীর সর্বশেষ সিনেমা *লাস্ট ডিফেন্ডারস অব মনোগামি* চরকিতে মুক্তি পায় চলতি বছরের ১০ এপ্রিল। প্ল্যাটফর্মটির মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রকল্পের এটি তৃতীয় সিনেমা।

ওয়েবে আছেন, হলেও আছেন রাফী

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিঞ্জে মুক্তি পেয়েছে রায়হান রাফীর ওয়েব ফিল্ম *মায়া*। দুই দিন পরই নতুন সিনেমা *লায়ন*-এর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান নির্মাতা। রাফী বলেন, সিনেমাটি আগামী বছরের পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে। সিনেমায় কলকাতার জিৎ ও ঢাকার শরীফুল রাজকে দেখা যাবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে নায়িকা চূড়ান্ত হবে। এ বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ছবির শুটিং। গতকাল সন্ধ্যায় আরও একটি ওয়েব সিরিজের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি হোটেল সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গর জন্য ওয়েব সিরিজ *ব্ল্যাকমানি* বানাবেন রাফী। এতে অভিনয় করবেন পূজা চেরী। আগে রাফীর *পোড়ামন ২* ও *দহন* সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। এ ছাড়া আরও একটি সিনেমা নির্মাণের কথাও জানিয়েছেন রাফী। আগামী বছরের পবিত্র ঈদুল আজহায় শাকিব খানকে নিয়ে সিনেমা মুক্তির কথা জানিয়েছেন তিনি।

শাকিবকে নিয়েই ফিরবেন হিমেল

নাটক আর চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে দীর্ঘদিন দূরে ছিলেন হিমেল আশরাফ। যখন ফিরলেন, সব আলো যেন নিজের দিকে টেনে নিলেন। বিরতির পর ফিরে বানালেন *প্রিয়তমা*। এই ছবিতে নায়ক ছিলেন শাকিব খান। এই ছবির ধারাবাহিকতায় চলতি বছর *রাজকুমার* বানান হিমেল। এ ছবিতেও ছিলেন শাকিব খান। তবে এটি আগেরটির মতো সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। এরপর শাকিব খানকে নিয়ে আরও ছবি নির্মাণের খবর শোনা যায়। কিন্তু শাকিব খান এখন অন্য ছবি নিয়ে ব্যস্ত, মেহেদী হাসান হৃদয়ের *বরবাদ* শেষ করে আরও দুই পরিচালকের ছবি কাজ করবেন। হিমেল বলেছিলেন, আপাতত শাকিব খান ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে তিনি ছবি বানাবেন না। সেই সিদ্ধান্তে এখনো তিনি অনড়। গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘২০২৬ সালের আগে নতুন ছবির পরিকল্পনা নেই। আপাতত সাময়িক বিরতিতে আছি বলতে পারেন। তবে এর মধ্যে নতুন ছবির গল্প নিয়ে ভাবনা শেষ। চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের এই গল্পে শাকিব ভাইকেই লাগবে, তিনি ছাড়া এটা অসম্ভব। ফিরব যখন শাকিব ভাইকে নিয়েই ফিরব।’

সিনেমার কথাও জানালেন নিপুন

নাটকের পর ওটিটি মাধ্যমেও নিজের জাত চিনিয়েছেন আশফাক নিপুন। *মহানগর*-এর দুই কিস্তি বানিয়ে প্রশংসা কুড়ান। চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ে নতুন ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরুর কথা ছিল। ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং দেশের বন্যা পরিস্থিতির কারণে পারেননি। তবে শুটিংয়ে ফিরছেন এই পরিচালক। এটি কি *মহানগর ৩*? এমন প্রশ্নে রহস্যের হাসি দিয়ে নিপুন বলেন, ‘মাস দুয়েকের মধ্যে শুটিং শুরু। কী করছি তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আনুষ্ঠানিকভাবে সব জানাব।’ আশফাক নিপুন জানালেন, ৮ পর্বে ওয়েব সিরিজটি তৈরি হবে। গত বৃহস্পতিবার সিরিজটির লোকেশন দেখতে ঢাকার বাইরে বের হয়েছেন তিনি। আগামী বৃহস্পতিবার ফিরবেন।’ আশফাক নিপুনের ছবি বানানোর কথা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন। কথার ফাঁকে এ নিয়েও আভাস দিলেন। বললেন, প্রথম সিনেমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। প্রযোজকও তৈরি। প্রি-প্রোডাকশন করে শুধু শুটিংয়ে যাওয়া। নিপুন বলেন, ‘আগামী বছরেই ছবি বানাব। ঈদুল ফিতরের পরই শুটিং শুরু, এটা ফাইনাল।’

ফিরছেন শাওকী

তাকদীর-এর পর *কারাগার* বানিয়েছিলেন সৈয়দ আহমেদ শাওকী। এর পর থেকেই আলোচিত এই নির্মাতার নতুন কাজ পাওয়া যায়নি। শাওকী জানালেন, চলতি বছরই তাঁর নতুন কাজ আসতে পারে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির জন্য শাওকী বানিয়েছেন ওয়েব সিরিজ *গুলমোহর*। এখনো সিরিজটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবে জানা গেছে, সিরিজটিতে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে। শাওকীর সব কাজেই সমাজের প্রান্তিক মানুষের গল্প উঠে আসে। প্রথম সিরিজ *তাকদীর*-এ ছিল যৌনকর্মীর গল্প, *কারাগার*-এ ছিল যুদ্ধশিশু। নতুন কাজ *গুলমোহর*-এও এমন কিছু থাকবে, জানান তিনি। এত দিন কেন বিরতি নিয়েছিলেন জানতে চাইলে নির্মাতা জানান, গত দুই বছর নিজেদের ঘাটতির জায়গা নিয়ে কাজ করেছেন, প্রস্তুতি শেষেই নতুন কাজে হাত দিয়েছেন।

এই জুলিয়াকেও মনে রাখতে হবে

হলিউড

বিনোদন ডেস্ক

অল্প সময়ের ক্যারিয়ারেই জিতেছেন এমি, গোল্ডেন গ্লোব। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাঁর করা ওটিটির বেশির ভাগ কাজই আলোচিত হয়েছে। তবে এবার তিনি আলোচনায় সিনেমা দিয়ে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা *অ্যাপার্টমেন্ট ৭/এ*। হচ্ছিল জুলিয়া গার্নারের কথা। ৩০ বছর বয়সী এই মার্কিন অভিনেত্রী আলোচনায় পর্দায় নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে।

সিনেমা আর সিরিজের দর্শকের কাছে ‘রহস্যকন্যা’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন জুলিয়া। জুলিয়া অভিনীত *ওজার্ক*, *ইনভেন্টিং আনা*, *দ্য রয়্যাল হোটেল* সিনেমা ও সিরিজগুলোতে তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা গোপন ব্যাপার ছিল। অভিনেত্রী অবশ্য মনে করেন, এটা একেবারেই কাকতালীয়। তাঁর অভিনীত ‘রুথ’, ‘আনা’ ও ‘হানা’ চরিত্রগুলো একে অন্যের চেয়ে আলাদা।

এর মধ্যে *ওজার্ক*-এর রুথ চরিত্রটিকে আলাদাভাবে মনে রাখতে চান জুলিয়া। নেটফ্লিক্সের এই ক্রাইম-ড্রামা সিরিজে অভিনয় করে সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন। এ ছাড়া তিনটি এমি জিতেছেন, গোল্ডেন গ্লোবেও জিতেছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার। একই প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত তাঁর পরের মিনি সিরিজ *ইনভেন্টিং আনা*ও প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। ২০১২ সাল থেকে সিনেমায় অভিনয় করলেও কার্যত নেটফ্লিক্সের দুই সিরিজ দিয়েই নতুন গতি পায় তাঁর ক্যারিয়ার।

একটু দেরিতে সাফল্য পেলেও জুলিয়া নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর দিন আসবে। ভ্যানিটি ফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি সিনেমার পোকা। ফলে ১৬ বছর বয়সে অভিনয়ের জন্য যখন পারিশ্রমিক পান, তখনই ঠিক করে ফেলেন নিজের ভবিষ্যৎ। মেরিল স্ট্রিপ, কেট ব্ল্যাঞ্চেট, জেনা রোলান্ডসকে প্রেরণা মেনে বড় হয়েছেন জুলিয়া। চান তাঁদের মতো প্রতিটি কাজেই নিজের ছাপ রাখতে।

তরুণ এই অভিনেত্রী এখন আলোচনায় *অ্যাপার্টমেন্ট ৭/এ* দিয়ে। সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ঘরানার সিনেমাটি ১৯৬৮ সালে মুক্তি পাওয়া রোমান পোলানস্কির *রোজমেরিস বেবি*র প্রি-কুয়েল। প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্যারামাউন্ট প্লাসেও ছবিটি দেখা যাচ্ছে। নাতালি এরিকা জেমস পরিচালিত এ সিনেমায় জুলিয়া ছাড়াও আছেন ডায়ান ওয়েস্ট, জিম স্টুগেস প্রমুখ।

জুলিয়া গার্নার। ছবি : রয়টার্স

ব্যর্থতার সঙ্গে বাণীর লড়াই

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

১১ বছরের ফিল্মি ক্যারিয়ারে ৭টি ছবি করেছেন বাণী কাপুর। সিনেমাগুলোর বেশির ভাগই ফ্লপ। গত আগস্ট মাসে মুক্তি পাওয়া মুদসসর আজিজের *খেল খেল মেঁ* সিনেমাটিও ফ্লপের খাতায় নাম লিখিয়েছে। এ সূত্রেই সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ব্যর্থতার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করেন? জবাবে অভিনেত্রী বলেন, ‘এটা এমন এক বিষয়, যার সঙ্গে লড়াই করা ক্রমাগত শিখতে হয়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করছি। একটা ছবি সবার মিলিত প্রয়াসে হয়, অনেক চরিত্র থাকে। কিন্তু আমি সিনেমার দায়িত্ব একরকম নিজের কাঁধে নিয়ে ফেলি। তাই ব্যর্থতা আমাকে বেশি পোড়ায়।’

বাণী মনে করেন, বক্স অফিসে ব্যর্থ হলেও এক দশকের ক্যারিয়ারে তাঁর করা প্রায় সব চরিত্রই স্বতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘*বেফিকরে*’ ছবির “শ্রেয়া গিল” চরিত্রটার সঙ্গে আমি অনেক বেশি আত্মিকভাবে যুক্ত। আমি জানি, এই ছবি দর্শকের ভালোবাসা পায়নি। তবে ব্যর্থ হলেও এ ছবির জন্য আমার হৃদয়ে সব সময়ই বিশেষ জায়গা থাকবে।’

বাণী মনে করেন, মুক্তির পর অনেক সিনেমা সেভাবে সাফল্য পায় না। কিন্তু পরে ঠিকই দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। বাণীর আশা, তাঁর কয়েকটি সিনেমার ক্ষেত্রেও এটা ঘটবে।

বাণী কাপুর। ছবি : এএনআই

সাবিনার শাড়ি, মুন্নীর কান্না

অন্য রকম

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কদিন আগে হঠাৎই শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নীকে ফোন করেছিলেন সাবিনা ইয়াসমীন। ভিডিও কল। এ কথা, সে কথা, অনেক কথাই হলো। শেষে অনুজ শিল্পীকে কয়েকটি শাড়ি উপহার দিতে চাইলেন অগ্রজ। মুন্নী আবদার করলেন, ‘তাহলে আপনার ব্যবহৃত শাড়ি দিতে হবে, যেগুলো পরে আপনি গান গেয়েছেন।’ আপত্তি করলেন না সাবিনা। কথামতো লাগেজসহ তাঁর বাসায় ড্রাইভার পাঠিয়ে দিলেন মুন্নী। ব্যাগ দেখে সাবিনা বললেন, এই ছোট লাগেজে হবে না, আরও বড় লাগবে। পরদিন আবার বড় লাগেজ নিয়ে গেলেন ড্রাইভার। বাসায় আনার পর লাগেজ খুলে দেখা গেল, ১টি চিঠি আর ১৫টি শাড়ি!

নিউইয়র্কে থাকায় শাড়িগুলো এখনো মুন্নীর হাতে পৌঁছায়নি। বছরখানেকের বেশি হয় তিন সন্তানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন শিল্পী। তবে শাড়িগুলোর ছবি তুলে তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর স্বামী কবির বকুল। ‘শাড়ি আর চিঠির ছবি দেখে কান্না থামাতে পারিনি। এত ভালোবাসা!’ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুরে ‘বিনোদন’কে বলছিলেন মুন্নী।

সাবিনা ইয়াসমীনের চিঠি ও উপহার পেয়ে আপ্লুত মুন্নী। কোলাজ

সাবিনা ইয়াসমীনের কাছ থেকে পাওয়া শাড়িগুলোর কয়েকটি স্থিরচিত্র ফেসবুকেও পোস্ট করেছেন মুন্নী। লিখেছেন, ‘আমার জীবনে অসংখ্য উপহার পেয়েছি, কিন্তু কিছু উপহার মনে হয় আমার পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের গল্পেও ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবে, আজ পেলাম তেমনই উপহার। এক লাগেজ শাড়ি উপহার পাঠিয়েছেন কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমীন। শাড়িগুলো আমার কাছে কতটা আবেগের, তা কেবল গানপ্রিয় মানুষেরা বুঝবেন। এই শাড়িগুলোতে লেগে আছে তাঁর স্পর্শ, যিনি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সব গানের শিল্পী। যাঁর গান শুনে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম।’

সেই ছোটবেলায় সাবিনা ইয়াসমীনের গানের সঙ্গে মুন্নীর ‘পরিচয়’। রেডিও, টেলিভিশনের পাশাপাশি অ্যালবাম কিনে সাবিনার গান শুনেছেন। একসময় নিজেই এই জগতে নাম লেখান। পেশাদার গানে এরই মধ্যে কাটিয়েছেন দুই যুগের বেশি সময়। এই দীর্ঘ পথচলায় অনেকবারই সাবিনা ইয়াসমীনের সান্নিধ্যে এসেছেন। দুজনের মধ্যে বড় বোন-ছোট বোনের মতো সম্পর্ক।

কথায় কথায় মুন্নী বললেন, ‘পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে শুধু উপহার নয়। মনে হয়েছে, একজন সাবিনা ইয়াসমীন তাঁর সত্তাকে কারও হাতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে দিলেন। এটা আমার জন্য প্রতীকী। এটা আমার একার পাওয়া মনে করছি না। আমাদের গোটা প্রজন্মকে তাঁর গানের মতো করে হাতে এই শাড়িগুলো তুলে দিয়ে গেলেন। এটা অনেক বিরাট আশীর্বাদ। আমি বিশ্বাস করি, এর মধ্য দিয়ে তিনি আমার ও পরের প্রজন্মকে সম্মানিত করেছেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কবে কিংবদন্তির পাঠানো শাড়িগুলো হাতে ছুঁয়ে দেখব।’

“ তার বয়স ১৭, এটা অবিশ্বাস্য। এই বয়সে সে বার্সেলোনার জন্য যা করছে, তা বেশ ভীতিকর।

আন্তোনিও রুডিগার
বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালকে প্রশংসায় **ভাসিয়ে রিয়া**ল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ-ভারত

বাংলাদেশ	মুখোমুখি	ভারত
১৪	ম্যাচ	১৪
১	জয়	১৩
১৪১.৫	গড় স্কোর	১৫৬.৫
১৬৬/৮ (২০১৮, কলম্বো)	দলীয় সর্বোচ্চ	১৯৬/৫ (২০২৪, অ্যান্টিগা)
৯৬/৯ (২০২৩, হাংজু)	দলীয় সর্বনিম্ন	১৪৬/৭ (২০১৬, বেঙ্গালুরু)
৭.৩৪	প্রতি ওভারে গড় রান	৮.৫৬

৪৭৭
দুই দেশের মুখোমুখি টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান রোহিত শর্মার, স্ট্রাইক রেট ১৪৩.৬৭।

৯
সবচেয়ে বেশি উইকেট যুজবেন্দ্র চাহালের, ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৬.৩৭।

স্ট্রেচিং করার সময় রিশাদের মুখে ফুটে উঠল হাসি, যে হাসিটা আজ গোয়ালিয়রের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও চাইবে বাংলাদেশ দল। গতকাল শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের অনুশীলনে। ছবি : বিসিবি

আইপিএলের দৃষ্টিকাড়ার সিরিজ

বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি

ভারতের বিপক্ষে তাদের মাঠে ভালো করলে আরও একবার সামনে খুলতে পারে আইপিএলের দরজা।

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

ভারতীয় এক সাংবাদিক খুব কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রিশাদ হোসেন ছেলেটা কেমন?' রিশাদের ছোটবেলার কোচের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও চাইলেন। নীলফামারীর দীর্ঘদেহী লেগ স্পিনারকে নিয়ে ভারতীয় সাংবাদিকের আগ্রহের কারণটা জানা গেল একটু পর। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো করলেই রিশাদের ডাক পড়তে পারে আইপিএলে। তেমন কিছু হলে রিশাদ হয়ে যাবেন বড় খবর। সে জন্য আগেই খোঁজখবর নিয়ে রাখতে চান সেই সাংবাদিক। রিশাদ এমন এক লেগ স্পিনার, যিনি শেষের দিকে মারতেও পারেন। দারুণ ফিল্ডারও। আইপিএলে এমন খেলোয়াড়ই তো চাই!

শুধু রিশাদ নন, আজ শুরু বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান, তাওহিদ হৃদয়ের দিকেও নাকি আইপিএল স্কাউটদের চোখ থাকবে। তাসকিন এর মধ্যেই লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) ও জিম আফ্রো টি-টেন লিগে খেলে ফ্র্যাঞ্চাইজি দুনিয়ার স্বাদ পেয়েছেন। এলপিএল খেলেছেন শরীফুলও। তবে আইপিএল তো আইপিএলই। ভারতের এক সাংবাদিকের ভাষায় আইপিএল হলো 'ক্রিকেটের মেহফিল', যেখানে ক্রিকেট-বিশ্ব জড়ো হয় এক মঞ্চে। দুনিয়ায় এমন কোনো ক্রিকেটার নেই, যিনি আইপিএল খেলার স্বপ্ন দেখেন না।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়া বোলিং করে একের পর এক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ডাক পাচ্ছেন রিশাদ। জিম আফ্রো টি-টেন লিগের দল হারারে বোল্টস তাঁকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নিয়েছিল। এক সপ্তাহের ছোট্ট টুর্নামেন্টটি খেলে ভারতে টি-টোয়েন্টি দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু রিশাদ জিম্বাবুয়েতে খেলতে গিয়ে চোটে পড়ার ঝুঁকি নিতে চাননি। ভারত সিরিজে তিনি সুস্থ থেকে শতভাগ দিয়ে খেলতে চান।

এর আগে কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি ও অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে ডাক পেয়েছেন রিশাদ। গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে এক আসরে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেটের রেকর্ড গড়ার পরই তাঁর সামনে খুলে যায় বৈশ্বিক টি-টোয়েন্টির দুয়ার। টরন্টো ন্যাশনালস তাঁকে দলে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে যেতে পারেননি ওই টুর্নামেন্টে। বিশ্বকাপের বোলিং দেখে প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে রিশাদকে দলভুক্ত করে হোবার্ট হারিকেনসও। যদিও রিকি পন্টিংয়ের দলের হয়ে রিশাদের বিগ ব্যাশে খেলার সম্ভাবনা তেমন একটা নেই। জাতীয় দলের ব্যস্ততা আছে, একই সময়ে বিপিএলও হওয়ার সম্ভাবনা। বিগ ব্যাশে সুযোগ হলেও রিশাদ তাই সেখানে বেশি ম্যাচ খেলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তরুণ এই লেগ স্পিনারের অবশ্য তাতে তেমন আক্ষেপ নেই। তাঁর লক্ষ্য আইপিএল।

> বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান, তাওহিদ হৃদয়দের দিকেও চোখ থাকবে আইপিএল স্কাউটদের।

তাসকিন ও শরীফুলকে এরই মধ্যে দুবার আইপিএলে খেলার সুযোগ হাতছানি দিয়ে গেছে। দারুণ ফর্মে থাকা এই দুই পেসার কখনো জাতীয় দল, কখনো ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ব্যস্ততায় আইপিএল খেলতে পারেননি। এবার সুযোগ পেলে দুজনই তা নিতে চাইবেন। আর সুযোগ পাওয়ার ফর্মুলা তো এই মুহূর্তে খুব সহজ—ভারতের বিপক্ষে তাদের মাঠে ভালো করলে আরও একবার সামনে খুলতে পারে আইপিএলের দরজা।

আইপিএলে খেলার স্বপ্ন দেখছেন তানজিমও। বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে ১১ উইকেট নেওয়া এই পেসার জিম আফ্রো ও বিগ ব্যাশের ড্রাফটে নাম দিয়েছেন। দল না পেলেও তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি যোগাযোগ করেছে। ভারত সিরিজে ভালো করলে আইপিএল দলগুলোও নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে।

ভারত সফরের দল ঘোষণার আগে তানজিম *প্রথম আলো*কে বলেছেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে অগ্রাধিকার দেশের ক্রিকেট। দেশের হয়ে ভালো করতে থেকে যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সুযোগ পাই, তাহলে অবশ্যই সেখানেও খেলতে চাইব। সেটা অন্য রকম অভিজ্ঞতা হতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সব দেশের সেরা খেলোয়াড়েরা খেলে। দ্রুত অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।'

বাংলাদেশ দলের সাবেক কম্পিউটার বিশ্লেষক শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখরন বর্তমানে আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের আইপিএলে দল পাওয়া নিয়ে তিনিও বেশ আশাবাদী। গতকাল হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় শ্রীনিবাস বলেন, 'ভালো করলে আর আইপিএলের সময় যদি খেলার মতো অবস্থায় থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ডাক পাবে।'

ভারতের বিপক্ষে আজ শুরু তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টির সিরিজটা তাই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য আইপিএলের দৃষ্টিকাড়ার সিরিজও। তবে দৃষ্টি তখনই কাড়া যাবে, যখন দেশের হয়ে ব্যাটে-বলে জ্বলে ওঠা যাবে।

ব্যাটিং-ব্যর্থতায় ইংল্যান্ডের কাছে হার নিগারদের

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

খেলা ডেস্ক

লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। ওভারপ্রতি ৬ রান নিতে পারলেই পৌঁছে যাওয়া যেত ১১৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে; কিন্তু ৬০ রান তুলতেই ১৪ ওভার শেষ হয়ে গেলে লক্ষ্যটা আর সহজ থাকে কই?

সহজ থাকেনি বাংলাদেশের জন্যও। গতকাল শারজায় ৬ ওভারে ৫৯ রানের সমীকরণ না মেলাতে পেরে নিগার সুলতানার দল হেরেছে ২১। টসে জেতা ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে তোলে ৭ উইকেটে ১১৮ রান। রান তাড়ায় বাংলাদেশের ইনিংস থামে ৭ উইকেটে ৯৭ রানে।

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা আসে পাওয়ার প্লেতে। ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল মাত্র ২০ রান। তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক নিগার ও তিনে নামা সোবহানা মোশতারি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। দুজনের ৩৫ রানের জুটি ভাঙে নিগার রান আউট হলে। করে যান ২০ বলে ১৫ রান। এরপর বাংলাদেশের রান যে এক শর কাছাকাছি গেছে, তার মূলে মোশতারির ৪৮ বলে ৪৪ রানের ইনিংস। তিনবার জীবন পাওয়া মোশতারি ৫ চারে সাজানো ইনিংসটি খেলে আউট হন উনিশতম ওভারে। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে মোশতারি ও নিগার ছাড়া আর কারও ইনিংস দুই অঙ্কের ঘরে যায়নি।

এর আগে ইংল্যান্ডের ইনিংসে বড় রান উঠেছে শুরু ও শেষের দিকে। প্রথম ৬ ওভারেই ৪৭ রান তুলে ফেলেন দুই ওপেনার মাইয়া বুচিয়ের ও ড্যানি ওয়াট-হজ। এরপর রাবেয়া আক্তার, ফাহিমা খাতুন ও রিতু মনিদের নৈপুণ্যে ইংল্যান্ডের রানে লাগাম টানে বাংলাদেশ। ৭ থেকে ১৫—এই আট ওভারে তারা ৪ উইকেট হারিয়ে তোলে মাত্র ৪০ রান। তবে ইনিংসের শেষ ২ ওভারে ২১ রান যোগ করে রান সংখ্যা ১১৮-তে নিয়ে যায় আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থানধারী দলটি।

'বি' গ্রুপে বাংলাদেশ দলের পরের ম্যাচ ১০ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। গ্রুপে শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ ইংল্যান্ডের কাছে হারার আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন নিগাররা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২০ ওভারে ১১৮/৭ (ওয়াট-হজ ৪১, বুচিয়ের ২৩, জোনস ১২*; ফাহিমা ২/১৮, রিতু ২/২৪, নাহিদা ২/৩২)।
বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ৯৭/৭ (মোশতারি ৪৪, নিগার ১৫; স্মিথ ২/১১, ডিন ২/২২)।
ফল : ইংল্যান্ড ২১ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : ড্যানি ওয়াট-হজ।

আউট হয়ে গেছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট (ছবিতে নেই)। তাঁকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের উচ্ছ্বাস। গতকাল শারজায় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে। ছবি : রয়টার্স

মনন এখন আইএম

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হাঙ্গেরিতে পরশু গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টের 'এ' গ্রুপের অষ্টম রাউন্ডে ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার পান্ডা সুমিতকে হারিয়ে নিজের তৃতীয় আন্তর্জাতিক নর্ম পেয়েছে মনন রেজা। নিয়াজ মোরশেদের রেকর্ড ভেঙে এখন বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) ১৪ বছর ৩ মাস বয়সী মনন। শেষ রাউন্ডে জিতলে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নর্মও পেত সে। কিন্তু করেছে ড্র। তবে ৯ ম্যাচে সাড়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন মনন।

গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবার 'সি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে জিতলে দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেতেন ফাহাদ রহমান। তিনিও ড্র করেছেন। তবে ৯ ম্যাচে সাড়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নিজ গ্রুপে ফাহাদও চ্যাম্পিয়ন।

ইন্তেখাবুলের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত ১ অক্টোবর *প্রথম আলোর* খেলার পাতায় প্রকাশিত 'স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির মহাসাগর' শিরোনামে প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ। চিকিৎসার জন্য বর্তমানে বিদেশে আছেন জানিয়ে ই-মেইলে পাঠানো প্রতিবাদপত্রে তিনি দাবি করেন; প্রতিবেদনে প্রকাশিত তাঁর, তাঁর পরিবার ও শুটিং ফেডারেশন-সংশ্লিষ্ট সব বক্তব্য ও অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকর।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : শুটিং ফেডারেশনের অনিয়ম তদন্তে ২০২০ সালে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ও সাবেক শুটার-সংগঠকদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১*
ভারত-পাকিস্তান	বিকেল ৪টা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-স্কটল্যান্ড	রাত ৮টা
১ম টি-টোয়েন্টি	*টি-স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮*
বাংলাদেশ-ভারত	সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*হটস্টার, জিও সিনেমা*
অ্যাস্টন ভিলা-ইউনাইটেড	সন্ধ্যা ৭টা
চেলসি-নটিংহাম	সন্ধ্যা ৭টা
লা লিগা	*জিও সিনেমা*
বার্সেলোনা-আলাভেস	রাত ৮.১৫ মি.
জার্মান বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
ফ্রাঙ্কফুর্ট-বায়ার্ন মিউনিখ	রাত ৯.৩০ মি.

প্রস্তুতিই শুরু করতে পারেনি দুই ক্লাব

ঘরোয়া ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ফুটবল অঙ্গনেও। প্রিমিয়ার লিগের দুই ক্লাব শেখ জামাল ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র দলই গড়েনি। বাকি ১০ ক্লাবের ৪-৫টির নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে বা আসছে। কমিটি বদল হয়েছে ব্রাদার্স, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও রহমতগঞ্জের। ইয়ংমেনস ফকিরেরপুলেও কমিটি বদল সময়ের অপেক্ষা। বাংলাদেশ পুলিশ এফসির সভাপতি পদে আসছে নতুন মুখ।

কমিটিতে পরিবর্তন আসা ক্লাবগুলোর মধ্যে এখনো প্রস্তুতিতে নামতে পারেনি ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। পেশাদার লিগের শীর্ষ স্তরে এই প্রথম খেলছে ক্লাবটি। একসময়ের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার সাইফুর রহমানকে। কোচের অপেক্ষা প্রস্তুতি শুরুর, 'নতুন কমিটি এসেছে ক্লাবে। সবকিছু গুছিয়ে প্রস্তুতিতে নামতে একটু সময় লাগছে।'

প্রস্তুতি শুরু করতে পারেনি চট্টগ্রাম আবাহনীও। ক্লাবটির দল গড়াই এবার অনিশ্চিত ছিল। শেষ মুহূর্তে সাবেক ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলিসহ কয়েকজনের উদ্যোগে খেলোয়াড় নিবন্ধন হয়েছে। এখন অর্থের সন্ধান চলছে জানিয়ে এমিলি বলেছেন, 'বাফুফের নির্বাচনে তরফদার রুহুল আমিন ভাই চট্টগ্রাম আবাহনীর কাউন্সিলর হয়েছেন। তিনি স্পনসর করবেন বলেছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি আমরা।' চট্টগ্রাম আবাহনী প্রধান কোচ করেছে সাবেক ফুটবলার আকবর হোসেনকে, সহকারী কোচ আরেক সাবেক ওয়ালী ফয়সাল।

> কমিটিতে পরিবর্তন আসা ক্লাবগুলোর মধ্যে এখনো প্রস্তুতিতে নামতে পারেনি ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। প্রস্তুতি শুরু করেনি চট্টগ্রাম আবাহনীও।

বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে ১১ অক্টোবর ঘরোয়া মৌসুম শুরুর পর ১৫ অক্টোবর মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ ও ১৯ অক্টোবর শুরু হবে প্রিমিয়ার লিগ। দলগুলোর হাতে আর ১০ দিন সময়ও নেই। অবশ্য বাকি ৮টি দল এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। ৪-৫ দিন আগে কমিটিতে পরিবর্তন এলেও কামাল বাবুকে প্রধান কোচ করে গত মাসের শেষ দিকেই অনুশীলন শুরু করেছে রহমতগঞ্জ। ক্লাব ভবনসংলগ্ন নিজস্ব মাঠ কিছুটা খারাপ থাকায় কখনো বাফুফে ভবনের টার্ফ, কখনো রমনা পার্কে অনুশীলন করছে তারা।

সরকার পরিবর্তনের পর বিগত দিনের 'বঞ্চিতরা' ইয়ংমেনস ফকিরেরপুল ক্লাবের নেতৃত্বে আসতে তোড়জোড় শুরু করেছেন। তবে বর্তমান কমিটি প্রিমিয়ার লিগ চালিয়ে নেওয়ার পর সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন কমিটি হবে, এমনটাই নাকি সমঝোতা হয়েছে। ক্লাবটির অনুশীলন শুরু হয়েছে ৮-১০ দিন আগে। চারজন উজবেক খেলোয়াড় এসেছেন, এসেছেন একজন উজবেক কোচও।

নতুন নেতৃত্বের অধীনে ব্রাদার্সও অনুশীলনে নেমেছে। তবে ক্লাবসংলগ্ন নিজস্ব মাঠ ব্যবহার অনুপযোগী থাকায় আপাতত অনুশীলনের জন্য যেতে হচ্ছে পল্টন আউটার স্টেডিয়ামে। গাম্বিয়ার ওমর সিসে ও ফয়সাল মাহমুদকে কোচ করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর করা হয়েছে ক্লাবের সাবেক ফুটবলার খন্দকার ওয়াসিম ইকবালকে, যিনি তিনবার ব্রাদার্সের কোচ ছিলেন। ওয়াসিম অবশ্য বলেছেন, 'ব্রাদার্সের কোনো দায়িত্বে থাকি বা না থাকি, আমি সব সময় ব্রাদার্সেরই লোক। পদ কোনো বিষয় নয়।'

প্রস্তুতি শুরু করলেও ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান বরাবরের মতো মাঠসংকটে ভুগছে। পল্টন আউটার স্টেডিয়ামে চলছে অনুশীলন। ফর্টিস ক্লাব নিজস্ব মাঠে অনুশীলন শুরু করেছে গতবারের কোচ মাসুদ কায়সারের অধীনে। বাংলাদেশ পুলিশ অনুশীলন করছে স্থানীয় কোচ মো. মাহবুবুল হকের অধীনে উত্তরা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মাঠে। আবাহনী লিমিটেডের প্রধান কোচ হিসেবে ১ অক্টোবর যোগ দিয়েছেন মারুফুল হক। তাদের অনুশীলন হচ্ছে ধানমন্ডির নিজস্ব মাঠে। প্রিমিয়ার লিগের টানা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসও ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নিজেদের মাঠে অনুশীলন করছে রোমানিয়ার কোচ ভ্যালেরিউ তিতার অধীনে।

উদ্‌যাপন
মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে গোল উদ্‌যাপন করছেন দিয়োগো জোতা। ম্যাচের ৯ মিনিটে জোতার এ গোলেই ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠ থেকে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছে লিভারপুল। গতকাল প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটি ৩-২ গোলে ফুলহামকে এবং আর্সেনাল ৩-১ গোলে সাউদাম্পটনকে হারায়। ছবি : লিভারপুল ওয়েবসাইট

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশে যোগ দেন হতাহতদের স্বজনেরা। গতকাল রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশে সরকারের সমালোচনা

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দুই মাসেও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে না পারা ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পুনর্বাসন না হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি অসন্তোষ জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। পাশাপাশি দুই মাসেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে না পারা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য সরকারের সমালোচনা করেছেন কমিটির নেতারা।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের পেটে লাথি দেওয়া সিন্ডিকেটগুলো এখনো সক্রিয়।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে প্রথম নাগরিক সমাবেশ হয়। অভ্যুত্থানের দুই মাস পূর্তি উপলক্ষে এই সমাবেশ ডাকা হয়। সমাবেশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল ঝুম বৃষ্টি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত মমিনুল ইসলামের বাবা, রায়হান হোসেনের ভাই, মারুফ হোসেনের বাবা, শাহরিয়ার হাসান আলভীর বাবা, খালিদ হাসানের বাবা, নাহিদুল ইসলামের ভাইসহ কয়েকজন সমাবেশে বক্তব্য দেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডের বিচার ও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবি জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা খোঁজখবর না নেওয়ায় কেউ কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করেন। হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পলায়ন কিংবা গ্রেপ্তার না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁদের প্রায় সবাই।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই উল্লেখ করে সমাবেশে নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, পুলিশ বাহিনী এখনো সক্রিয় নয়। মাঠে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। পুলিশের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে সেনাবাহিনীকে দ্রুত ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারের সমালোচনা করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও নাগরিক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান। নাসীরুদ্দীন বলেন, 'দুই মাস অতিবাহিত হলেও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও শহীদদের পরিবারের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।' অতি দ্রুত আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

দেশে মব জাস্টিসের নামে মব কিলিং বন্ধ করার দাবি জানান নাগরিক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান। নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, অভ্যুত্থানের দুই মাসেও গণহত্যার বিচার শুরু হয়নি। যারা গণহত্যা করেছে, গুলি করেছে, যারা হুকুম দিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে আদালতে বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান আখতার।

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সারা দেশে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে বলে গতকালের সমাবেশে জানান আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন।

এ ছাড়া আজ রোববার থেকে নাগরিক কমিটি রাজধানীতে 'ঢাকা রাইজিং' কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে। এর প্রথম কর্মসূচি আজ বিকেলে যাত্রাবাড়ীর নূর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

ছায়ানটের শরৎ অনুষ্ঠান

ছায়ানটের আয়োজনে শরতের অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। গতকাল সকালে ছায়ানট-সংস্কৃতি ভবন মিলনায়তনে। ছবি : আশরাফুল আলম

শুভ্র শরতের সুরেলা বন্দনা

আশীষ-উর-রহমান, *ঢাকা*

কয়েক দিন ধরে যেমন বৃষ্টি ঝরছে, তা শরতের চিরায়ত খেয়ালি বৃষ্টির সঙ্গে মেলে না, বরং বর্ষার বেখেয়ালি বর্ষণ বলাই উপযুক্ত। গতকাল শনিবারও সকাল থেকেই বৃষ্টিভেজা দিনের শুরু। এ কারণে বিড়ম্বনা এড়াতে দেশের গৌরবময় সংগীত শিক্ষা তথা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট তাদের অন্যতম প্রধান ঋতুভিত্তিক আয়োজন শরৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ছাদের তলায়, তাদের নিজস্ব মিলনায়তনে। উন্মুক্ত স্থানেই সাধারণত এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শুরু হয়েছিল সেই ষাটের দশকের প্রারম্ভে বলধা উদ্যানে।

'শরতের স্নিগ্ধতা মুছে দিক মলিনতা' এই আহ্বান নিয়ে গতকাল অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল নির্ধারিত সময় সকাল সাতটায়। পরিপাটি অনুষ্ঠানের মতো সময় মেনে শুরু করাও ছায়ানটের রীতির অন্তর্গত। শরতে শেফালি অনিবার্য। তাই শুরু হলো সম্মেলক গান ও নৃত্যে 'ওগো শেফালিবনে মনের কামনা' দিয়ে।

ছায়ানটের শ্রোতা-দর্শকেরা জানেন, তাঁদের অনুষ্ঠানগুলোতে বিশেষত কোনো বক্তব্য থাকে না। একের পর এক অবিরত পরিবেশনা চলতে থাকে স্রোতোধারার মতো। অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল সম্মেলক গানের সঙ্গে নৃত্য, একক কণ্ঠের গান, আবৃত্তি ও পাঠ দিয়ে। সব রচনাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বাংলার ঋতুপ্রকৃতির সৌন্দর্য আবিষ্কার, উপলব্ধি এবং তার নান্দনিক প্রকাশে কবিগুরুর সমতুল্য বাংলা ভাষী আর কেউ নেই—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। ফলে শরতের শুচিস্নিগ্ধ রূপমাধুরী নিয়ে আয়োজন সাজিয়ে তুলতে কবির শরণাপন্ন হওয়া। পরিবেশনে অংশগ্রহণকারীরাও সবাই সেজে এসেছিলেন শরতের শ্বেতশুভ্র মেঘ, কাশফুল আর আকাশের নীলের মিলমিশের পোশাক-আশাকে।

প্রথম একক গানটি ছিল 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে,/ নীল আকাশের ঘুম ছুটালে' সেমন্তী মঞ্জরীর গাওয়া। পরে দীপ্র নিশান্ত গেয়েছেন 'কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে'। বাঁশির সেই সুরে জেগেছিল কবির হৃদয়। আলোয় উদ্ভাসিত অনিন্দ্যসুন্দর ধরণি আর শরতের শিশিরবিন্দুকে তাঁর মনে হয়েছিল ধরণির চোখ ভেসে যাওয়া অশ্রুমালা। 'ছেলেবেলার শরৎকাল' লেখা থেকে পাঠ করে শুনিয়েছেন ডালিয়া আহমেদ। এভাবেই গানের সুরে, নৃত্যের ছন্দে, পাঠপরিক্রমায় এগিয়েছে অনুষ্ঠান।

ছায়ানট ১৯৬১ সালে তার যাত্রার পর থেকেই যেসব আয়োজন নিয়মিতভাবে করে আসছে, তার প্রধান কয়েকটির মধ্যে আছে পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ, ঋতুভিত্তিক বর্ষা, শরৎ ও বসন্তের অনুষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু বর্ষার অনুষ্ঠানটিই উৎসর্গ করা হয় সংগঠনের প্রথম সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের স্মৃতির প্রতি। এ ছাড়া মার্চ মাসের সুবিধামতো সময়ে 'দেশঘরের গান' নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্রধারার লোকগান নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয় একেবারে সেই অঞ্চলের মাটিসংলগ্ন গায়ক-বাদকদের অংশগ্রহণে। এতে শ্রোতারা দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ধারার বৈচিত্র্য উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন মূলত সংগীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক। আয়োজনটিও শহরের শ্রোতাদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

এসব ছাড়া কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিনে দুই দিনের উৎসব হয়ে থাকে। শুদ্ধ সংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের আলাদা করে দুটি উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে প্রতিবছর। এই দুটি উৎসবও হয় দুই দিন করে। সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ জানান, ঋতুপ্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরে মানুষের সুকুমারবৃত্তিকে জাগানোর জন্য ছায়ানট এই আয়োজনগুলো করে থাকে। রবীন্দ্রসরোবরের খোলা মঞ্চে অনুষ্ঠানটি করার ভাবনা ছিল, তবে বৃষ্টিবাদলের প্রাবল্যে সেই ভাবনা থেকে সরে আসতে হয়েছে।

ছায়ানটের এসব অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী, প্রাক্তনী, শিক্ষক ও আমন্ত্রিত খ্যাতনামা শিল্পীরাও অংশ নিয়ে থাকেন। গতকালের শরতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন অর্ধশতাধিক শিল্পী ও শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে একক পরিবেশনায় ছিলেন লাইসা আহমদ লিসা, প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, ফারজানা আক্তার, অমেয়া প্রতীতি, অর্ণব বড়ুয়া, সুতপা সাহা, চঞ্চল কৃষ্ণ বড়াল ও পার্থ প্রতীম রায়। গানগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল 'বাজিল কাহার বীণা, 'শরত-আলোর কমলবনে', 'এবার অবগুণ্ঠন খোলো', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে'। 'শরৎ' কবিতাটি আবৃতি করেছেন বাচিক শিল্পী রফিকুল ইসলাম। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' সম্মেলক গানের সঙ্গে নৃত্যের পর জাতীয় সংগীত দিয়ে শেষ হয়েছিল প্রায় দেড় ঘণ্টার এই অনবদ্য পরিবেশনা।

এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ইন্তেকাল

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সাবেক রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিক ও প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটায় নিজের প্রতিষ্ঠিত উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

গতকাল শনিবার সকালে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে রাজনীতিবিদ মাহী বি চৌধুরী *প্রথম আলোকে* জানান, ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে গত বুধবার বদরুদ্দোজা চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রমুখ। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে সাবেক এই রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে শোক জানানো হয়েছে।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক। বড় মেয়ে মুনা চৌধুরী পেশায় আইনজীবী, ছোট মেয়ে শায়লা চৌধুরী চিকিৎসক।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিকল্পধারা বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন। ছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন মহাসচিব। জাতীয় সংসদের উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অনুরোধে বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী হন। খালেদা জিয়ার সময়েও মন্ত্রী ছিলেন। মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বিটিভিতে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর 'আপনার ডাক্তার' অনুষ্ঠান ছিল খুবই জনপ্রিয়।

২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর দেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন বদরুদ্দোজা চৌধুরী। রাজনৈতিক কারণে ২০০২ সালের ২১ জুন তিনি পদত্যাগ করেন। ২০০৪ সালের ৮ মে প্রতিষ্ঠা করেন বিকল্পধারা।

গতকাল সকালে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর বারিধারায় বায়তুল আতিক জামে মসজিদে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা হয়। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে মুন্সিগঞ্জের স্টেডিয়ামে তৃতীয় জানাজা হবে। বাদ জোহর গ্রামের বাড়ি মজিদপুর দয়হাটায় চতুর্থ জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

বাবা মন্ত্রী, ছেলে ঠিকাদার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের ছেলের প্রতিষ্ঠান ঠিকাদারির কাজ করেছে মন্ত্রণালয়টির অধীন প্রতিষ্ঠান এনআইবিতে।

ইয়াফেস ওসমান

ইশরার ওসমান

- ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইয়াফেস ওসমানের ছেলের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান।
- অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানটিকে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা করেন এনআইবির মহাপরিচালক।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারে ইয়াফেস ওসমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি সংস্থায় ঠিকাদারি কাজ করেছেন তাঁর ছেলে ইশরার ওসমান। ইশরারের প্রতিষ্ঠান সাইটেক কনসালটিং সলিউশন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ পায়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মন্ত্রীর অধীন প্রতিষ্ঠানে তাঁরই ছেলের ঠিকাদারি কাজ করা স্বার্থের সংঘাত বা কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট।

সাইটেক কনসালটিং সলিউশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন ইশরারের বাবা ইয়াফেস ওসমান মন্ত্রী। ওয়েবসাইটে পরামর্শক হিসেবে দুটি কাজের কথা বলা হয়েছে। দুটিই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থায়। একটি সংস্থা হলো বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এবং অন্যটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির (এনআইবি)।

প্রাণীর জিন বিন্যাস বা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য এনআইবিতে ২০২১ সালে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের নকশা ও তদারকির কাজ দেওয়া হয় ইশরার ওসমানের প্রতিষ্ঠানকে। অভিযোগ রয়েছে, তৎকালীন মন্ত্রীর ছেলেকে কাজটি পাইয়ে দিতে সহায়তা করেন এনআইবির মহাপরিচালক মো. সলিমুল্লাহ। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

ইশরার ওসমানের প্রতিষ্ঠানটি নতুন। এটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি। চেয়ারম্যান সমীর উজ্জামান। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, বিসিএসআইআর ও এনআইবিতে দুটি প্রকল্পে তারা ৫ কোটি করে মোট ১০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে।

সাইটেক কনসালটিং সলিউশনের কার্যালয় ঢাকার বনানীতে। যোগাযোগ করা হলে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা সুব্রত শর্মা *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের এখন চলমান কোনো প্রকল্প নেই। ইশরার ওসমান এখন অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ইয়াফেস ওসমানও আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগ করে সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হন, পরে হন মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ সরকারের চার মেয়াদেই তিনি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এদিকে এনআইবি সূত্র জানিয়েছে, ২০১৩ সালে মো. সলিমুল্লাহকে জাপান থেকে ডেকে এনে এনআইবিতে সরাসরি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেন ইয়াফেস ওসমান। মাত্র এক বছর সাত মাসের মাথায় তিনি প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নিয়োগ পান। এখনো তিনি 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' পালন করছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো কর্মকর্তা কোনো প্রতিষ্ঠানে চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব ছয় মাসের বেশি পালন করলে অর্থ বিভাগের সম্মতি নিতে হয়। কিন্তু মো. সলিমুল্লাহ অর্থ বিভাগের সম্মতি নেননি।

২০১০ সালে সাভারে সাড়ে ১১ একর জায়গার ওপর এনআইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে এটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা বলছেন, টানা প্রায় ১০ বছর একটি প্রতিষ্ঠানে 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' হিসেবে মহাপরিচালক থাকার ঘটনা নজিরবিহীন।

এনআইবির কর্মকর্তারা বলছেন, দরপত্রে এমনভাবে শর্ত নির্ধারণ ও বাছাই করা হয়েছে, যাতে ইশরারের প্রতিষ্ঠান কাজ পায়। তাঁরা সলিমুল্লাহর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ২২টি। ২০১৫ সালে এনআইবির মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সলিমুল্লাহ স্ত্রী চমন আরার সঙ্গে যৌথভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন ৯০টি, যা অস্বাভাবিক। সব কটিই প্রকাশ করা হয়েছে এনআইবি থেকে।

আরও অনিয়ম

এনআইবির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কেশব চন্দ্র দাস ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুসলিমা খাতুন ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। আগামী ডিসেম্বরে তাঁদের পিএইচডি শেষ হওয়ার কথা। ফেলোশিপের নীতিমালায় বলা আছে, আবেদনকারী হবেন সার্বক্ষণিক গবেষক এবং এ সময় তিনি ছুটিতে থাকবেন। অথচ ছুটিতে থাকা অবস্থায় তাঁরা দুজন প্রতিষ্ঠানটির ৪৭ কোটি টাকা ও ৩৩ কোটি টাকার দুটি প্রকল্পে পরিচালক ছিলেন।

কেশব চন্দ্র দাস মঙ্গলবার বলেন, ২০২০ সালের মার্চে তিনি শিক্ষা ছুটি নেন। এরপর দেশজুড়ে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। তখন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কেশব চন্দ্র দাস পিএইচডি ও প্রকল্পের কাজ একই সঙ্গে করেছেন। ফেলোশিপের অংশ হিসেবে তিনি মাসে ৪০ হাজার টাকা পান।

এনআইবিতে কর্মচারী নিয়োগ, নিজের গাড়ি প্রকল্পে ভাড়া দেওয়া, জ্যেষ্ঠতার তালিকা তৈরিতে অনিয়মসহ অনেক অভিযোগ রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শাহেদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের প্রেক্ষাপটে ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি যতটা কাজ করার কথা ছিল, তা করেনি। প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গড়ে ওঠেনি। তিনি বলেন, বর্তমান মহাপরিচালকের অনিয়মের বিষয়ে কমবেশি অনেকে জানেন। দীর্ঘদিন একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকলে এমনটি হয়।

খাবারের দোকানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি খাবারের দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে আরও অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে কেরানীগঞ্জের রামেরকান্দা বোর্ডিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী ইমতিয়াজ হোসেন জানান, সন্ধ্যা সাতটার দিকে রামেরকান্দা বোর্ডিং এলাকায় নবাবগঞ্জগামী একটি ট্রাক একটি ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি খাবারের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডারে লাগলে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে মুহূর্তেই দোকানে আগুন ধরে যায়। এ সময় লোকজন দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। একপর্যায়ে ওই দোকানের আগুন পাশের আরও দুটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা মো. কাজল *প্রথম আলোকে* বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে রামেরকান্দা বোর্ডিং এলাকায় খাবারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। দুটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন পাশের আরও দুটি দোকানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে দোকান তিনটির অধিকাংশই পুড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় তিনজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন।